ফ্যাসিস্ট আওয়ামী রোষানলে নিষিদ্ধ

বাই অ্যান এক্সপার্ট
প্রাইম মিনিস্টার

ইউনুসবধ কাব্য

আবদুল হাই শিকদার

www.nagorikpathagar.org

বাই অ্যান এক্সপার্ট প্রাইম মিনিস্টার

ইউনূসবধ কাব্য

www.nagorikpathagar.org

বাই অ্যান এক্সপার্ট
প্রাইম মিনিস্টার

ইউনূসবধ কাব্য

আবদুল হাই শিকদার

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকাল
প্রথম শোভা প্রকাশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট
তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
লেখক

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
আদনান রিজন

মুদ্রণ
একাত্তর প্রিন্টার্স

মূল্য
৩৭৫ টাকা

ISBN : 978 984 94766 7 2

By an Expart Prime Minister : Yunus Badh Kabbo by Abdul Hye Sikder; Published by Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100, Price : 375.00 Taka Only.

ঘরে বসে শোভা প্রকাশ এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http:// rokomari.com/shovaprokash
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭।

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন
শিল্পী প্রফেসর ড. ফারহাত হোসেন
স্বজন হারানো গোরস্থানে
আপন মানুষ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় প্রকাশের শুভ সকালে

অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষার পর, সকল ক্রূর কটাক্ষ, গুলি, গ্রেনেড, টিয়ারশেল, সাউন্ড বোম, অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিষ্ঠুরতম গণহত্যা উপেক্ষা করে, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে, আমাদের সন্তানরা ইতিহাসের ঘৃণ্যতম রক্তপিপাসু ফ্যাসিস্ট শাসককে উৎখাত করে উদ্ধার করেছে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা। যা আমরা কেউ পারিনি, সেই দুঃসাধ্য কাজটি করে তারা আমাদের মাতৃভূমিকে করেছে শত্রুমুক্ত। আর আমাদের আবদ্ধ করেছে অশেষ কৃতজ্ঞতায়। আমি আমার আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেশ করছি তাদের সম্মানে।

ফ্যাসিবাদের সেই চরম তান্ডবের দিনে, যখন কেউ সাহস পাচ্ছিলেন না, সেই ২০১৫ সালে বইটি প্রকাশের জন্য এগিয়ে আসেন কাশবন প্রকাশনীর আমিনুল ইসলাম। যদিও বইভুক্ত সব ক'টি প্রবন্ধই ছাপা হয়েছিল ২০১১ থেকে ২০১৩ এর মধ্যে। সত্য বলার "জঘন্য অপরাধ"-এ নির্মমভাবে শারিরীক ও কারা নির্যাতিত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নিষিদ্ধ হওয়া পত্রিকা আমার দেশে।

এই গ্রন্থ "ইউনূসবধ কাব্য : অ্যান এক্সপার্ট প্রাইম মিনিস্টার বিরোচিত" প্রকাশের অপরাধে (!) আমিনুল ইসলামকে হতে হয় নানা নিগ্রহের শিকার। বাংলা একাডেমির বইমেলায় তিনি আক্রান্ত হন ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দ্বারা। পুড়িয়ে দেওয়া হয় বইটির সকল কপি। স্বৈরাচারের রোষাণলে পড়ে বইটির বিক্রয়, বিপনন ও গুদামজাত করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আমাকে হতে হয় বাড়ি ছাড়া। হুমকি ধমকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে জীবনযাপন। সকল ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে লাল তালিকাভুক্ত করা হয় আমাকে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বারোটা বাজিয়ে আড়িপাতা চলতে থাকে আমার ফোনে–যার কিছু নজির এখন সামাজিক মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে।

আমার নিরাপরাধ পুত্রকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় জেলে। পিতাপুত্র দুজনই পনেরো বছর ধরে কাটাচ্ছি বেকার জীবন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে লেখা আওয়ামী দুঃশাসনে নিষিদ্ধ সেই কিতাব "ইউনূসবধ কাব্য : অ্যান এক্সপার্ট প্রাইম মিনিস্টার বিরচিত" আজ বহুদিন পর আবার মুক্ত বাংলাদেশে আলোর সামনে এলো।– "ওরে প্রাণের আবেগ প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারি"!

আমার সুহৃদ ও সাথী শোভা প্রকাশের কর্ণধার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবারের কান্ডারি। তার কথা, আপনি যেমন প্রাণের দায়ে, কোনো প্রকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে বইটি প্রণয়ন করেছেন, আমিও সেই নৈতিক অবস্থান থেকেই বইটি প্রকাশ করছি।

সবাইকে অনুরোধ করবো, দয়া করে কেউ যেন এই প্রয়াসের মধ্যে "কালা" কিছু আবিষ্কার না করেন। জগৎ জুড়ে ভুরি ভুরি গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে প্রফেসর ইউনূসকে নিয়ে। সেই সিন্ধুতে আমিও একবিন্দু শিশির যুক্ত করেছি মাত্র। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহস সঞ্চয় করেছি আমার আত্মা থেকে। এ আমার পরম আনন্দ।

ফ্যাসিবাদ মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সকল প্রাণ সুখী হোক।

আবদুল হাই শিকদার
জাতীয় প্রেস ক্লাব

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ভূ মি কা

শরৎচন্দ্র বলে গেছেন, "আমার কোন বইতে আমি ভূমিকা দেই না। যে পাঠক চারশো পৃষ্ঠা বই পাঠ করে কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না, তাকে চার পৃষ্ঠার ভূমিকা দ্বারা কিছুই বোঝানো সম্ভব না।" এ কথার মধ্যে সত্যতা আছে। তবে সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে না কাউকে থাকতে হয়। সেজন্যই হয়তো ভূমিকা'র প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এই সূত্রটা হলো, আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রফেসর ড. ইউনূসকে শুধু নোবেল পুরস্কার লাভের অপরাধে, বিশ্বের চিন্তাধারার জগৎ তোলপাড় করা গ্রামীণ ব্যাংক ও 'সামাজিক ব্যবসা' তত্ত্ব প্রণয়নের দায়ে, ১৬ কোটি মানুষের দেশের একটি সরকার কতটা নির্মম, নিষ্ঠুর হতে পারে, কতটা শিষ্টাচার বর্জিত অন্যায় ও অত্যাচার করতে পারে, একজন বিশ্ববরেণ্য মানুষকে অপমান-অপদস্থ করার জন্য কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তারই সামান্য পরিচয় আছে এই বাক্যগুলোতে।

প্রফেসর ইউনূসের দুর্ভাগ্য আর আমাদের সৌভাগ্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মতো কালজয়ী পুরুষ জন্মেছেন দক্ষিণ এশিয়ার জলাভূমি বাংলাদেশে। জলাভূমি বলেই নিম্নভূমি, নিম্নভূমি বলেই আমার বিস্ময়। বিস্ময় থেকে তৈরি হয় ঘোর। যেখানে শাসকদের কল্যাণে জলজ উদ্ভিদ ও আগাছা, পরগাছা এবং পরজীবী কিংবা ওই জাতীয় প্রাণের কোলাহলে আকাশ হারিয়েছে ঔদার্য, তেরোশত নদী শুকিয়ে কাঠ, মানুষ হারিয়েছে মনুষত্ব, আইনের শাসন যেখান থেকে উঠে গেছে কর্পূরের মতো, মিথ্যাচার হয়েছে আচার, নীতির জায়গায় দখল করেছে দুর্নীতি, যেখানে প্রীতি ও প্রেমের পুণ্যস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে হিংসা আর প্রতিশোধপরায়ণতা, কোমলতা রূপান্তরিত হয়েছে হৃদয়হীন কঠোরতায়–' সেই রকম সমাজে প্রফেসর ইউনূসের মতো মানুষের জন্ম হলো কীভাবে?

www.nagorikpathagar.org

তিনি আমাদের দেশ, জাতিকে ধন্য করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে যে আঘাত ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তা তো এক কথায় নজীরবিহীন। আমাদের এখানে যা কিছুই হয় তাই হয় নজীরবিহীন। এজন্য সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কে। ভালো কিছু সহ্য হয় না আমাদের। হয়তো তাই এখানকার নদীর নাম হয় কীর্তিনাশা।

এই দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল দেশের সাধারণ মানুষ। ব্যাকুল প্রতিটি দেশ প্রেমিক মানুষ। সেই ব্যাকুলতার ব্যথাও জড়িয়ে ছিল এ গ্রন্থের দেহ ও মনে। সবাই সবকিছু চোখ বুজে মেনে নেয়নি। মিন মিন করে হলেও প্রতিবাদ হয়েছিল–তারও সান্দ্র সাক্ষ্য এ বই।

সবকটি লেখাই ছাপা হয়েছিল দৈনিক আমার দেশে। প্রকাশকাল মুদ্রিত হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে শাসকরা। আর সত্য বলার 'জঘন্য অপরাধে' বিনা বিচারে জেল খাটছেন পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।

আজ গ্রন্থ প্রকাশের এই সময়ে স্মরণ করছি সেই সব মানুষকে যাঁরা শুধুমাত্র ভিন্ন মত পোষণের দায়ে বিনা বিচারে শাসকদের দ্বারা হয়েছেন নিগৃহীত। হয়েছেন, গুম, খুন, অপহরণ ও জেল-জুলমের শিকার। তাদের অতৃপ্ত ব্যথিত আত্মা শান্তি পাক।

শুধুমাত্র প্রকাশক হিসাবেই নয়, একজন ভালো মানুষ হিসেবেও আমিনুল ইসলাম ধন্যবাদার্হ্য।

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আবদুল হাই শিকদার
জাতীয় প্রেস ক্লাব

www.nagorikpathagar.org

সূ চি প ত্র

বাই অ্যান এক্সপার্ট প্রাইম মিনিস্টার : ইউনূসবধকাব্য ॥ ১৭
আশরাফিয়া নোবেল প্রাপ্তি কোচিং সেন্টার ॥ ২৯
জবান খুলেছে মা'লের : 'মুখারী'র দোকান চাই ॥ ৩৭
বিষাদসিন্ধু থেকে হাসিনাসিন্ধু ॥ ৪৫

প রি শি ষ্ট

পরিশিষ্ট-১ : গ্রামীণ ব্যাংক : বাংলাপিডিয়া ॥ ৫৫
পরিশিষ্ট-২ : জোবরা গ্রাম : পাঠ্য পুস্তকের পাতা থেকে বাস্তবে ॥ ৬০
পরিশিষ্ট-৩ : গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে সমালোচকদের কিছু প্রশ্ন এবং প্রকৃত তথ্য ॥ ৭১
পরিশিষ্ট-৪ : সামাজিক ব্যবসা ॥ ৯৫
পরিশিষ্ট-৫ : Life Sketch of Professor Muhammad Yunus ॥ ১১৯

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বাই অ্যান এক্সপার্ট প্রাইম মিনিস্টার

ইউনূসবধ কাব্য

যে বছরটায় আমরা এখন বাস করছি এই বছরটা আরও দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। (হয়তো রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপনের ডামাডোলে ওদিকে কারও মনই যায়নি) এক. এ বছর বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশেরও সার্ধশত বছর পূর্ণ হলো। এখন থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই যুগ প্রবর্তক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। দুই. বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক আন্দোলনের জনক তাঁর সাজানো বাগান থেকে অপসারিত। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারীদের অন্যতম প্রফেসর ড. ইউনূসের ওপর আরেকটি মহাকাব্য হয়তো এ বছর প্রকাশিত হবে। এটির সম্ভাব্য নাম হতে পারে 'ইউনূসবধ কাব্য'। এটির আয়োজক, প্রযোজক, প্রকাশক হয়তো হবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আর সরকার প্রধান হিসেবে এটির রচয়িতার খেতাব হয়তো লাভ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রচয়িতার খেতাবটি তার ন্যায্য পাওনা। কারণ ড. ইউনূসের ভাবমূর্তি নিধনের 'মহান' কর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় তার হাত দিয়ে। হাত দিয়ে বলাটা বোধকরি ঠিক হলো না, 'মুখ দিয়ে' বলাই ব্যাকরণসিদ্ধ। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু একবার নয়, দুই-দুইবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। অভিজ্ঞতার ঝুলিও বড়। গত টার্মে তিনি ৬ লাখ ৫০ হাজার কিলোমিটার আকাশে উড়ে ৫০টি বিদেশ সফরে ২৪৮ দিন কাটিয়ে ১০টি অতি উন্নত জাতের ডক্টরেট পেয়েছিলেন। এবার জমেছে আরও দুটি। সঙ্গতকারণেই বলা যায়, এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তুলনার জন্য অন্য কোনো নাম আসতেই পারে না। এই সম্ভাব্য কিতাবটি এখন যন্ত্রস্থ, কারণ কাব্যের উপসংহার পর্বটি এখনও লেখা হয়নি। লেখার কাজ চলছে। আমাদের অর্থমন্ত্রীর সর্বশেষ বাণী অনুযায়ী তা-ই মনে হলো।

বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্যের ইনিংস শুরুই হয়েছিল 'বধ' দিয়ে। প্রথম ওভারের প্রথম বলেই ছক্কা। প্রথম এবং একমাত্র। হাঁকিয়েছিলেন মাইকেল। তারপর অন্যরা বিস্তর হাঁকাহাঁকি করেছেন কিন্তু ছক্কা কিংবা চারের মার আর হয়নি। তা না হোক, বধ প্রক্রিয়া তো থেমে থাকতে পারে না। অন্যদিকে মন

www.nagorikpathagar.org

দেওয়ারই বা দরকার কী? 'বধ' দিয়ে যদি মসনদে ওঠা যায়, তাহলে বধই চলুক। অতএব বাংলা সাহিত্যের কবিরা গাছকোমরে নেমে গেলেন বধের ময়দানে। রচিত হতে থাকল রাবণবধ কাব্য, কাশেমবধ কাব্য, সোহরাববধ কাব্য, ছুছুন্দুরীবধ কাব্য। বধের পরে আসল সংহার 'বৃত্রসংহার'। সংহার শেষে যা এলো তাও যুদ্ধ 'পলাশীর যুদ্ধ'। বধ, সংহার, যুদ্ধ শেষে যা হয়, তা-ই এলো 'মহাশ্মশান' এবং 'শ্মশানভস্ম'।

দেখার বিষয়, সবকটি মহাকাব্যেই নায়ক নিহত হয়েছে। জয় হয়েছে আগ্রাসনকারী আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে অক্ষত্রিয়জনোচিতভাবে হত্যা করা হয়। নবীন সেনের পলাশীর 'মহানায়ক' রবার্ট ক্লাইভ। মোহনলালকে একটু সম্মান-টম্মান জানালেও সিরাজ-উদ্দৌলাকে একেবারে 'বদমাইশ' বানিয়ে ছেড়েছেন বঙ্গভাষার কবি। মহাশ্মশান কাব্যের আহমাদ শাহ আবদালী দুররানী এবং মহাদাজী সিন্ধিয়া পরস্পরের প্রতিপক্ষ। দুজনই নায়ক। যুদ্ধে হেরে সিন্ধিয়া সর্বস্বান্ত হলেন আর আবদালী জয়লাভ করে ফতুর হয়ে গেলেন। দুজনই হলেন হীনবল। ফলে পলাশী থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষ দখলের দিকে হাত বাড়ালো, তখন তাদের রুখে দেওয়ার কেউ আর ছিল না।

মহাশ্মশানের হিসেবে আমরা আছি এখন চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধের মাঝখানে। একদিকে শেখ হাসিনার সরকার এবং কৃপাভিক্ষুক একশ্রেণির কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত সংবাদ মাধ্যম, অন্যদিকে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক। আর তাদের পায়ের নিচে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাংলাদেশ।

এই যুদ্ধে শেখ হাসিনা কিংবা ড. ইউনূস যে-ই জিতুক কিংবা যে-ই হারুক, দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে পথের ধূলিতে। আর এক রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে এই অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত, অপ্রয়োজনীয়, উটকো দৃশ্য দেখছে বিশ্ববাসী।

কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের পটভূমিই তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ থেকে আমরা যে মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করিনি, তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজকে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আমাদের শাসক দল ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া সংবাদ মাধ্যমের কাণ্ডকারখানা। আইনের উর্ধ্বে হয়তো কেউ নয়। কিন্তু তাই বলে দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছেতাই ভাষায় ড. ইউনূসের মতো বিশ্বজয়ী বরেণ্য মানুষকে গালাগাল করে তাঁর ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য উম্মাদ হয়ে যেতে হবে! কেন, কার স্বার্থে এই জঘন্য বিভৎস ইউনূসবধ যজ্ঞ। সরকারের মধ্যে কি সুস্থ ও ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখার কেউ নেই?

www.nagorikpathagar.org

ড. ইউনূসকে হেয় করার জন্য, অপদস্থ করার জন্য, অপমান করার জন্য একের পর এক রুচি ও শিষ্টাচার বর্জিত ভয়াবহ আক্রমণ চালানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'তিনি রক্তচোষা সুদখোর, গরিবের রক্ত চুষে খেলে ধরা খেতে হয়, নিজের আখের গোছাতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন।' মানুষের সঙ্গে ধোঁকাবাজি সমর্থনযোগ্য নয়। ধোঁকাবাজি বেশিদিন চলে না। প্রধানমন্ত্রীর পরে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানগম্ভীর কণ্ঠে সক্রেটিসের মতো বলেছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে। জাতিকে সত্য জানাতে চাই। ড. ইউনূসের ইমেজের চেয়ে সত্য উদঘাটন জরুরি। তার ইমেজের সঙ্গে দেশের ইমেজের কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ যিনি 'ইউনিপেটুইউ' জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধক, তিনি আরও এককাঠি সরেস, 'ড. ইউনূসের দুর্নীতির বিচার সরকারকে করতে হবে।' খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলবাজিতে চ্যাম্পিয়ন বর্তমান ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ড. ইউনূসের নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকে সরকার নিয়োজিত এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব বলেছেন, ড. ইউনূস ছোট মনের বড় মানুষ। তদন্ত চলছে এখন। তদন্তের ব্যাপারে আমাদের অর্থমন্ত্রী একের পর এক কথা বলে গত ১ মার্চ বলেছেন, ড. ইউনূস বিষয়টি এখন 'লিগ্যাল ইস্যু'। তারপরই সম্পূর্ণ ভিন্ন ইস্যুতে পাঠানো হলো উচ্ছেদের নোটিশ।

এসব বিষোদগারকে আরও কয়েক ধাপ নর্দমার দিকে টেনে নিয়ে গেছে একটি চোথা পত্রিকা। তার সম্পাদক ইদানীং আবার জাতিকে হামেশাই জ্ঞান দিয়ে বেড়ান। চালুনি নিন্দা করে সূঁচকে। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে এক হাত দেখিয়ে সরোষে চিৎকার করে লিখেছেন, 'ড. ইউনূস প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী না ছাই'। ড. ইউনূস ১ টাকায় নাকি গ্রামীণ ব্যাংকের ফ্লোর দখল করেছেন।

ক'দিন আগে দেশের ক'জন বিশিষ্ট নাগরিক ড. ইউনূস সম্পর্কে কথাবার্তা বলা বা লেখার সময় মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষা ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়, সেই নাগরিকদেরও এক হাত দেখিয়েছে পত্রিকাটি।

সবচেয়ে যেটা অবাক হওয়ার বিষয়, গত বছর ৩০ নভেম্বর নরওয়ের যে টিভি চ্যানেলে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই ধুন্ধুমার কাণ্ড, তারা কিন্তু একবারও বলেননি ড. ইউনূস দুর্নীতি করেছেন। তারা বলেছিলেন, তিনি ১০ কোটি ডলার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে গ্রামীণ কল্যাণে সরিয়ে নিয়েছিলেন। যারা অর্থনীতি কিংবা এনজিওদের খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন এরকম হয়েই থাকে। পরে আবার ফান্ড পেলে বিষয়টি যথারীতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

www.nagorikpathagar.org

তারপরও নরওয়ে সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী এরিক সেলেইস সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিল সরানোর অভিযোগ তদন্তে দেখা গেছে, কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে কিংবা দুর্নীতি বা অর্থ আত্মসাতের জন্য এই কাজ করা হয়নি। ১৯৯৮ সালে মূল তহবিলে অর্থ ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে তখন বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

বিশ্বের যেখানে যত বিবেকবান মানুষ তারা প্রত্যেকেই এই ইস্যুতে ড. ইউনূসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেরি রবিনসনের নেতৃত্বে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা গড়ে তুলেছেন 'ফ্রেন্ডস অব গ্রামীণ' প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের দেশে দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়েছেন।

তারপরও সরকার গঠন করে তদন্ত কমিটি। এবার সরকারি আবদার তাঁকে সরে যেতে হবে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে। আর যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তদন্ত কমিটি তাদের চেহারা-চরিত্র সবারই জানা ছিল। এরপর শুরু হলো মামলা দেওয়া। শক্তি দইয়ে ভেজাল কেন, মামলা দেওয়া হলো ড. ইউনূসের নামে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ড. ইউনূসকে জামিনের আবেদন করতে হয়েছে। তারপর সাভারে তাঁর গ্রামীণ নিটওয়্যার লিমিটেড ও গার্মেন্টে দেওয়া হলো আগুন। অবশেষে গতকাল ২ মার্চ, ড. ইউনূসকে সরিয়েই দেওয়া হলো গ্রামীণ ব্যাংক থেকে। এক ইস্যু থেকে আরেক ইস্যু করে করে শেষ পর্যন্ত ইউনূস বধের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল সরকার। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো প্রাণপুরুষকে। এখন গ্রামীণ ব্যাংকের কপালে কি আছে আল্লাহই জানেন।

দুই

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তখন অন্তরীণ। আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে চলছে তথাকথিত সংস্কার কার্যক্রম। তারা বিএনপি কীভাবে চলবে সেসব ঠিকঠাক করছেন। বেগম জিয়াসহ বাকিরা সব শূন্য। মাঠে মঙ্গনের মদদে গদা ঘুরিয়ে যাচ্ছেন আশরাফ হোসেন, জেড এ খান আর মোফাজ্জল করিম। সাইফুর রহমানকে সভাপতি, মেজর হাফিজকে মহাসচিব করে গঠন করা হলো তাদের মর্জিমত বিএনপি। তো এরই এক পর্যায়ে তাদের গ্রুপের আরেক নেতা শাহ আবুল হোসেনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন, সব তো হয়ে গেল, এখন বেগম জিয়াকে কোথায় রাখবেন? আবুল হোসেন খুবই ধীরে-সুস্থে বললেন, 'আমরা বিষয়টা নিয়ে ভাবছি। দেখি তাকে কোথায় রাখা যায়!'

পরদিন একটা পত্রিকা খবর ছাপালো 'আবুলের দয়া'। ভিতরে লিখল, দেখা যাচ্ছে বেগম জিয়ার মতো নেত্রীর ভাগ্য নির্ধারণের ভার পড়েছে এখন সেই সব

www.nagorikpathagar.org

'আবুলদের' ওপর, যারা একবার চেহারা দেখানোর জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বেগম জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে। বিষয়টি অতিশয় কৌতূকপ্রদ।

ড. ইউনূসের ব্যাপারেও একই ঘটনাই দেখাল আমাদের নীতিনিষ্ঠ 'আবুল'রা মিলে। তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়া করে দেখাল, তারা পারে, হিপ হিপ হুররে। তবে অনুধাবনের বিষয় বিএনপির আবুলদের বেগম জিয়ার পায়ের ওপর আছড়ে পড়তে বেশিদিন লাগেনি। এই সব ব্যক্তিত্বের কতদিন লাগে, তার জন্য দরকার অপেক্ষা, এই যা। ইউনূসের যাত্রাভঙ্গের জন্য যারা জাতির নাক কাটলেন, তাদের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমরা আর কীই-বা করতে পারি।

তিন

আমার আয়ারল্যান্ড প্রবাসী বন্ধু শেখ মহিউদ্দিন আহমদ আমাকে দুটি ছবি পাঠিয়েছিলেন ই-মেইলে। কোনো মন্তব্য ছাড়া। পাশাপাশি দুটি ছবি, একটি ছবি, আদালত থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসছেন ড. ইউনূস। দুই নম্বর ছবি ভারতের নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে পাশে নিয়ে সহাস্যে বইমেলা উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী। ড. ইউনূসের বিব্রত চেহারার পাশে শতাধিক উকিল। আর অমর্ত্য সেনের হাস্যোজ্জ্বল চেহারার পাশে ততধিক প্রাণবন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

ছবি দুটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। মনে পড়ল আমার সাম্প্রতিক আয়ারল্যান্ড সফরের কথা। আয়ারল্যান্ডের ওয়াটারফোর্ড শহরের মেয়রের সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম। পরিচয়ের প্রথম পর্বেই মেয়র বললেন, গ্রামীণ ব্যাংকের দেশের মানুষ তুমি। তোমাকে স্বাগত। এ কথা সে কথার পর বললেন, আমি প্রফেসর ইউনূসকে চিনি কি না। আমি হ্যাঁবাচক উত্তর দিলে (যদিও ড. ইউনূসের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই আমার) তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো করমর্দন করতে করতে বললেন, তাহলে তো তুমিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আসলে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের দেশেও আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজে হাত দিয়েছি। আমাদের সরকার চেষ্টা করছে ড. ইউনূসকে একবার নিয়ে আসার।

ভিতরে ভিতরে আমি গর্বিত হয়ে উঠি। সেই আনন্দ আমার মধ্যে এখনও কাজ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমাকে বলেছে, ড. ইউনূসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং গ্রামীণ ব্যাংক, আমাদের সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। আগে আমাদের বিভিন্ন রকম দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অপমান হজম করতে হতো। কিন্তু এখন তারা আমাদের যথেষ্ট সমীহের চোখে দেখে। ড. ইউনূস আমাদের প্রবাস জীবনের গ্লানিকে দূর করে কিছুটা হলেও সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। তাকে নিয়েই এখন আমাদের গৌরব ও অহঙ্কার। কিছু হলে আমরাও এখন বুক টান করে বলতে পারি, আমি ড. ইউনূসের দেশের লোক।

বিশ্বের মানুষ এক নামে যাঁকে চেনে, বর্তমান বিশ্বের এমন কোনো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নেই যা তাঁকে দেওয়া হয়নি, যাঁর সম্মানে দেশ সম্মানিত, যাঁর নামে আজ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটা মর্যাদার আসন পেয়েছে, পেয়েছে পরিচিতি, স্বাধীনতার পর আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, আমাদের কালের মহানায়ক সেই ইউনূসকে অপদস্ত করার জন্য কেন এই ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, অন্ধ তৎপরতা?

শুধুই কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে? দেশে শুধু 'বঙ্গবন্ধু' এবং শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো নাম উজ্জ্বলভাবে থাকতে পারবে না, এই জন্যই কি? বিষয়টি এত সহজ করে দেখে মূল সমস্যা থেকে চোখ অন্যদিকে সরাতে রাজি নই।

আমার কেন জানি মনে হয় এর মধ্যে কোথাও একটা কিন্তু আছে। আছে একটা 'মামুর জয়' গল্পের গন্ধ। বনের একপাশে বাঘ, অন্য পাশে থাকে সিংহ। শিয়াল তো কোথাও যেতে পারে না। না খেয়ে মরার দশা। যদিও দুজনই তার মামা। বুদ্ধি একটা মাথায় এলো। একদিন সিংহকে গিয়ে বলল, 'মামু, দুঃখে মরে যাই, সাধারণ একটা বাঘ কি না আপনাকে গালমন্দ করে।' শুনে সিংহ তো রেগে আগুন। পরদিন বাঘকে গিয়ে বলল, 'মামু দুঃখে মরে যাই। আপনার প্রেস্টিজ তো পাংচার করে দিয়েছে সিংহ। আপনাকে কি না যা-তা ভাষায় গালাগাল করে।' বাঘও রেগে খুন। তারপর লাগল সিংহ ও বাঘের যুদ্ধ। শিয়াল দূরে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে থাকে, মামুর জয়, মামুর জয়। এই শ্লোগান শুনে বাঘ খুশি হয়। সিংহও খুশি হয়। মনে করে শিয়াল তো তার জন্যই শ্লোগান দিচ্ছে। শেষে যুদ্ধ করে করে বাঘও শেষ, সিংহও মরে গেল। তখন শিয়াল মহানন্দে বনে শিস দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার দুই শত্রুই শেষ। এমন কিছু অন্য কেউ করেনি তো?

বাংলাদেশের সম্মানের সূর্যকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে, যারা বাইরে থেকে অমর্ত্য সেনকে আমদানি করে সম্মানিত করছে, তারা কারা? ব্যক্তি অমর্ত্য সেনকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আমি বলছি, এই প্রক্রিয়ার কথা। কারা আমাদের ঠোঁট থেকে প্রশান্তির হাসি কেড়ে নিতে চায়? কারা বিশ্বসভায় আমাদের দাঁড় করাতে চায় নতমুখে? কারা ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশ বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে? কারা টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে চায়? কারা প্রতিদিন সীমান্তে নির্বিচারে পাখির মতো হত্যা করে বাংলাদেশের মানুষ? কারা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর ওসমানীকে হাজির হতে দেয়নি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে? কারা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে? কারা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছে? কারা নানান ধুয়া তুলে জাতিকে বিভক্ত করে রাখতে চায়? কারা বাংলাদেশকে বিশ্বময় সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে দাঁড় করাতে চায়?

ছবি দুটো সামনে রেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো তারাই কি ড. ইউনূসের বিশ্বজয়ী ইমেজ দেখে হিংসা-বিদ্বেষে পুড়ে মরছে? তারাই কি চায় না তাদের পাশে থেকে এমন কেউ দাঁড়াক, যার মাথা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে চোখে পড়ে? সম্মান ও মর্যাদায় ছাড়িয়ে যাক তাদের?

সে জন্যই কি ভেতর থেকে দুর্গ দখল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কার্যকরভাবে বিচরণশীল তাদের তাবেদারদের দিয়ে 'ইউনূসবধ কাব্য'র আয়োজন? পর্দার আড়াল থেকে তারাই কি তাহলে নরওয়ের টিভি চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করেছিল?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট কৃপাভাজন হওয়ার পরও ঈশ্বরগুপ্ত সেই কবে লিখেছিলেন, 'স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুরের গলায় মালা পরানো' আমাদের পুরাতন রোগ। এটা হয়তো আমাদের একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য। নইলে বাংলা একাডেমির একুশের মেলায় প্রধানমন্ত্রীর পাশে তো ড. ইউনূসেরই থাকার কথা। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই কি আলেকজান্ডার দুই হাজার বছর আগে হিন্দুকুশ পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, 'সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' নাকি কোনো বিশেষ অন্ধকার এসে গ্রাস করেছে আমাদের সফল বোধ ও বুদ্ধি?

চার

আমাদের বৈশিষ্ট্যের ওপর একটা গল্প চালু আছে। গল্পটি হয়তো অনেকেরই জানা। তবু বলি। বিশেষভাবে ড. ইউনূসকে এই গল্পটা পড়ার অনুরোধ করব। তবে গল্প কিন্তু গল্পই।

এক লোক গেছে পরকালে। সে বিধাতার কাছে আবেদন করল, সে সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখবে। বিধাতা রাজি হলেন। একজন দূতকে বললেন, তাকে সবকিছু দেখিয়ে আনতে। দূত তাকে প্রথমে নিয়ে গেল দোজখগুলো দেখাতে। একটা দোজখে এসে লোকটি দেখে মধ্যিখানে বিশাল গভীর এক গর্ত। সেই গর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ। আর উপরে গর্তের সব কিনারে প্রতি

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্চিতে একজন করে সশস্ত্র পাহারাদার। লোকটি দূতকে বলল, ওই লোকগুলো কারা? দূত বলল, এরা ব্রিটিশ। পরের দোজখেও একই দৃশ্য। গর্তে হাজার হাজার লোক। উপরে প্রতি ইঞ্চিতে কঠোর পাহারা। লোকটি বলল, এরা কারা? দূত বলল, এরা হলো আমেরিকান। তারপরের দোজখে গিয়ে লোকটি দেখে যথারীতি গর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু উপরে কোনো পাহারাদার নেই। অবাক হয়ে লোকটি বলল, এখানেও গর্তে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু উপরে কোনো পাহারাদার নেই কেন? এর কারণ কী?

দূত বলল, এখানে কোনো পাহারাদারের দরকার হয় না? লোকটি বলল, কারণ কী?

দূত বলল, কারণ এরা বাংলাদেশের লোক।

লোকটি এবার আরও অবাক, আরে ভাই এখানেই তো বেশি পাহারাদারের দরকার ছিল।

দূত বলল, শোনো, ব্রিটিশ, আমেরিকান বা অন্যান্য দোজখে বেশি বেশি পাহারা রাখতে হয়। কারণ ওদের একজন যদি গর্ত থেকে উঠে আসতে চায়, পালাতে চায়, তাহলে সবাই মিলে তাকে উপরে তোলার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে। বলে, ভাই তুমি পালাও। তারপর আমাদের পালানোর জন্য পথ বের করো। সে জন্য সারাক্ষণ আমাদের সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় বিষয়টি উল্টো। এখানে কোনো পাহারাদার রাখার দরকার হয় না। কারণ গর্ত থেকে একজন বাংলাদেশি যদি ওঠে পালাতে চায়, তাহলে অন্যরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে জাপটে ধরে। আটকিয়ে রাখে। বলে আমরা গর্তে পড়ে থাকব আর তুমি একলা পালাবে তা হবে না। ওরাই ওদেরকে আটকে রাখে। আমরা বাংলাদেশিদের নিয়ে একেবারে টেনশনমুক্ত, বুঝেছ। লোকটি আর কি করে। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাঁচ

নোবেল বিজয়ই কি আমাদের গাত্রদাহের কারণ? অস্বীকার করা মুশকিল। কারণ প্রফেসর ইউনূসের নোবেল বিজয়ের বহু আগে ১৯১৩ সালে আর একজন বাঙালি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র কবি যিনি নোবেল পেয়েছেন। তাঁর ওপরও চালানো হয়েছিল কুৎসিত আক্রমণ। জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ প্রচার-প্রচারণার সঙ্গে আজকের মতো সেদিনও কণ্ঠ মিলিয়েছিল একশ্রেণির সংবাদপত্র। কলকাতার সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল : 'বিস্ময়ের কথা এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র-প্রায় দেউলিয়া হইয়া

www.nagorikpathagar.org

গিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন! কোন কোন সুধী এই জগৎব্যাপী কবি জরিপের সার্ভেয়ার ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।' 'ভেল্কি জগতে চিরদিন টিকে না। মানুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভেল্কিবাজিও চিরকালের জন্য অবসানপ্রাপ্ত হয়। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু তাহার জীবনকাল পর্যন্ত। অতঃপর আবার বাংলা সাহিত্যে নবযুগের উদয় হইবে।'

নজরুল সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'তিনি হুজুঁগের কবি। যুগের হুজুগ কেটে গেলে নজরুলের সাহিত্য কেউ পাঠ করবে না। বলা হয়েছিল, নজরুল হলেন প্রতিভাবান বালক। তার চিৎকার চেঁচামেচি সাহিত্য নয়।'

অতিষ্ঠ ও অস্থির হয়ে এইসব বিশিষ্ট নিন্দুকদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল 'কুক্কুরেরী প্রতি' :

'চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ,
কুক্কুর চিৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি।
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি–
কুকুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ।
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুকুর কি হইল পাগল?

ভাসিছে নবীন রবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুকুরের পরান বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গলখানি উর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া।

তবু তো রবির আলো ম্লান হলো নাহি,
নাহি হলো, অন্ধকার জগতের হিয়া,
হে কুকুর ঘোষ কেন আক্রোশে নিস্ফল
অতি উর্ধ্বে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

নজরুল তাঁর নিন্দুকদের প্রতি অতটা কঠোর ভাষায় না হলেও লেখেন :

'তিনতিড়ি গাছে জোনাকী দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল।'

এই সব সময়োচিত এবং যথোপযুক্ত জবাব পাওয়ার পর বাংলা সাহিত্যের 'বন্যরা' লা-জবাব হয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের ঘেউ ঘেউ কোনোদিন থামেনি। তা না থামুক। ইতিহাস কি বলে? ইতিহাস তো ওইসব নিন্দুকদের

www.nagorikpathagar.org

জায়গা দিয়েছে ডাস্টবিনে। আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল স্ব-স্ব মহিমা নিয়ে জাতির মর্যাদা ও সম্মানের আকাশে আজও পতপত করে উড়ছেন। ইতিহাস তাঁদের নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।

ছয়

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মতো জাতির গৌরবের নায়ক প্রফেসর ইউনূসের নোবেল পুরস্কার বিজয়ে আমিও আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম। লিখেছিলাম, একটা কবিতা। আজ আমাদের জাতীয় দুর্যোগের এই ঘনঘোর অন্ধকারে সেই কবিতাটি আবার আমার মনে এলো। পাঠক শেয়ার করতে পারেন। এর ভেতর দিয়ে আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও বেদনা তাঁর বেদনার ওপর উপশমের মতো ঝরে পড়ুক।

'মাছের পেট হইতে বাহির হইবার বয়ান'

প্রাতিস্বিক

অবস্থাচক্রে একদল মানুষ মাছের পেটে ঢুকিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহাদের বলিলেন, 'ক্রন্দন করিও না।' অতঃপর একটি মস্তিষ্ক ও দুইটি হস্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহারা চীনদেশীয় বোকাবৃদ্ধের মতো মাছের পেট কাটিয়া বাহির হইয়া আসিল। এবং জলশূন্য ডাঙ্গায় তরমুজ জাতীয় ফলাদি উৎপন্ন করিতে লাগিল। এইবার তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'উহা ভক্ষণ করো।'

বঙ্গীয় বাক্য বিতান

সব কিছুই বলা হয়ে গেছে। অভিনন্দন, অভিবাদন, সালাম, স্যালুট, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, অর্ঘ্য, নমস্কার, আদাব, সুপ্রভাত। বঙ্গ ভাণ্ডার কবেই পেরিয়ে গেছে তেপান্তর।

এখন এই গাথা, এই বাক্য, এই শব্দ, এই অক্ষর, এই আকার, এই এ-কার, এই ই-কার, এই দীর্ঘ-ইকার, এই হ্রস্য-উকার, এই দীর্ঘ-উকার, এই রেফ, এই য-ফলা, এই র-ফলা, এই ঋ-ফলা কোনোটারই আর তেমন কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই।

এমন কি দুইটি বাক্য বা দুই চরণের মধ্যে যে ফাঁক, তাতেও পাঠ্যবিশিষ্ট বলে আর কিছু নেই। সব কিছুই পেশ করা হয়েছে আপনার শানে।

www.nagorikpathagar.org

হলফনামা

কসম বক্সির হাটের,
কসম দুলা মিয়ার,
কসম সুফিয়া খাতুনের,
কসম জোবরা গ্রামের,
মাথার কিরা কেটে বলছি, 'ড. ইউনূস
আমার এই বাক্যপুঞ্জ ১০০% খাঁটি।
সকল প্রকার ভেজাল ও দূষণমুক্ত
বুকনুদ্দৌলা ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট আছে আমার হাতে।'

প্রাণবর্তিকা

আমি খুবই সন্তুষ্ট আমার মাতৃভূমির প্রতি।
সে তাহলে আপনার মতো কাউকে জন্ম দিতে পারে।
পাখিরাও খুব আহ্লাদিত হয়েছে আমার মতোই।
তাদের সাথে আমার একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে বলেই
কথাটা জানতে পারলাম।
আর আল্লাহপাক তো ১৪০০ বছর ধরেই বলছেন,
'আমি শুধু পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়া থাকি এই কথাটা ঠিক না।
আমি পূর্বেরও।
এমন কি উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈঋতেরও।'

অঙ্কোলিকা

ড. ইউনূস আপনার হাসিটা আমার সংসারের দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখবো।
আর দরকার আপনার সাথে হাত ঝাকাঝাকিরত অবস্থায়
আমার একটি ছবি তুলে রাখা দরকার।
নইলে কুড়িগ্রামের লোকদের মতো আমার মেয়েও
একদিন মুখ ফসকে বলে বসতে পারে,
'ড. মুহাম্মদ ইউনূস তোমাকে চেনেন–
বল কি বাবা!'

সাত

প্রকৃতি ওয়াজেদ, আমার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে। দুটি জিনিস নিয়ে আবর্তিত ওর আনন্দের পৃথিবী। প্রফেসর ড. ইউনূস আর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। গ্রামীণ ব্যাংক কাকে বলে, প্রফেসর ইউনূসের অবদান কি, ম্যাক্রো লেবেল, মাইক্রো

www.nagorikpathagar.org

ক্রেডিট ইত্যাদি জটিল জটিল বিষয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু প্রফেসর ইউনূসের হাসিটা ওর দারুণ প্রিয়। বুক টান করে দাঁড়িয়ে, দিগন্তের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে প্রাণের পেয়ালা উপচেপড়া ভুবনজয়ী হাসি ছড়িয়ে প্রফেসর ইউনূসের যে ঐতিহাসিক ছবিটা, সেইটা আছে আমার সংসারের দেয়ালে। আমার মেয়ে সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পোচ দিয়ে ছবি তোলে। আমাকে বলে, 'বাপা, নোবেল পুরস্কার পেতে হলে আমাকে কী কী করতে হবে?'

আমি বলি, 'ভালো করে পড়'।

মেয়ে বলে, 'বাপা' আমি কিন্তু প্রফেসর ইউনূসের মতো একই ভঙ্গিতে একটা ছবি তুলব। ঠিক তো'।

আমি বলি, 'ঠিক আছে মা'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমার ছোট্ট মেয়ের সেই আনন্দঘেরা পৃথিবীটাকে এক ফুঁকে নিভিয়ে দিয়েছেন। ওর মুখটা মলিন হয়ে গেছে। ও যাঁকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আপনি তাঁকে অপমান করেছেন। ছোট মানুষ তো তাই কষ্টটা লুকাতে পারে না। দুঃখী দুঃখী মুখ করে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ায়। আমি ওর দিকে তাকাতে পারি না। কষ্ট হয়।

এরকমভাবে বাংলাদেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোরের মনে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করেছেন আপনি। যা এ জাতির জন্য অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হবে।

দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভাইবোনদেরও আবার বিচ্যুৎ করেছেন তাদের গর্ব থেকে। যেমনভাবে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আজ বিচলিত, ব্যথিত।

বাংলা মহাকাব্যের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য 'ইউনূসবধ কাব্য' প্রণয়ন না করলেই কি চলত না? সেই সব নায়করা সবাই ছিল মৃত। মহাকাব্যগুলোও ছিল মৃতদের কাহিনি। কিন্তু এ-তো জ্যান্ত মানুষ–তাঁকে কেন জোর করে, নানা অজুহাতে সেই তালিকায় ঠেলে দিতে হবে? আমরা কি প্রকারান্তরে জাতির গৌরবের সূর্যকেই আজ কালিমামলিন করলাম না?

প্রকাশকাল : ৪ মার্চ ২০১১

www.nagorikpathagar.org

আশরাফিয়া নোবেল প্রাপ্তি কোচিং সেন্টার

এই লেখাটি যখন লিখছি তখন নজিরবিহীন কতগুলো ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে শাসকরা, দেশের বিরোধী দলগুলোর ৩৩ জন নেতাকে একসঙ্গে জেলে পাঠিয়ে স্থাপন করেছে এক আক্কেলগুড়ুম হওয়া দৃষ্টান্ত। জননেতা ইলিয়াস আলীর কোনো খবর দিচ্ছে না সরকার। সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখন হিমাগারে। গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামের হত্যার কারণ অনুদ্ঘাটিত। পুলিশের নির্মম নির্যাতনে মারা গেছেন আন্দোলনরত শিক্ষক আজিজুর রহমান। পুলিশি বর্বরতার শিকার হয়েছেন রাজশাহীর সাবেক মেয়র মিজানুর রহমান মিনু ও খায়রুল কবির খোকন। মাধবপুরে পাওয়া গেছে ছাত্রদল কর্মীর মাথাকাটা লাশ। তানোরে পাওয়া গেছে যুবক উজ্জ্বলের মৃতদেহ। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন গড়ে মরছে ৩০ জন করে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষ। প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে মা-বোনেরা। উল্টোদিকে, জনতার দিকে বীরদর্পে গুলি ছুড়েছেন আওয়ামী লীগের এমপি গিয়াস উদ্দিন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এপিএস কেলেঙ্কারির ঐতিহ্যবাহী পথ ধরে আরেক এমপি শামসুল হক চৌধুরীর এপিএসের গুদাম থেকে র‍্যাব উদ্ধার করেছে ১০ কোটি টাকার ইয়াবা।

তবুও আমার আজকের বিষয় ইউনূসবধ কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব।

জাপানের উপপ্রধানমন্ত্রী বলে গেছেন, দুর্নীতির বদনাম ঘোচাতে পারলে তিনি বিশ্বব্যাংককে বলবেন পদ্মা সেতুর জন্য টাকা দিতে। ভারতের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রণব মুখার্জি পুরনো প্রেমের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর অফিসে গিয়ে। তারপর ঠাস ঠাস করে বললেন, দলনিরপেক্ষ ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশন তারা বাংলাদেশে দেখতে চান। বললেন কোনো বিশেষ দলের সঙ্গে নয়, ভারতের বন্ধুত্ব বাংলাদেশের সঙ্গে।

এইসব শুনে শুনে এমনিতেই মাথায় বায়ু চড়ছিল আমাদের সরকারের। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের আগমন ও প্রস্থানের পর সরকারের ভেতরকার বায়ু ঊনপঞ্চাশ রকমের টাইফুন সৃষ্টি করেছে। যার লণ্ডভণ্ড তাণ্ডবে এখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দেশবাসীর।

www.nagorikpathagar.org

সাধু ভাষায় হিলারি বয়ান

বাংলা সাহিত্যে 'মঙ্গল কাব্য' নামে একটি ধারা রহিয়াছে। দেবীদের তুষ্ট করিবার জন্য, আরাধনার অংশ হিসাবে বাংলাভাষী কবিরা 'মঙ্গল কাব্য' লিখিয়া দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। আপনার জন্যও 'অন্নদা মঙ্গল', 'চণ্ডী মঙ্গল', 'মনসা মঙ্গল' জাতীয় 'হিলারি মঙ্গল' লিখিয়া পুণ্যলাভের খায়েশ আমার ছিল। কারণ মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর দুই ব্যক্তির একজন আপনি। আবার আপনি সবচেয়ে ক্ষমতাধর মাতাও বটে। আপনাকে সকাল-বিকাল কদমবুচি না করিলে ক্ষমতায় থাকাও যায় না, ক্ষমতায় আরোহণও করা যায় না।

কিন্তু এ আপনি কী করিলেন? জগতের আগুন নির্বাপণের বদলে আপনি আমাদের শাসকদের দিলের আগুন ৭০ গুণ বাড়াইয়া দিয়া গেলেন। সেই আগুনে আমাদের শাসকদের চক্ষু অগ্নিবর্ণ ধারণ করিয়া সকল কিছু সংহার করিতে এখন উদ্যত। মাঝখানে পড়িয়া নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একমাত্র বাংলাদেশি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জীবন দ্বিতীয়বারের মতো শিককাবাব হইবার উপক্রম হইয়াছে।

মাতঃ হিলারি, হে মহামহিম মার্কিনি দেবী, আপনি বিমানবন্দরে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে ৫০ মিনিট ঠা ঠা রৌদ্রের মধ্যে খাড়া করাইয়া রাখিলেন। দীপু মনি রৌদ্রে পুড়িয়া ঘামে ভিজিয়া যখন জেরবার, সেই সময় আপনি বিমানের বাহিরে আসিলেন। এই কর্মের পর, যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আপনি ইলিয়াস আলী, আমিনুল ইসলাম এবং গ্রামীণ ব্যাংকের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহার পর আপনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিনার খাওয়া, দীপু মনির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বেগম খালেদা জিয়ার বাসায় গমন করিলেন। এইখানেই শেষ নহে, ইহার পর তাঁহার সাথে হাসিয়া হাসিয়া একত্রে ডাবের পানি, জামরুল, পাটিসাপটা পিঠা ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া, ইলিয়াস-কন্যাকে কোলে তুলিয়া ছবি তুলিলেন। পরদিন সকালে শাসকদের না জানাইয়া তরুণ-তরুণীদের সাথে বাংলাদেশি আড্ডা দিলেন। এইখানেই যদি সব সমাপ্ত হইত তাহা হইলে হয়তো কিছু হইত না। কিন্তু গরম তপ্ত চুল্লির উপর ঘৃত ঢালিয়া দিয়া আপনি ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদের সাথে একান্তভাবে ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে মিলিত হইলেন। তাহারপর তিনজনে একত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সাফাই গাহিলেন। তাহার পর শাসকদের অষ্টরম্ভা দেখাইয়া আপনি বাংলাদেশ ত্যাগ করিলেন।

মাতঃ, আপনি তো উড়াল দিয়া পগাড় পার হইলেন। পিছনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আমাদের আমিরউমরাহ এবং উজির সাহেব ও সাহেবানদের সৃজনশীলতা।

www.nagorikpathagar.org

তাহাদিগের মধ্যে দৃশ্যমান এইরকম সৃজনশীলতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন 'ইউনূসবধ কাব্য'-এর প্রথম পর্ব। তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার পরিষদবর্গ এবার কোমরে গামছা বাঁধিয়া 'ইউনূসবধ কাব্য দ্বিতীয় পর্ব' রচনার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

মাতঃ হিলারি, এ আপনি কী করিলেন?

নস্ট্রাডুমাস হইতে সাজেদা চৌধুরী

দিনটি ছিল ৮ মে ২০১২। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরীর ৭৭তম জন্মদিন। ওইদিন আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতে তার মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে রূহানি ফয়েজ হাসিল হলো। তিনি পৃথিবীখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডুমাস ও শাহ নেয়ামতুল্লাহর মতো দিব্যজ্ঞান লাভ করে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন।

ওইদিন গুলশানের নিজ বাসভবনে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নিজ অলৌকিক ক্ষমতা লাভের প্রথম কিস্তি জাহির করে বললেন, খালেদা জিয়া কোনোদিন রাজনীতি করেননি। তার স্বামী কিছু সময় ক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন। না, এটা তার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, এটা হলো 'অতীত কালচার'। তবে এই অতীত কালচার বয়ান করার সময় তিনি অবশ্য সঙ্গতকারণেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে মরহুম শেখ মুজিব কর্তৃক গণতন্ত্রবধের অনন্য কীর্তি চেপে গেছেন। যেমন চেপে গেছেন ১৯৭৪ সালের ১৬ জুন সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করার কালো দিনটির কথা।

থাক সে কথা। তার ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কথা বলি। তিনি ওই অনুষ্ঠানেই ভবিষ্যদ্বাণী করে জাতিকে শিহরিত করে বলেছেন, 'ড. ইউনূস ক্ষণস্থায়ী। এরা কিছুদিনের জন্য আসে আবার চলে যায়। একদিন হারিয়ে যাবে।' কে কে ভবিষ্যতে হারিয়ে যাবেন না, সে কথা তিনি না বললেও তার গুণমুগ্ধরা বলছেন, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, মাহবুব উল আলম হানিফ, দিলীপ বড়ুয়া, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, আসলাম সানী, শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, সৈয়দ আবুল হোসেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ফারুক খান প্রমুখ ব্যক্তি হয়তো ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তারা হারিয়ে যাবেন না।

আমরা জানি না, শ্রদ্ধেয়া সাজেদা চৌধুরী এরপর কোনো 'ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান কেন্দ্র' খুলবেন কি না। খুললে অবশ্য ফুটপাতের আলতু-ফালতুসহ সব জ্যোতিষীর ভাত মারা যাবে। তবে সাইড বিজনেস হিসেবে বিষয়টা মন্দ নয়।

www.nagorikpathagar.org

আবুল মালের 'রাবিশ তত্ত্ব'

আমাদের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত যখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মন্ত্রিসভায় থেকে 'স্বৈরাচারের দালাল' বলে বিস্তর গালি খেয়েছেন তখন তার মুখ দিয়ে 'উহ্' শব্দটি বের হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আওয়ামী লীগের তালেবর তারপর মন্ত্রীবর হওয়ার পর থেকেই তার জবান খুলে গেছে। সবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। এখন সেই খোলা জবান দিয়ে তিনি হামেশাই একে ওকে গালমন্দ করছেন। এর মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় গালিটি হলো 'রাবিশ'।

এই গালি তিনি প্রথম চালু করেন শেয়ারবাজারে সর্বস্বান্ত হওয়া ৩৩ লাখ অসহায় লগ্নিকারীর বিরুদ্ধে। সরকারের অব্যবস্থা ও অপব্যবস্থায় যারা রাতারাতি সব কিছু হারিয়ে পথের ফকিরে পরিণত হয়েছিল, সেই শেয়ার ব্যবসায়ীরা তার দৃষ্টিতে ছিল টোটালি 'রাবিশ'। তাদের তিনি জুয়াড়ি বলতেও ছাড়েননি।

বোধকরি এই গালমন্দ বাধাগ্রস্ত না হওয়ার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এবার এই গালিবর্ষণ করেছেন ড. ইউনূসের ওপর। বলেছেন ড. ইউনূসের বক্তব্য 'রাবিশ'। এরপর 'সরি' বলে আবার জোর দেন তিনি, যা বলেছেন এটাই ঠিক।

এক হাত দেখিয়েছেন তিনি হিলারি ক্লিনটনকেও। কারণ হিলারি বলে গেছেন, 'আমি মুহাম্মদ ইউনূস ও তার কাজকে সম্মান করি। আমি আশা করি, তার কাজ অব্যাহত থাকবে এবং সরকারের কোনো কর্মকাণ্ডে তা ব্যাহত হবে না। যদি হয়, তাহলে তা হবে দুঃখজনক।'

আসলে বাংলাদেশ সফরকালে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হিলারি তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলে গেছেন, 'গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিরোধের বিষয়টি আমি ওয়াশিংটন থেকেই নজর রাখছি। আমি শুধু আশা করতে পারি, এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যাতে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য খর্বিত হয়।' এরপর ড. ইউনূস নাকি আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার কথা বলেছেন।

ব্যস, আর যায় কোথায়? অর্থমন্ত্রী রেগে একেবারে টং। বলে বসলেন, হিলারির বক্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত।

এখন কেউ যদি মুখ ফসকে বলে বসে, সবাইকে 'রাবিশ' বলে বলে তিনি নিজে একটা মূর্তিমান 'রাবিশে' পরিণত হয়েছেন। তাহলে উপায় কি?

সৈয়দ আশরাফের অভূতপূর্ব আবিষ্কার

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের কাছে জাতি হিসেবে আমাদের ঋণ কোনোদিন শেষ হওয়ার নয়।

www.nagorikpathagar.org

তার কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। অভূতপূর্ব দুটি অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে অপার আনন্দে ভাসিয়েছেন। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত তার এই আবিষ্কারের আনন্দ ঢেউ খেলে খেলে বেড়াচ্ছে।

তার প্রথম আবিষ্কারের দুটি অংশ। প্রথমাংশে তিনি জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহর চাইতেও দৃঢ়তা নিয়ে ড. ইউনূসের বেসিক সাবজেক্ট অর্থনীতি উল্লেখ করে বলেছেন, 'মাইক্রোক্রেডিট করলেন একজন কিন্তু অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেলেন না। নোবেল পেলেন কোথায়? পেলেন শান্তিতে। কোন যুদ্ধে উনি শান্তি আনলেন? কোন মহাদেশে উনি শান্তি আনছেন?'

অর্থাৎ যুদ্ধ না থামালে শান্তি পুরস্কার পাওয়া যায় না। এই যে আবিষ্কার, এর দ্বিতীয়াংশে আছে আয়ারল্যান্ডের 'মাদারল্যান্ড পিস' নামীয় এক সংগঠনের দুই মহিলা নাকি সংগঠন করার দুই মাসের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পান শান্তিতে। তারপর টাকার ভাগাভাগি নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া বাধে। তিন মাসের মধ্যে এই ঝগড়া আদালতে গড়ায়। শান্তির কর্ম কাবার। দ্বিতীয়াংশের এই আবিষ্কারটিও অসাধারণ। কারণ সৈয়দ আশরাফের বক্তব্যের পর অনেকেই নোবেল কমিটি ও আয়ারল্যান্ডে যোগাযোগ করে এরকম সংগঠন ও নোবেল পাওয়ার কোনো আলামত খুঁজে পাননি। কিন্তু তাতে কী? তাতে তো এই আবিষ্কারের মর্যাদা খাটো হয়ে যায় না!

সৈয়দ আশরাফের দুই নম্বর আবিষ্কারটি সত্যিকারের আবিষ্কার। আবিষ্কারের বাচ্চা আবিষ্কার। বাঘের বাচ্চা আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরকাল বাংলাদেশ ও বিশ্বইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। যে পুরস্কার পাওয়ার জন্য সারা পৃথিবীর তাবড় তাবড় মানুষ মুখিয়ে থাকে, সেই নোবেল কীভাবে পাওয়া যায়, তা তিনি আবিষ্কার করে সবাইকে চমৎকৃত, বিস্মিত ও হতভম্ব করে ফেলেছেন। হার্টের জোর যাদের কম তাদের অনেকে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। এমন একটা সামান্য বিষয় আমরা জানতাম না বলে বিশ্বের দেশে দেশে অনেক জ্ঞানীগুণী টেবিলে, দেয়ালে, ইলেকট্রিকের থাম্বায় মাথা আছড়াচ্ছেন।

এবার তার সেই মহান আবিষ্কারটি তুলে ধরছি। নোবেল কীভাবে আসে তা আমাদের এখানে অনেকেই জানেন মন্তব্য করে বলেছেন, 'নোবেল কীভাবে দেওয়া হয়, কীভাবে আসে, কেন দেওয়া হয়—সে বিষয়ে আমারও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। বিশ্বের কিছু দেশ আছে যেখানে গিয়ে চিপস, স্যান্ডউইচ আর হোয়াইট ওয়াইন খেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে। সময়মত নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়।'

সৈয়দ আশরাফের এই মহা মহাআবিষ্কারে আমার মতো অনেকেরই হয়তো দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। কারণ তিনি শুধু আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি। বলেছেন, এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাও আছে। কী আশ্চর্য, আমাদের

www.nagorikpathagar.org

হাতের কাছে, ঘরের ভেতরে এমন একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক আছেন তা এদ্দিন আমরা জানতেও পারিনি! পোড়া কপাল আর কাকে বলে!

দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবতার পক্ষ থেকে সৈয়দ আশরাফের কাছে আমাদের কাতর অনুরোধ, দোহাই আল্লাহর, এবার দয়া করে জানিয়ে দেন, কোন কোন দেশে গিয়ে চিপস, স্যান্ডউইচ আর সাদা মদ খেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে, যা আখেরে জুটিয়ে দেবে নোবেল।

আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, দরখাস্ত—যে আবিষ্কার আপনি করে ফেলেছেন, তা বাংলাদেশের কল্যাণে উৎসর্গ করুন। বিশ্বমানবতার সেবায় উৎসর্গ করুন। দয়া করে আপনি, 'নোবেল প্রাপ্তির সহজ উপায়' অথবা নিজের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'আশরাফিয়া নোবেল প্রাপ্তির কোচিং সেন্টার' খুলুন। আমরা যে যে দলই করি না কেন, সবাই মিলে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে আপনাকে সেই সেন্টারের 'প্রিন্সিপাল'-এর চেয়ারে বসিয়ে মানবজনম সার্থক করব।

আপনার সেই কোচিং সেন্টারে গিয়ে আমরা যারা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য পাগল, উম্মাদ, বেহুঁশ ও বেসামাল হয়ে আছি, তারা কোচিং নেব। তারপর দেশের শহরবন্দর, গ্রাম-গঞ্জের প্রতিটি বাড়িতে একটি করে নোবেল পুরস্কার ঢুকিয়ে দেশ ও জাতিকে ধন্য করব।

প্লিজ চুপ করে থাকবেন না, কোন কোন দেশে গিয়ে 'মাল খেলে' নোবেল পাওয়া যায় তা আমাদের বলুন। আমরা সেইসব দেশে গিয়ে 'মাল খাওয়া কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার' তা বিশ্বকে দেখিয়ে দেব। অবশ্য আরও একটা উপকার হবে, আমাদের আদম ব্যাপারীরাও উড়োজাহাজ, জাহাজ, ট্রলার, কনটেইনারের খোল ভরে ভরে বঙ্গসন্তানদের ওইসব দেশে পাচার করে টু-পাইস কামাতে পারবে। দেশের অর্থনীতিতেও তা কাজ দেবে।

আবার শুধু দেশবাসী নয়, বিদেশিরাও আপনার কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য বেহুঁশ হয়ে ছুটে আসবে। তাতে আমাদের আয় হবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। প্রসার ঘটবে পর্যটন শিল্পেরও। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশের সুনাম। আর 'অমর' হবেন আপনি।

দুই কান কাটা কাণ্ড : দিলীপের দড়াবাজি

বড় বড় মন্ত্রী-নেতাদের কারবার দেখে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া চুপ থাকেন কী করে? কুঁজোরও তো ইচ্ছে করে চিৎ হয়ে শুতে। ডান কান কাটা হাঁটে পথের ডান দিক ঘেঁষে। বাম কান কাটা হাঁটে পথের বাম ঘেঁষে। আর যার দুই কানই কাটা সে হাঁটে নাকি পথের মাঝ দিয়ে, বুক টান করে। অতএব মহাজোট সরকারের সঙ্গী বিশিষ্ট রাজনৈতিক এতিম, 'তিন নম্বর বাচ্চা' দিলীপ বড়ুয়া

www.nagorikpathagar.org

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেক নজরে পড়ার মওকা মিস করেন কি করে? ড. ইউনূসের গুষ্ঠি নিকাশের কাজে তিনি নাম লেখালেন।

এর আগে তিনি বলেছেন, উন্নয়নের ঠেলায় নাকি দেশে ফকির উঠে গেছে। সবাই সচ্ছল হয়ে গেছে। এই রাজনৈতিক সর্বহারা সারাক্ষণ থাকে পুলিশ আর অফিসারবেষ্টিত। তো তার আশপাশে ফকির আসবে কোত্থেকে। কিন্তু এই মন্ত্রী মহোদয়কে তা বোঝাবে কে? তিনি তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় বুঝে নিলেন দেশে এখন আর ফকির নেই।

কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহার রাজনৈতিক দর্শন ও অবস্থানের সঙ্গে গাদ্দারি করে দিলীপ বড়ুয়া মন্ত্রী হয়েছেন। মান্নান ভূঁইয়া আর প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবীরের দয়ায় যার নাকি জীবিকা নির্বাহ হতো। তিনি রাতারাতি মন্ত্রী বনে ধরাকে সরা জ্ঞান করতেই পারেন। আবার বেগম জিয়ার সফরসঙ্গী হিসেবে চীনও ঘুরে এসেছিলেন।

কিন্তু শিল্প দফতরের মন্ত্রী হওয়ার পরও তাকে নিয়ে কোথাও তেমন হৈচৈ নেই দেখে বোধকরি তার মন খারাপ থাকত সবসময়। গ্রামেগঞ্জে একটা কথা আছে, পতিতার যখন বয়স বেড়ে যায়, সে হয়ে যায় খালা। কেউ আর তার দিকে তাকায় না। সঙ্গতকারণেই তার মন খারাপ থাকে। কেউ যাতে তার দিকে তাকায়, কেউ তাকে একটা গাল দেয়, সেই আশায় সে কি করে, পথের মাঝখানে মলত্যাগ করে। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যমনস্কতাবশত সেই মলের ওপর পা দেয়, তো সে রেগেমেগে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করে। এই দৃশ্য আড়াল থেকে দেখে 'খালা' নাকি প্রাণ খুলে হাসে। বলে, যাক এখনও লোকেরা তাহলে আমাকে মনে রেখেছে।

শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া যিনি তিন-তিনটি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে সর্বমোট ভোট পেয়েছেন ১২০০-এর মতো। যার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রতিবার, সেই 'মহাজনপ্রিয়' দিলীপ বড়ুয়া ড. ইউনূসকে ছুড়ে দিলেন কঠিন চ্যালেঞ্জ (!), 'তত্ত্বাবধায়ক যদি এতই ভালো লাগে তাহলে রাজনীতিতে আসুন। রাজনীতিতে এসে নিজের জনপ্রিয়তা যাচাই করে তারপর কথা বলুন।'—বুঝুন ঠেলা!

বেরসিক ব্যারিস্টার রফিক-উল হক

আমাদের কর্তাদের এইসব মন্তব্য, ভাষণ শুনে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মতোই বিরক্ত হন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার রফিক-উল হক। তিনি গত ১২ মে এক আলোচনা সভায় বলেই ফেললেন, 'একটি বড় দলের নেতা ও মন্ত্রী যদি মনে করেন শান্তিতে নোবেল পেতে হলে যুদ্ধ থামাতে হবে, তাহলে বোঝেন আমরা কত বড় বেকুবের দেশে আছি।'

www.nagorikpathagar.org

দিলীপ বড়ুয়া প্রসঙ্গে বললেন, 'তিনি ড. ইউনূসের নখের সমান হওয়ার যোগ্যও নন। একজন মন্ত্রী যদি বেকুবের মতো কথা বলেন তাহলে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হয় না।' অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের ওপর বলেন, 'একজন মানি লোককে এভাবে অপমান করার চেয়ে আর জঘন্য কিছু হতে পারে না।'

ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের এই মন্তব্য প্রচারের পর অন্যরা খামোশ হলেও দিলীপ বড়ুয়াকে থামায় কে? তিনি তো সর্বহারা! তার তো মন্ত্রিত্বটুকু ছাড়া আর হারাবার কিছু নেই। সেজন্য আবার উচ্চকণ্ঠ হলেন। বললেন, 'ইউনূসের মতো রক্তচোষা নই আমি।'

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা যারা বলে তাদের চিহ্নিত করার জন্য বাংলা অভিধানে শব্দ আছে। সে সব শব্দ দিলীপ বড়ুয়ার ব্যাপারে ব্যবহার করলেই কি আর না করলেই কি? তার তো কিছু আসে যায় না।

সেজন্যই এই বেপরোয়া মন্ত্রী মহোদয় আবার বেপরোয়ার মতো কথা বলতে শুরু করেছেন। তবে এবারের টার্গেট ড. ইউনূস নন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যারা টকশোতে অংশ নেন সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'টকশোধারীরা জেগে ঘুমান।' তিনি তাদের 'অন্ধ' আখ্যায়িত করে বলেন, সেজন্যই তারা সরকারের উন্নয়ন দেখতে পান না।...তারা অদৃশ্য শক্তির ওপর ভর করে ক্ষমতায় বসতে চায়। তবে দেশের জনগণ তা হতে দেবে না।

উপসংহার

পর পর পাঁচবার ছেলে ফেল করেছে এসএসসি পরীক্ষায়। ষষ্ঠবার পরীক্ষার পর ছেলে যাচ্ছে রেজাল্ট আনতে। বাপ জব্বার মিয়া ডেকে বলল, শোন, এবার যদি ফেল করিস তাহলে ফিরে এসে আমাকে আর আব্বা বলে ডাকবি না। মনে থাকবে?

ছেলে মাথা নেড়ে বলল, জি মনে থাকবে।

দুপুরে যথারীতি বিফল পুত্র বাড়ি ফিরে বাপকে খবরটা দেওয়ার জন্য ডাকতে শুরু করল, জব্বার মিয়া, ও জব্বার মিয়া–

রেগেমেগে ঘর থেকে বাইরে এসে জব্বার মিয়া ছেলেকে বলল, কীরে হারামজাদা, বাপকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছিস...

ছেলে বলল, কী করব, আপনিই তো বলে দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আমাদের ইউনূসবধ কাব্য দ্বিতীয় পর্বের এখানেই সমাপ্তি। আশা করি আমরা সবাই আগামী দিনগুলোকে চোখ মেলে দেখার জন্য আয়ু পাব।

প্রকাশকাল : ২০ মে ২০১২

www.nagorikpathagar.org

জবান খুলেছে মা'লের : 'মুখারী'র দোকান চাই

পেরিয়ে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। কালের ধূলির নিচে চাপা পড়ে গেছে কত রাজ্য, রাজা, রাজধানী। বদলে গেছে মানচিত্র। পাল্টে গেছে মানুষ। তবুও মানবজাতির মহোত্তম উচ্চারণগুলোর অংশ হিসেবে আজও বিশ্বময় সমানভাবে আদৃত 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা'। আমরা যাকে আরব্য রজনী বা আরব্যোপন্যাস হিসেবে জানি। হাজার এক রজনীর অনবদ্য সব গল্প দিয়ে গাথা এই গ্রন্থে নেই এমন জিনিস নেই।

তো এ গ্রন্থে দেখা যায়, মন্ত্রতন্ত্র আর জাদুর বলে মানুষ পরিণত হয় পশু-পাখিতে। শয়তান পরিণত হয় দরবেশে। রাজপুত্র হয়ে যায় পথের ফকির। ফকির হয়ে ওঠে রাজার পুত্র। উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর, রক্ত হিম করা কাহিনির পাতায় পাতায় কল্পনার বিশাল বিস্তার। রূপকথা আর রূপকথা।

এসব কথা আর কাহিনিতে দেখা যায় সঙ্কটকালে গাধা, ছাগল, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি প্রাণীরও জবান খুলে যায়। তারা মানুষের ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা লাভ করে।

কথা বলার এই যে অসীম ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা আবার লাভ করেছেন আমার সম্মানিত বয়োবৃদ্ধ অর্থমন্ত্রী আবুল মা'ল আবদুল মুহিত। এর আগে বেফজুল কথা বলার জন্য তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন সংসদে। টকশো ও পত্র-পত্রিকায় গালাগালের বন্যা বয়ে গেলে, প্রথমবারের মতো অনুধাবন করেছিলেন যে, তিনি সম্ভবত এদেশের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। তারপর দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমা চেয়ে জীবনে আর কখনও বেল তলায় যাবেন না শপথ গ্রহণ করে বন্ধ করেছিলেন তার জবান। ফলে জাতি রেহাই পেয়েছিল জান ঝালাপালা হওয়ার হাত থেকে।

কিন্তু আল্লাহর লীলা বোঝা ভার। আল্লাহর অসীম কুদরতেই হোক আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃপা লাভের জন্যই হোক, অতি অলৌকিকভাবে তিনি আবার তার আগের জবান ফিরে পেয়েছেন। জবান ফিরে পেয়েই তিনি হুক্কা হাঁকিয়েছেন। এবার তার জবানপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লাভ করেছেন অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যে কোনো ব্যক্তিকে খ্রিস্টানরা বলে সেন্ট, হিন্দুরা বলে স্বামী, বৌদ্ধরা বলে নির্বাণপ্রাপ্ত মহাথেরো। আর মুসলমানদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর ওলি বা দরবেশ। তবে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় কোন কাতারের দরবেশ বা তিনি কোন তরিকার ওলি, তা এখনও খোলাসা করে বলেননি। তবে ধারণা করা যায়, তিনি 'মুজিবীয় তরিকার' একজন জবরদস্ত কামেল।

এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ এবং জবান খুলে যাওয়ার কারণেই তার কথার ধার আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। শব্দদূষণ পরিমাপ যন্ত্রের হিসেবে তা কত ডেসিবল, বলতে পারব না। তবে তিনি যেসব 'অমৃত বাণী' জবান দ্বারা নির্গত করেছেন, তার সারাংশ হলো–বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা হলো ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

তিনি দেশে বিদেশি বিনিয়োগে একমাত্র বাধা। আমাদের বিনিয়োগ যে তেমন বাড়েনি, সরাসরি বিনিয়োগও যে কমে গেছে তার জন্য একমাত্র দায়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিদেশে তার মিথ্যা প্রচারণার কারণে দেশে বিনিয়োগ আসছে না। বিনিয়োগের অভাবে আমরা মরে যাচ্ছি।

অর্থমন্ত্রী আবুল মা'ল যখন কথার মাধ্যমে এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ঘৃণা ও বিদ্বেষপ্রসূত গু-গোবর উগড়াচ্ছিলেন, সে সময় সুদূর ভিয়েনার এক সেমিনারে স্পেনের রানি সোফিয়াকে পাশে নিয়ে, বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী, বিশ্বনন্দিত সোশ্যাল বিজনেস তত্ত্বের উদ্ভাবক ও প্রয়োগকারী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলছিলেন–সন্ত্রাস ও সংঘাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে শান্তির ঠিকানায় পরিণত করতে হলে অবশ্যই দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠাতে হবে।

আমাদের দেশের এসব গলিত-দূষিত 'মালামালের' সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের পার্থক্য বোঝার জন্য মহাপণ্ডিত বা গবেষক হওয়ার দরকার নেই। দুটো বক্তৃতা পাশাপাশি রাখলেই হবে। বাংলাদেশের সীমা পার হয়ে তিনি যখন দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার জন্য চারণের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশ্বময়, সেই সময় বাংলাদেশের 'তুই চোর'গুলো নিজেদের পাপ ও ব্যর্থতার দায়ভার এই মানুষটির ওপর চাপিয়ে সাধু সাজার হাস্যকর কসরত করছেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। সূর্যের সঙ্গে শত্রুতা করে অন্ধকারের পেঁচা! এ যেন 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর'।

আবুল মা'লকে 'বাংলিশ' ভাষা আবিষ্কারের জন্য এর আগে অভিনন্দিত করেছিলাম আমি। সেই সময় তার কবরের এফিটাফের একটা নমুনাও পেশ করেছিলাম। তিনি সে সময় যেসব বাণী ঝারতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–'আই অ্যাম একদম ফেড-আপ', 'ননসেন্স', 'শেয়ারবাজার ফটকাবাজার', 'লগ্নিকারীরা জুয়াড়ি', হিলারি-ইউনূস 'রাবিশ', 'চার হাজার কোটি টাকা কেলেঙ্কারি এমন কিছুই নয়' ইত্যাদি।

৩৩ লাখ লগ্নিকারীকে পথে বসিয়ে শেয়ারবাজারকে মতিঝিলে দাফন করেও তার খাসলত বদলায়নি। তিনি যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক হতেন তাহলে

www.nagorikpathagar.org

তাকে প্রশ্ন করা যেত, যে বিনিয়োগের অভাবে মরছেন, তার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কাজটি করেছেন?

কোনো ব্যক্তি কি একটা সরকার বা রাষ্ট্রের চেয়েও ক্ষমতাধর হতে পারে? বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা কি সরকারের আদৌ ছিল? চুরি, লুটপাট, দুর্নীতি করে নিজেরাও ডুবেছে দেশকেও ডুবিয়েছে এই সরকার, দায়-দায়িত্ব কার? দাতারা এই সরকারকে বিশ্বাস করে না। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছে কার দোষে? নির্দিষ্ট সময়ে অনুমতি দেওয়া, কারখানা স্থাপন ও উৎপাদনে যাওয়ার অনুকূল ব্যবস্থা কি দেশে এখন আছে? ঘুষ ছাড়া কি অন্য কোনো খাদ্য বর্তমান সরকার খায়? গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে বিনিয়োগ চাওয়া কোন জাতীয় রসিকতা? বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের দায়িত্ব কি ড. ইউনূসের? শেয়ারবাজার ধ্বংস করার নায়ক কে? সোনালী ব্যাংক-হলমার্ক কেলেঙ্কারিও কি ড. ইউনূসের? প্রতিদিন গুম, খুন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি কি ড. ইউনূসের কাজ? পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারি কার কীর্তি? বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি কাদের দ্বারা হচ্ছে? যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের আওতায় কোনো বৈঠক হচ্ছে না কেন? জনশক্তি খাতে যে বন্ধ্যাত্ব সেটা কার দোষে? কোনো দেশের সঙ্গেই নতুন কোনো বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে না কেন? দাতাদের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে দেশকে ভারতমুখী করে বন্ধুহীন করা কার কাজ? বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী কেন্দ্রের নাম বদলিয়ে চীনের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকিয়েছে কে? বাংলাদেশ মৌলবাদী দেশ, জঙ্গিবাদী দেশ–এসব প্রচারণা বিশ্বময় কে করেছে? সব কাজ শিকায় তুলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে মেতে থাকছে কারা? এলজিইডিকে দুর্নীতির খনি বানিয়েছে কারা? বস্তাভর্তি টাকাসহ ধরা পড়া কালো বিড়াল সুরঞ্জিতের বিচার কি হয়েছে? দীলিপ বড়ুয়ার এক ডজন প্লট কোত্থেকে এলো? লতিফ বিশ্বাসের ৭ তলা রংমহল কি ড. ইউনূস বানিয়ে দিয়েছেন? শিক্ষাঙ্গনকে ধ্বংস করছে কে?

দুর্নীতির পঞ্চপাণ্ডব আবুল হোসেন, ফারুক খান, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মসিউর রহমান ও সৈয়দ মোদাচ্ছের কি ড. ইউনূসের সহচর? আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কার সৃষ্টি? দীপু মনির কাজে-অকাজে ১৫০টি বিদেশ সফর কেন? তিনি কি ড. ইউনূসের 'ওয়ান্ডারফুল পাবলিসিটি মেশিনারি'র সঙ্গে পেরে উঠছেন না? নৌমন্ত্রী ও দিলীপ বড়ুয়ার অর্ধশতবার বিদেশ সফরও তাহলে ব্যর্থ? রেন্টাল-কুইক রেন্টাল খাতে লুটপাটের নায়ক কারা? চোরা আবুলকে 'দেশপ্রেমিক' বানিয়েছে কে? বিশ্বব্যাংককে বাপ-মা তুলে গালাগালি কে করেছে? এসব প্রশ্নের মতো হাজার প্রশ্ন সর্বত্র। বাংলাদেশকে দুর্নীতি ও কুশাসনের দেশ হিসেবে সর্বত্র পরিচিত করিয়ে, নিজেদের হাড়-হাড্ডি আর চামড়া বাঁচানোর

www.nagorikpathagar.org

জন্য এখন 'বলির পাঠা' বানাতে চাচ্ছেন প্রফেসর ইউনূসকে? বড়ই মোটা দাগের জোকস এটা। নাচতে না জানলে যে উঠান বাঁকা হয়ে যায়, একথা সবাই জানে। তো সবকিছুই যদি ড. ইউনূসের কাজ তাহলে আপনাদের মতো 'অপদার্থ'রা ক্ষমতা আগলে বসে আছেন কেন? এবার জাতির রক্ত-মাংস খাওয়ার বদলে দয়া করে ঘাড় থেকে নামুন। আমরা একটু দম নেই।

দুই

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ড. ইউনূসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপস্থাপন করে যে ফায়দা বাংলাদেশ ঘরে তুলতে পারত, তার উল্টো কাজই করেছে আমাদের সরকার। তারপর দিচ্ছে জঘন্য সব অপবাদ। এরই মধ্যে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রফেসর ইউনূসের ইমেজের বারোটা বাজানোর জন্য এই সরকার পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নির্বিচারে ব্যবহার করেছে। এই বিশ্বের তাবৎ দেশের কাছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বস্তা বস্তা পত্র প্রেরণ করে জানিয়েছে-লোকটি খুবই খারাপ। তিনি সুদখোর। গ্রামীণ ব্যাংকটা তিনি কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে শেখ হাসিনার সরকার তার খপ্পর থেকে গ্রামীণ ব্যাংককে রক্ষা করেছে! তাছাড়া তাকে তো ঘরছাড়া করেছে আদালত! আর আমাদের আদালত তো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মশহুর! সে জন্য এই লোকটির সঙ্গে কোনো কাজ-কারবার করবেন না কেউ।

তারপরও এই মানুষটি দেশের জন্য আরও কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইউনূস সেন্টারের কথা শোনা যাক : "একজন নাগরিকের প্রভাব থাকলে তা খাটানোর কাজে সরকারের একটা ভূমিকা দরকার হয়। সরকারের রায় থেকে সেই নাগরিককে এই দায়িত্ব অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও দিতে হয়। দু'দিকের সরকারকে বুঝতে হবে যে, সেই নাগরিকের সঙ্গে কথা বললে তিনি সে কথা অন্য দিকের সরকারকে জানাতে পারবেন এবং তারা সেটা বিবেচনা করবেন; নাগরিক শুধু তার প্রভাব খাটিয়ে আলোচনাকে সহজ করে দিচ্ছেন মাত্র। তখন যে কোনো আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। প্রফেসর ইউনূসের বর্তমান পরিস্থিতি সে রকম নয়। বর্তমান যুগের শক্তিশালী মিডিয়ার কারণে সব দেশের সরকার জেনে গেছে, প্রফেসর ইউনূস বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনেকটা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাছাড়া সেটা তারা চাক্ষুষ দেখেনও। প্রফেসর ইউনূসের সম্মানে যখন কোনো একটি দেশে একটি অনুষ্ঠান হয় সেখানে সে দেশের মন্ত্রীরা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা আমন্ত্রিত হন; অনেকে আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হন। কিন্তু একশ ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত থাকেন। সবাই জানতে চায়, যে দেশের একজন বিশিষ্ট মানুষের সম্মানে অনুষ্ঠান, সে দেশের রাষ্ট্রদূতের তো সেখানে গৌরবের সঙ্গে উপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

থাকার কথা, অথচ তিনি অনুপস্থিত কেন? অবশ্য কারণ বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। তাদের ধারণাটি আরও বদ্ধমূল হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না।

প্রফেসর ইউনূস একটা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিন বছর আগে। তার নাম গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস। প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রফতানি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের কোম্পানি সরাসরি এর মাধ্যমে জনশক্তি আমদানির জন্য তাঁর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কয়েকটি কোম্পানি অগ্রিম চাহিদাও দিয়ে রেখেছিল। সে সব দেশের সরকারও এই উদ্যোগে উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের সরকারের কাছ থেকে এ কাজ শুরু করার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তাই এই কোম্পানির কার্যক্রম কোনোদিন আর শুরু করা যায়নি। অটোমেকানিক, অটো-ইঞ্জিনয়ারিং প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জাপানি একটা কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে 'প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' খোলার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। সে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাও সহজ হবে কি না, এখনও বলা মুশকিল। প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য জার্মানির একটা বিখ্যাত কোম্পানি ২০ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করার সব প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিল, তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

তিন বছর আগে সৌদি রাজপরিবারের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য প্রিন্স তালাল বিন আবদুল আজিজ আল সাউদ বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি চিঠি লেখেন যে, তিনি তার প্রতিষ্ঠান 'আরব গালফ ফান্ডের' বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভাটি বাংলাদেশে করতে চান। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত থাকবে। তিনি নিজে এবং আরব দেশগুলোর অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য তিনি আমন্ত্রণ করেন এবং অনুষ্ঠানের সামগ্রিক অনুষ্ঠান সূচি বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেন। প্রিন্স তালাল প্রফেসর ইউনূসের দীর্ঘদিনের বন্ধু। আরব গালফ ফান্ডের মাধ্যমে তিনি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাতটি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে 'মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক' স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ সরকার থেকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তবে তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কোনো বাংলাদেশি বক্তৃতা করতে পারবেন না। এই জবাবে প্রিন্স তালাল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রফেসর ইউনূসকে জানান, প্রফেসর ইউনূসকে সম্মান জানানোর জন্যই এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনি বাংলাদেশে করতে চেয়েছিলেন। যদি প্রফেসর ইউনূস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে না পারেন তাহলে তিনি বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠান করবেন না। তিনি এই অনুষ্ঠান কুয়ালালামপুরে নিয়ে যান। পহেলা

www.nagorikpathagar.org

ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে প্রিন্স তালাল এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠান কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের সব আতিথেয়তা দেখিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নাজিব প্রফেসর ইউনূসকে সম্মানিত করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিবের পরিবারের সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের অনেক আগের সম্পর্ক। ১৯৯৪ সালে তার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রফেসর ইউনূসকে 'তুন আবদুর রাজ্জাক পুরস্কার' দেওয়া হয়েছিল। তার বাবার স্মৃতিতে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রফেসর ইউনূস নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন যদি তাঁর কোনো ভূমিকা দেশের কোনো সমস্যা সমাধানে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তাঁকে কাজে লাগাতে হবে তো।"—প্রফেসর ইউনূসকে কাজে লাগানোর লোক কি বর্তমান সরকারে আছে? কার ঘাড়ের ওপর কয়টি মাথা!

তিন

ছোটবেলায় গান শুনতাম, 'থাকিলে ডোবা নালা/হবে কচুরীপানা/স্বভাব তো কখনো যাবে না।' সেই গানের মতোই প্রবাদ বাক্য কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। গ্রাম দেশে বলে চোরের মায়ের বড় গলা। চাষীদের কথা, যে গরু গু খাওয়া শিখে যায় তাকে আর ওই কর্ম থেকে বিরত রাখা যায় না। এজন্যই আগের দিনের মুরুব্বিরা বলতেন, কেউ যদি বলে হিমালয় পর্বত এক মাইল সরে গেছে, এটা বিশ্বাস করা যায়। কারণ বিষয়টি প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক। কিন্তু কেউ যদি দাবি করে আমার স্বভাব বদলে গেছে, তা বিশ্বাস করা উচিত নয়।

এই স্বভাব সংক্রান্ত আমার নিজের দেখা একটা গল্প বলছি। ছোট বেলাকার কথা। আমাদের গরুর পাল দেখাশোনার জন্য কয়েকজন রাখাল ছিল। এর মধ্যে একজন ছিল একটু বয়স্ক। চুপচাপ স্বভাবের কিন্তু কর্মঠ। একবার সব রাখাল ওর বিরুদ্ধে নালিশ করলো যে অমাবস্যার রাতে ও যেন কোথায় চলে যায়! লাগানো হলো গোয়েন্দা। দেখা গেল ও শুকনো বিলের মাঝখানে গিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এভাবে ভোরের আজান পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরল। সবাই ধরে ফেললো। অনেক জোরাজুরির পর বলল, যুবক বয়সে সে ছিল একজন সিঁধেল চোর। পরে পীরের নির্দেশে সে কর্ম ত্যাগ করে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে ওর ওই পুরনো অভ্যাসটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কি করা! আবার পীরের শরণাপন্ন। পীর বলল, ওমন হলে দূরে কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে মাটি খোঁড়াখুড়ি করো। তাতে একদিন হয়তো নেশাটাও যাবে, আর কায়িক পরিশ্রমের কারণে ঘুমও ভালো হবে। এছাড়া তওবা করবে সব সময়। এতে তার অনেক উপকার হয়েছে। সেজন্যই প্রতি অমাবস্যার রাতে সে এই কর্ম করে।

www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগ এবং তাদের মন্ত্রীরা অনেক জ্বালিয়েছে শেখ মুজিবকে। রাগে-ক্ষোভে তিনি এদের চোরের দল, চাটার দল বলে গালমন্দ করতেন। এদের মানুষ করার জন্য খান আতাকে দিয়ে 'আবার তোরা মানুষ হ' ছবি বানিয়েছিলেন। তারপরও আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীদের স্বভাব বদলায়নি। বদলায়নি বলেই এরা ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির তুফান ছুটিয়ে দেয়। আর এই দুর্নীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে ফেলে চোয়ালের জোর। চোয়ালবাজিতে এদের সঙ্গে পেরে ওঠার সাধ্য কারও নেই। এরা দুর্নীতিতেও চাম্পিয়ন, চোয়ালবাজিতেও এক নম্বর। চুরি করবে কিন্তু সাধু সেজে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেবে মঞ্চে। আর ব্যর্থতার সব দায় চাপাবে অন্যের ঘাড়ে। এবার তারা ঘাড় হিসেবে বেছে নিয়েছে প্রফেসর ইউনূসকে।

চার

আওরঙ্গজেব। দিল্লির সম্রাট নন। আমার বাধা রিকশাওয়ালা। এবার ঈদে সে আমাকে গরুর মাংস কাটার ফাঁকে ফাঁকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে। বলে–ভাইজান, আপনি এলেমদার মানুষ। দুইডা কথা কইলে কি বেজার অইবেন?

বললাম, না।

আওরঙ্গজেব বলল, আমাগো গেরাম দেশে ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানো অয়। লাগাম না দিলে ঘোড়ার পিঠে উঠতেই পারবেন না। গরুর জন্যও ব্যবস্থা আছে। গরুর পাল নিয়া আমরা যখন ধানের ক্ষেতের কিনার দিয়া যাই, গরু হালা ক্ষেতে মুখ দিবই। তো আমরা করি কি, যাওয়ার আগেই গরুর মুখে 'মুখারী' পরাইয়া নেই। মুখারী পরানো থাকলে হাজার 'চুদুরবুদুর' করলেও গরু আর ধান গাছ খাইতে পারে না।

বললাম, তা তুমি আমাকে কী বলতে চাচ্ছ?

আওরঙ্গজেব বলল, তেমন কিছু না ভাইজান। কথা অইলো, আগে গেরামে ছিলাম ভালোই আছিলাম। এখন শহরে থাকি। রেডিও-টেলিভিশন দেহি। ওই সব বাক্সে আমাগো দেশের নেতা, মন্ত্রী সাবরা যা সব কথা কয় হুইনা আমার শরীলডা জ্বইলা যায়?

বললাম, শরীর যদি জ্বলেও যায় তোমার তো কিছু করার নেই।

আওরঙ্গজেব নির্বিকার, না ভাইজান, আমাগো কিছু করনের নাই কথাডা ঠিক। তয় আপনাগো কিছু করনের আছে?

বললাম, কী করার আছে বলো।

বলল, ভাইজান, আপনে মুখারী বেচার একটা দোকান খুলেন।

www.nagorikpathagar.org

আমি অবাক, মুখারী বিক্রির দোকান খুলব আমি? কেন?

আওরঙ্গজেব ঠান্ডা গলায় বলল, ভাইজান আমি আপনেরে লাগাম বেচার কথাই কইতাম। কিন্তু লাগাম পরানোর কামডা একটু কঠিন। প্রথমত লোহা লাগে। তারপর আবার নাক ছিদ্র করতে হয়, বহুত হাঙ্গামা। কিন্তু মুখারীতে কোনো হাঙ্গামা নাই। মুখারীতে খরচও কম। লাগে খালি বাঁশ আর দড়ি। পট কইরা মুখে বাইন্ধা দিলেই অয়। আমি কইতাছি ভাইজান, ভালো ব্যবসা অইব। মুখারী আমি দেশ থাইকা আইনা আইনা আপনারে দিমু। আপনি খালি বইয়া বইয়া বেচবেন। আপনেও একটা ভালা কাম পাইলেন, আমিও দুইডা পয়সা পামু।

বললাম, তা তোমার ওই মুখারী কে কিনবে?

আওরঙ্গজেবের গলায় প্রত্যয়, কি কন ভাইজান। কেনার জন্য দোকানের সামনে লাইন পড়ব। আমার কথাটা বিশ্বাস করেন, চারিদিকের অবস্থা দেইখা মানুষ খেইপা গনগনা চুলা অইয়া রইছে। দোকান খুললেই টের পাইবেন।

বললাম, সবই বুঝলাম। কিন্তু আমাকে বলো, তোমার ওই মুখারী দিয়ে শহরের মানুষ করবে কী?

নতুন আবিষ্কারের আনন্দ আওরঙ্গজেবের চোখে-মুখে, বলেন কি ভাইজান। কি করবে মানে? আমাগো নেতারা এবং মন্ত্রী সাবরা যেসব আলতু-ফালতু কথাবার্তা কন, সেসব হুইনা সবাই রাইগা টং। কিন্তু কথা হইল তেনারা সম্মানিত মানুষ। তাগো তো নাক ছিদ্র কইরা লাগাম পরান যায় না। তাদের জন্য সহজ মুখারীর ব্যবস্থা। আদাব সালাম দিয়া আমরা বেবাগে মিলা তাগো মুখে মুখারী পরাইয়া দিমু। ব্যস। তাগো মুখ বন্ধ। লগে লগে না-হক কথাও বন্ধ। দেশের মানুষও বাঁচব তাগোর কথার অত্যাচার থাইকা। বিদেশেও দেখবেন আমাগো নামডাক অইবো। আল্লায় যদি রহম করে, আফ্রিকা আর আরব দেশগুলোতেও আমরা মুখারী বেইচা ডলার কামাইতে পারমু। হা, হা, হা। ঠিক কই নাই ভাইজান?

আওরঙ্গজেবের চোখে খেলতে থাকে দুঃসাহসী নতুন স্বপ্নের ঢেউ। আর গুম হয়ে বসে রইলাম আমি।

প্রকাশকাল : ১১ নভেম্বর ২০১২

www.nagorikpathagar.org

বিষাদসিন্ধু থেকে হাসিনাসিন্ধু

পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র মাংসাশী প্রাণী হায়েনা নাকি তার টার্গেটের পিছনে মাইলের পর মাইল লেগে থাকে এবং যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে তার লালসা পূর্ণ করে থাকে। আমাদের বর্তমান সরকারকে ধরেছে এই হায়েনার রোগে। সোনা, দাদু, লক্ষ্মী, যাই তাদের বলা হোক, যত ন্যায়, নীতি, নৈতিকতা ও চক্ষুলজ্জার ভয় দেখানো হোক, তারা তাতে কান পাততে রাজি না। তারা মরিয়া হয়ে, ক্রোধান্ধ গোঁয়ারের মতো, দাঁত ও নখে রাজ্যের ক্রূরতা নিয়ে আঠার মতো লেগে আছে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পিছনে।

তারা ড. ইউনূসকে বেইজ্জত না করে, 'সাইজ' না করে ছাড়বে না। ড. ইউনূসকে 'উচিত শিক্ষা' না দিয়ে ছাড়বে না। বিশ্বসভায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বরণীয়, সম্মানিত মানুষটির সম্মান ও মর্যাদাকে আওয়ামী রাজনীতির আদর্শ গোরস্থান আজিমপুরে দাফন না করে বাড়ি ফিরে যাবে না। এতে তাদের নিজেদের পাছার কাপড় পাছায় থাকুক আর না থাকুক, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'।

২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আমার দেশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'ড. ইউনূসকে হেয় করতে গিয়ে সরকার বিপাকে।' প্রতিবেদনে দেখা যায় সরকারের পরিকল্পনা ছিল শেখ হাসিনা ও শেখ মুজিবের ইমেজের চাইতেও বড় হয়ে ওঠা লোকটিকে এমন বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবে যে আন্তর্জাতিক অঙ্গন তা দেখে বাহবা দেবে। তারা দলবেধে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে-পায়ে ধরে বলবে, সরি ম্যাডাম ভুল হয়ে গেছে। আর নোবেল কমিটি কান ধরে উঠবস করে বলবে, সত্যি একটা 'সুদখোর' 'রক্তচোষা' লোককে পুরস্কার দিয়ে কবিরা গুনাহ করে ফেলেছি। আপনি আমাদের সব গুনাহখাতা মাফ করে দিন। এবার আমরা আপনাকে নোবেল দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। দয়া করে আমাদের একটা সুযোগ দিন। প্লিজ!

এ লক্ষ্যে, সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতারা একের পর এক বিষোদগার করে দূষিত করে ফেলেন পরিবেশ। ঠুনকো ঠুনকো মামলা দিয়ে ইউনূসকে দাঁড় করানো হয় কাঠগড়ায়। ভারত থেকে অমর্ত্য সেনকে আমদানি করে ঘটা করে উদযাপন করেছে বইমেলা।

www.nagorikpathagar.org

তারপর 'জিন্দেগি জিন্দেগি' গান গেয়ে ফেটে পড়েছে উল্লাসে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আল্লাহ করে দেয় আরেক রকম। এজন্য ইউনূসের বদলে উল্টো বিপাকে পড়েছে সরকার। সরকারের কর্মকাণ্ডে প্রথমে হতবাক হয়েছে দেশবাসী। তারপর বিশ্ববাসী। তারপর ঘৃণায় ধিক্কারে ফেটে পড়েছে সবাই। সরকারের অন্যায় ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে পৃথিবীর দেশে দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, ভুবন-বরেণ্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা অব্যাহতভাবে ড. ইউনূসকে জুগিয়ে যাচ্ছেন নৈতিক সমর্থন। খোদ নোবেল কমিটি ড. ইউনূসের পাশে দাঁড়িয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। কমিটির সচিব এবরত্ Lundestad বলেছেন, 'নোবেলের গোপনীয় ৫০ বছরের রীতি মেনে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে আমি হলফ করে বলতে পারি সাধারণত যেভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়, এদের ব্যাপারে তার চেয়ে অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এই বিবৃতির পর সরকারের চাহিদা মোতাবেক, ভারতীয় একটি গোয়েন্দা চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে নরওয়ের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত প্রামাণ্য চিত্র 'ক্ষুদ্র ঋণের জালে'র নীলনকশা মাঠে মারা যায়। এদের উগড়ে দেওয়া থুথুগুলো সরকারের মুখেই ফিরে আসে। সম্মান বেড়ে যায় ড. ইউনূসের। এ সময় প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদপত্র The New York Times প্রকাশ করে এক বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন, ড. ইউনূসকে রাজনৈতিক হুমকি মনে করেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সাল থেকেই তিনি লেগে আছেন ইউনূসের বিরুদ্ধে। ২০০৬ সালে নোবেল পাওয়ার পর তা চরম আকার ধারণ করেছে। ব্রিটেনের বিখ্যাত পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ লিখেছে, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ইন্ধনদাতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম ড. ইউনূসের অপরাধ তিনি কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন? শেখ হাসিনা থাকতে তিনি কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন? শেখ মুজিব যে পুরস্কার জোটাতে পারেননি সে পুরস্কার তিনি কেন পেলেন? ড. ইউনূসের অপরাধ শেখ মুজিব কিংবা শেখ হাসিনার নামে নয়, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ এখন পরিচিত ড. ইউনূসের দেশ হিসেবে! তাছাড়া তিনি 'বঙ্গবন্ধুর সৈনিক' সংগঠনের কেউ নন। তিনি আওয়ামী লীগও করেন না।

সেজন্য দেশের মানুষ কিংবা বিশ্ববাসী যাই বলুক, তাতে গা না লাগিয়ে, দুই কান কাটা বেকুবের মতো সরকার কোমর বেধে লেগে রয়েছে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে তদন্ত কমিটি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গোয়েন্দা সংস্থা, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ

www.nagorikpathagar.org

মন্ত্রণালয়, মামলা দায়ের করেছে, অভিযোগ উত্থাপন করেছে, নাকচ করে দিয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের কর অব্যাহতি, সরকারের পা-চাটা গভর্নর আতিউর রহমানের বাংলাদেশ ব্যাংক চিঠি দিয়েছে ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্ব পালন বৈধ নয়। ড. ইউনূসের কর্তৃত্ব অবৈধ। সরকার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে সরিয়ে দিল এই কর্মবীরকে। সরকারের চাহিদামাফিক আদালত ড. ইউনূসের আপিল দিল খারিজ করে।

এ সময় ড. ইউনূস আশঙ্কা প্রকাশ করলেন (৭ মে ২০১১) গ্রামীণ ব্যাংক টিকে থাকবে কি না তা নিয়ে। সরকারের গুন্ডারা ড. ইউনূসের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যই যেন ৭ মে তারিখেই গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা সগির রশীদ চৌধুরীকে পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করেছে। হত্যার হুমকি দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রেন্ডস অব গ্রামীণ বললেন, ড. ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যা করছে তা লজ্জাজনক।

সরকার গ্রামীণ ব্যাংকের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য শুরু করল প্রক্রিয়া। সরকারের কৃপা ভিখারি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক নানা কৌশলে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসন্ধান কমিটি থেকে ড. ইউনূসকে বাদ দিয়ে বাহবা নিল। মৎস্য চাষ প্রকল্প থেকেও বাদ পড়ল গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা খর্ব করে দিল সরকার। বলা হলো এখন থেকে সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত এমডি পরিচালনা করবে ব্যাংকটি। ইতোমধ্যে গত ৭ আগস্ট ২০১২ ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকার লেলিয়ে দিল এনবিআরকে। নিউইয়র্ক টাইমস আবার লিখল গ্রামীণ ব্যাংক ইস্যুতে বাংলাদেশিরা বর্তমান সরকারকে ক্ষমা করবে না।

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ড. ইউনূসকে জোর করে বের করে দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি সরকার। তারা এখন গ্রামীণ ব্যাংককেই ধ্বংস করে দিতে উদ্যত। ইতোমধ্যে ব্যাংকটিকে ভেঙে ১৯ টুকরা করার আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে সরকার। রাজনৈতিক জেদের বলে এই রকম অপকর্মে সরকার তৎপর বলে নিন্দার ঝড় উঠে দেশে-বিদেশে। তারপরও সরকারের কমিশন চালিয়ে যায় ধ্বংসের নীলনকশা প্রণয়নের কাজ। অর্থাৎ সরকার পিছু ছাড়ছে না ড. ইউনূসের।

এইসব ডামাডোলের মধ্যে অথবা কৌশলগত কারণেই হয়তো সরকার গুটিয়ে নিয়েছে তার অশুভ গ্রামীণ কমিশন। এই নোংরা কমিশনের চেয়ারম্যান বোধকরি নিজের পিঠের চামড়া বাঁচানোর জন্যই প্রতিবেদন জমা না দিয়ে বিদেশে পগাড় পার হয়ে গেছেন। কিন্তু আরও কিছু রঙ্গ বাকি ছিল। সেই রঙ্গ দেখাতেই বোধকরি একটি বেসরকারি ব্যাংকের এমডি শাহ এ সারওয়ারকে প্রধান করে গঠন করে বসেছে আরেক কমিটি। ড. ইউনূসের জুতোর যোগ্য নয়

www.nagorikpathagar.org

এমন এক লোককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের বিধিমালা প্রণয়ন করার জন্য।

অর্থাৎ এটা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার, ক্ষমতার শেষ মুহূর্তে এসে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণে মরিয়া হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগ সরকার। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার আগেই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারিকরণের সব প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ড. ইউনূসের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে আরও কয়েকটি সংস্থাকে। যারা এখন দেশ-বিদেশ তোলপাড় করে খুঁজে বেড়াচ্ছে ড. ইউনূসের মল-মূত্র।

মোটকথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন ড. ইউনূস। আর এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সরকারের রোষ কষায়িত চোখের হুঁশিয়ারি পেয়েছে ইউনূস সেন্টার।

কারণ ইউনূস সেন্টার প্রতিবাদ করেছে প্রধানমন্ত্রীর কথার। প্রধানমন্ত্রীর কথা, 'ড. ইউনূস একজন স্বার্থপর মানুষ, তিনি নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে কোনো কাজ করতে পারেন।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'নরওয়ে টেলিনর কোম্পানি প্রফেসর ইউনূসের জন্য লবি করেছে, টেলিনর বিশাল অঙ্কের টাকা ক্লিনটন ফাউন্ডেশনকে দিয়েছে, যাতে তারা ইউনূসের জন্য নোবেল পুরস্কার এনে দিতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'একটি শক্তিশালী দেশ প্রফেসর ইউনূসকে এদ্দিন মদদ দিয়ে এসেছে। এমন দিন বেশি দূরে নয় যেদিন সে দেশের মানুষ প্রফেসর ইউনূসের অজানা সব তথ্য জেনে যাবে। তখন তারা প্রফেসর ইউনূসের কাছ থেকে সব সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য তাদের সরকারের ওপর চাপ দেবে। সে দেশের সরকার যখন মুখ ফিরিয়ে নেবে তখন প্রফেসর ইউনূস যাবেন কোথায়?'

এই তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত প্রতিবাদ ইউনূস সেন্টার পত্র-পত্রিকায় দিয়ে বলেছে 'সরকার ইউনূসের বিরুদ্ধে এসব কাণ্ডকারখানা পরিচালনা করে দুনিয়ার সামনে নিজেকে ভণ্ড প্রমাণিত করে যাচ্ছে।'

আর যায় কোথায়? তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে সরকার। বলেছে সাবধান। এখনই আমাদের কথার বিরুদ্ধে যা বলেছ তা প্রত্যাহার করো। নইলে আইনি ব্যবস্থা নেব। তবে র‍্যাবের ক্রসফায়ার বা রিমান্ডে নিয়ে হাড়হাড্ডি ভাঙার কথা অবশ্য হুঁশিয়ারিতে ছিল না।

ইউনূস সেন্টার কেন যে সরকারকে 'গবেটদের সংঘ' বলেনি সেটাও এক জিজ্ঞাসা। কারণ একেবারে মাথা মোটা কাতলা মাছের চাইতেও ফালতু কথা বলে বসেছে আমাদের কর্তারা।

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর ইউনূস স্বার্থপর? কী কারণে, কী জন্য, কাদের জন্য? আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই দাতা হাতেমতাই! মুনাফাকেন্দ্রিক বিশ্বকে বদলে দিতে তিনি 'সামাজিক ব্যবসা' নিয়ে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে জয় করে নিচ্ছেন একের পর এক সাফল্যের মুকুট, তিনি স্বার্থপর! যিনি ৯০ লাখ গরিব নারীকে পথের দিশা দিয়েছেন তিনি স্বার্থপর! যিনি লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান করে একটা টাকাও ঘুষ নেননি, যিনি কোনোদিন কোনো হলমার্ক, পদ্মাসেতু, দেশপ্রেমিক কালো বিড়াল পোষেননি, তিনি স্বার্থপর? যিনি পিলখানায় এক ফোটাও রক্ত ঝরাননি, তিনি স্বার্থপর? আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, দীলিপ বড়ুয়ারা, সৈয়দ আবুল হোসেনরা সব হাজী মোহাম্মদ মুহসীন!

প্রধানমন্ত্রীর কথা সত্য ধরলে, ড. ইউনূসের জন্য নরওয়ের টেলিনর কোম্পানি ঘুষ দিয়েছে ক্লিনটন ফাউন্ডেশনকে। আর ক্লিনটন ফাউন্ডেশন ঘুষ দিয়েছে নোবেল কমিটিকে। হায় খোদা, খাইছে আমারে! ক্লিনটন ফাউন্ডেশন ঘুষ খায়! হিলারীর ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট হওয়া শেষ। টেলিনর কোম্পানির মালিক হলো নরওয়ে সরকার। আর নরওয়ে হলো দুর্নীতিমুক্ত দেশ। বিশ্বের নন্দিত একটি দেশ। আর আমাদের দেশের, মাশাআল্লাহ দুর্নীতি এখন বিশ্ববিশ্রুত। খোদ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে যে দেশে নানা ঘুষের অভিযোগ, সেই চালুনি নিন্দা করে সূঁচকে? যাই কোথায়। আমার মনে হয়, মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে দিয়ে যে ডিগ্রি বাণিজ্য হয়েছিল, সেই স্মৃতি থেকেই হয়তো তিনি এরকম বলছেন।

নোবেল কমিটি ঘুষ খায়! এটা কি ডা. মোদাচ্ছের নাকি তৌফিক-এ-এলাহী পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান? অবশ্য এর আগে আমাদের অতি বুদ্ধিমান মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ সাহেব বলেছিলেন, সাদা মদ আর স্যান্ডউইচ খেলেই নোবেল পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি মদের দিকে যাননি। প্রধানমন্ত্রীর এই বাণীতে আমাদের উন্নয়ন সহযোগী নরওয়ের সরকার ও জনগণ নিশ্চয়ই অতিশয় প্রীতবোধ করবে, তাই না?

যাই হোক দীপু মনির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগে ড. ইউনূসকে বিশ্বময় কালিমামলিন করার জন্য দেশে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের মনগড়া নানা অভিযোগের বস্তা বস্তা, দিস্তা দিস্তা দলিলপত্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবহার করে তাদেরই ওয়েবসাইটে ড. ইউনূসের দুর্নীতি ও অনাচারের কল্পকাহিনি পাঠিয়েছে। আমাদের মন্ত্রী-এমপিদের মতো ভাগ্যিস তারা অতি কল্পনাশক্তিতে বিশ্বাসী নন। তাই তারা সে সব পাত্তা দেয়নি।

www.nagorikpathagar.org

একটা গল্প মনে পড়ল, এক মদখোর খেতে খেতে মাতাল হয়ে গেছে। সে অন্যটাকে বলছে, 'দোস্ত তুই কিন্তু আর মদ খাসনে। তুই এখনই ঝাপসা হয়ে গেছিস।'

আমাদের মহাজোটের মহাজট বাঁধানো সরকার আশায় বসে আছে তাদের অপপ্রচারে বিশ্ব একদিন ঠিকই বিভ্রান্ত হবে। তখন ড. ইউনূসের হবে কি?

ড. ইউনূসের পরিণতির চিন্তা না করে, বিনয়ের সঙ্গে বলব, নিজেদের চরকায় তেল দিন। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেখুন, আপনাদের কি পরিণতি হয়।

যা হোক, মোট কথা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্রোধানলে পড়েই ড. ইউনূসের ওপর নেমে এসেছে নানা দুর্ভোগ। এজিদ ক্ষেপে গিয়েছিল হোসেনের ওপর। তাকে খলিফা বলে স্বীকার করে না বলে। শেখ হাসিনা ক্ষেপেছেন, তিনি থাকতে ইউনূস নোবেল পেয়েছেন বলে।

এখন দরকার ছিল আর একজন মীর মোশাররফ হোসেনের। মীর মোশাররফ রচনা করেছিলেন বিষাদসিন্ধু, এখন সে রকম কেউ থাকলে হয়তো লিখে ফেলতে পারত 'হাসিনাসিন্ধু'।

অবশ্য মীর মোশাররফ বিষাদসিন্ধুর নাম এজিদসিন্ধু দেননি। দিলেও দোষ হতো না। কারণ এজিদের কারণেই ঘটে যায় কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা। সে হিসেবে ঘটনা প্রবাহ যাই হোক, বিষাদসিন্ধুর মূল কেন্দ্রে ছিল এজিদ। আর এদিকে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনূস নিয়ে যা কিছু হচ্ছে, তার মূল কারণ কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ও ড. ইউনূস নন। সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে। সে হিসেবে পরবর্তী গ্রন্থের নাম 'গ্রামীণসিন্ধু' কিংবা 'হিংসারসিন্ধু'ও হতে পারে। তবে, সাধারণ জনগণের বোঝার সুবিধার জন্যই 'হাসিনাসিন্ধু' নামের প্রস্তাব করে রাখছি অনাগতকালের লেখকের জন্য।

দুই

মীর মোশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বিষাদসিন্ধুর 'মহররম পর্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে। মীর তখন দেলদুয়ার স্টেটের ম্যানেজার। মহররম পর্ব উৎসর্গ করা হয়েছিল মহীয়সী বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমননেসা খাতুনকে।

দ্বিতীয় খণ্ড 'উদ্ধার পর্ব' মীর রচনা করেন ১৮৮৭ সালে। আর শেষ খণ্ড এজিদ বধ পর্ব রচিত হয় ১৮৯১ সালে। পরে বিষাদসিন্ধুর তিনটি খণ্ডই একত্রে প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

বিষাদসিন্ধু নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন এ হলো ইতিহাস, কারো মতে উপন্যাস। অনেকে বলে থাকেন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র গদ্যলিখিত মহাকাব্য। এ কোনো ধর্ম্মগ্রন্থ নয়।

তবে যে কথাই বলুন না কেন, বিষাদসিন্ধু অজর অমর।

গবেষকরা প্রায় সবাই বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক চরিত্র যেমন রাবণ, বিষাদসিন্ধুর তেমনি এজিদ। হোসেন নন, এজিদ এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এজিদের লোভ-লালসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উত্থান-পতনের সঙ্গে বিষাদসিন্ধুর পর্ব প্রবাহ এবং গতি পরিবর্তিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয়সিন্ধু। এজন্যই বন্দিনী জয়নাবের সামনে এজিদের আর্ত হাহাকার, 'কে না জানিল যে দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত-সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুইটি চক্ষুই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। ...এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিত প্রবাহ কাহার জন্য।'

বিষাদসিন্ধুতে এজিদের লোভ-লালসার ফলে এক ভয়ংকর অসম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হোসেনের পরলোক গমন সমাপ্ত হলো। কিন্তু এজিদের আসল উদ্দেশ্য জয়নাব লাভ হলো না।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে হোসেন শহিদ হলেন। শহিদ হয়ে তিনি মানব জাতির এক মহানায়কে পরিণত হলেন। অন্যদিকে বিজয়ী হয়েও এজিদ চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে রইলেন। হয়ে রইলেন এক জঘন্য খলনায়ক। রাজ্য, ক্ষমতা, প্রতাপ কোনো কিছুই তাকে এই গ্লানি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

উদ্ধার পর্বে মীর বলেছেন, 'হুতাসনের দহন আশা, ধরণীর জলশোষণ আশা, ভিখারির অর্থ লাভ আশা, চক্ষুর দর্শন আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ আশা, ধনীর ধন বৃদ্ধির আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপ হৃদয়ের দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি নাই, ইতি নাই।' যতই কার্যসিদ্ধি, ততই দুরাশার শ্রীবৃদ্ধি। এই দুরাশার জন্যই এজিদ হয়ে পড়েছিলেন দাম্ভিক, অহংকারী ও নিপীড়ক। এর ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে।

কারণ ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে লোভি শাসকরা সব সময়ই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সবকিছুকে ছলেবলে কৌশলে পেতে চায় নিজ করতলে। বাধা পেলেই সে হয়ে ওঠে সংহারক।

বিষাদসিন্ধুর মহররম পর্বে বিজয়ী এজিদকে তার বিচার-বুদ্ধির ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে উদ্ধার পর্বে। নিয়তি তার জন্য সৃষ্টি করেছে ট্র্যাজেডি।

www.nagorikpathagar.org

ডেকে এনেছে ধ্বংস। তার পাপে, তার দোষে একের পর এক যুদ্ধে হানিফার হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে তার সেনাবাহিনী। বিলুপ্ত হয়েছে প্রতাপ। নিভে গেছে ঐশ্বর্য। আত্মবিমোহিত এজিদ তারপরও তার জন্য নিয়তি নির্ধারিত ঘৃণিত পরিণাম জেনেও লড়াই করে করে হয়েছে হতবল, নিঃস্ব, রিক্ত।

বিষাদসিন্ধুর শেষ পর্ব সেজন্যই নামকরণ হয়েছে এজিদ বধ পর্ব।

অর্থাৎ মহররম পর্বের পরেই থাকে উদ্ধার পর্ব। থাকে এজিদ বধ পর্ব। সোজা কথা প্রতিটি ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত ক্রিয়া থাকে। আমাদের শাসকরা এই কথাটি ভুলে যায় বলেই তাদের সহ্য করতে হয় জনতার ঘৃণা, কালের কটাক্ষ। তারপর নিয়তি তাদের জায়গা করে দেয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। এজন্যই বলা যায় 'উদ্ধার পর্ব' আসন্ন। নিরস্ত্র ড. ইউনূসই বিজয় লাভ করেছেন। তবে পরাজিত ক্রেতার নাম বলে জেলে যেতে চাই না। সীতা হরণের ফল যার ভোগ করার কথা সেই তো ভোগ করবে।

প্রকাশকাল : ২৮ জুলাই ২০১৩

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প রি শি ষ্ট - ১

গ্রামীণ ব্যাংক : বাংলাপিডিয়া

পল্লি অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক। ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর অধীনে একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে ঐ বছরের অক্টোবর মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকাররী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন জোবরা গ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক ১৯৭৬ সালে চালু করা পল্লি ব্যাংকিং-এর একটি পাইলট প্রকল্প থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের উৎপত্তি। গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ভরযোগ্য উপায়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের উপযোগিতা ও সাংগঠনিক কাঠামোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে জোবরা গ্রামে গ্রামীণ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। দরিদ্রদের, বিশেষত মহিলাদের সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করলে তারা উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম কি না এ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও গ্রামীণ প্রকল্পের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকল্পটির আশাব্যঞ্জক ফলাফলের ভিত্তিতে মোহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলার আরও কয়েকটি গ্রামে এর সম্প্রসারণ ঘটান। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সম্প্রসারিত প্রকল্পের জন্য তহবিলের যোগান দেয়।

পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৮২ সালে প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর এবং পটুয়াখালী জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। এতদিনে প্রকল্পটি দরিদ্রদের জন্য একটি ব্যাংকিং কাঠামোতে উন্নীত হয়। ফলে গ্রামীণ প্রকল্পের ব্যাংকিং ইউনিট সৃষ্টিপূর্বক সেগুলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্থানীয় শাখার সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ঋণদান ও আদায় কার্যক্রম চালানো হয়। গ্রামীণ প্রকল্পটিকে গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণ করে একটি বিশেষায়িত ঋণ দান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ-১৯৮৩ জারি করা হয় এবং এর অধীনে একটি বডি কর্পোরেট হিসেবে ঐ বছরের ১ অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

শুরুতে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। এর মোট পরিশোধিত মূলধনের ৪০% ব্যাংকটির ঋণ গ্রহীতাগণ এবং অবশিষ্ট ৬০% বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ২৬৪.৫৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ৪.৫৪% বাংলাদেশ সরকার, ১.১৩% সোনালী ব্যাংক, ১.১৩% বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং ৯৩.২০% ঋণ গ্রহীতাগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ঋণ গ্রহীতাদের পরিশোধিত অংশ তথা ৯৩.২০%-এর মধ্যে ৪.৭২ পুরুষ ঋণ গ্রাহক এবং ৮৮.৪৮% মহিলা ঋণ গ্রাহকগণ কর্তৃক পরিশোধিত।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র জনগণকে আয় সৃষ্টিকারী ও জীবিকানির্ভর নানাবিধ কাজের জন্য নগদ অর্থ অথবা উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে জামানতবিহীন ঋণ দান করাই গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ এছাড়া, ব্যাংকটি আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নিজস্ব সম্পদ জামানত রেখে বা অন্যান্য উপায়ে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে। তবে এটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না। ব্যাংকটি সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য এর গ্রাহকদের পেশাগত ও কারিগরি পরামর্শসেবা প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত গ্রামীণ ব্যাংক আয়সৃষ্টিকারী কাজ ও ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব ও সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণা করে। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সুবিধা পাওয়া একটি মানবিক–এ নীতির ভিত্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ দান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ জনগণকে ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়, অর্থাৎ ঋন গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে সশরীরে ব্যাংকে হাজির হতে হয়। কিন্তু গ্রাহকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ তহবিল নিয়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নীতির ভিত্তিতে তার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক পল্লি অঞ্চলের ভূমিহীন ও অশিক্ষিত নারীদেরকে নিজস্ব ব্যবসায়, অন্যান্য আয়সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কার্যাবলী হাতে নেওয়া চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে দরিদ্র মহিলারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিছুটা স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষমতা লাভ করে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পদ্ধতি দারিদ্রদূরীকরণের জন্য একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের গ্রামীণ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসহ আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে দারিদ্র দূরীকরণ/হ্রাসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

গ্রামীণ ব্যাংক দলভিত্তিকভাবে গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে। ঋন পরিশোধের জন্য একটি দলের সদস্যগণের যৌথ দায়িত্ব থাকলেও ঐ দলের প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতা তার গৃহীত ঋণ ও অগ্রিমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। তবে দলের কোনো একজন সদস্যের গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য অন্যান্য সদস্যগণের অনানুষ্ঠানিক দায়িত্ব রয়েছে।

ষোলোটি মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যাংকটি এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালায়। একটি ঋণগ্রহীতা দলের সকল সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে ঐ ষোলোনীতি নিরিখ মুখস্ত, হৃদয়ঙ্গম এবং অনুসরণ করতে হয়। কেননা এ নিরিখগুলো তাদেরকে শৃঙ্খলা ও একতা শিক্ষা দেয় এবং উদ্দীপনা, উন্নয়ন ভাবনা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ সকল নিরিখ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণকে নিজ নিজ পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য, জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে বসবাস না করে নিজস্ব বাড়ি তৈরি ও মেরামত করা, বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদন, খাওয়া ও বিক্রয়, গাছ লাগানো, পরিবার ছোট রাখা, খরচ কমানো ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করা, নিজ স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া. ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি ও ব্যবহার, নলকূপের অথবা সিদ্ধ পানি পান করা, বাল্যবিবাহ পরিহার, যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া পরিত্যাগ করা, অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা থেকে বিরত থাকা, সমষ্টিগত ও বৃহৎ বিনিয়োগ হাতে নেওয়া, পারস্পারিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা, কোনো সদস্য কর্তৃক নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হলে তা পুনর্স্থাপন করা প্রতি কেন্দ্রে শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার শিক্ষা প্রদান করে।

প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন, কৃষি ও বনায়ন, সেবা খাত, ব্যবসায়, রিকশা ও রিকশাভ্যান চালানো, মুদি মালের ব্যবসায় ইত্যাদি কাজের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করে। এ সকল প্রধান খাতের অধীনে অসংখ্য আয়বর্ধনকারী কাজের জন্যও ব্যাংকটি ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকটি এর সদস্যদের নিকট থেকে সরাসরি আমানত গ্রহণ এবং অনুমোদিত ঋণের অঙ্ক থেকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্তনপূর্বক গ্রুপ তহবিল গঠন করে। এ তহবিলের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পুঞ্জীভূতকরণে সহায়তা করে। সদস্যগণকে একক বা যৌথ উদ্যোগে গৃহীত নতুন বা চলমান প্রকল্পসহ সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খরচ, ঋণ পরিশোধ, বিভিন্ন মেরামত খরচ ইত্যাদি পরিশোধের জন্য দলীয় তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করা হয়।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত দেশের প্রায় সকল উপজেলাতে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ১১৪৯টি শাখা কাজ করছিল। এর শাখাগুলো সারাদেশে ব্যাংকটির মোট ১৫টি জোনাল এবং ১২২টি এরিয়া অফিসের অধীনে কাজ করে। উল্লেখিত তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকটি দেশের ৩৯৭০৬টি গ্রামে মোট ২৩৫৭০৮৩ জন সদস্যকে

www.nagorikpathagar.org

ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৬.৬০ বিলিয়ন টাকা। একই তারিখ পর্যন্ত এ ব্যাংকের সদস্যগণের পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২১.৮ বিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম ২০ বছর ব্যাংকটি প্রায় ৯৮% হারে ঋণ আদায় অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৪ সালে গৃহায়ণ ঋণ স্কিম চালু করে। টিনের চালাবিশিষ্ট একটি ঘর নির্মাণের জন্য একজন সদস্য গৃহায়ণ ঋণ তহবিলের আওতায় ৮% হার সুদে সর্বোচ্চ ২৫০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ঋণক্ত গৃহায়ণ ঋণ গ্রহীতা সদস্যগণকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ৭.৪৪ বিলিয়ন টাকা ঋণের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকটির সদস্যগণ ৫,১০,০০০-এর অধিক গৃহ নির্মাণ করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণসেবা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত একটি বিশেষ কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এর অধীনে গ্রামীণ জনসাধারণকে সহজে টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ ফোন ব্যবস্থা চালু করেছে। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংটি তার ১০টি জোনের ১৯৮টি শাখার মাধ্যমে মোট ১১১৪টি ফোন বিতরণ করেছে। ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগের আর্থিক সহায়তায় গ্রামীণ ব্যাংক চাঁদপুরে একটি আর্সেনিক দূরীকরণ পাইলট প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আর্সেনিক দূষণ সমস্যা রোধের জন্য জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আর্সেনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিস্তারিত ও দেশভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিলের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে শেয়ার মূলধন, সাধারণ ও অন্যান্য সঞ্চিত, ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত কিছু বিশেষ তহবিল, সদস্যদের আমানত ও অন্যান্য তহবিলের স্থিতি এবং ব্যাংক ও অন্যান্য বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত ঋণ উল্লেখযোগ্য। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ব্যাংকটির গৃহীত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১.৬৪ বিলিয়ন টাকা এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংক, ইফাদ, নোরাড, সুইডিশ সিডা, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ডাচ গ্রান্টলোন, ভিআইসি স্পেন ও ওইসিইএফ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জিম্মায় বন্ড ও ডিভেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এ সকল বন্ড ও ডিভেঞ্চারের ওপর প্রদত্ত সুদের হার ছিল ৪% থেকে ১০%-এর মধ্যে।

১৯৯৯ সালে ব্যাংকটির অর্জিত ৭৬.৯৩ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফার পুরোটাই পুনর্বাসন তহবিল-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে এ ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের মূল্য দাঁড়ায় ২০.৪৭ বিলিয়ন টাকা।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এ ব্যাংকটি সম্প্রসারিত ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন

www.nagorikpathagar.org

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে উচ্চহারে ঋণ আদায়, ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দলের সদস্যগণকে নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য দলের সদস্যগণ কর্তৃক উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মাঠকর্মী কর্তৃক গৃহীত ঋণের যথাযথ ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধ-প্রক্রিয়া সরাসরি তত্ত্বাবধান, পরামর্শসেবা প্রদান ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যানসহ ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। চেয়ারম্যান ব্যতীত ১২ জন পরিচালকের মধ্যে ৯ জন ব্যাংকটির দেশব্যাপী অসংখ্য কেন্দ্রের মহিলা সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত হয়। ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়ে ৮টি বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে হিসাব, প্রশাসন, সংস্থাপন, প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, সার্ভিস, নিরীক্ষা বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়। এছাড়া প্রকৌশল ও উন্নয়ন, নির্মাণ, বিশেষ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা ইত্যাদি কয়েকটি শাখা প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

[এস. এম. মাহফুজুর রহমান]

বাংলাপিডিয়া
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪০৯, মার্চ ২০০৩
খণ্ড-৩

www.nagorikpathagar.org

প রি শি ষ্ট - ২

জোবরা গ্রাম : পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে বাস্তবে

মুহাম্মদ ইউনূস

১৯৭৪ হলো সেই বছর যা আমার অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। সেবার বাংলাদেশ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

উত্তরের প্রত্যন্ত গ্রাম এবং জেলা-শহরগুলো থেকে আনাহার ও মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে লাগল সংবাদপত্রগুলোতে । যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান ছিলাম তা ছিল দেশের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে। প্রথমে আমি এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেইনি। ক্রমশ ঢাকার রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডগুলোতে কঙ্কালসার মানুষের দেখা মিলতে লাগল। ঢাকায় বুভুক্ষ মানুষের ঢল নামল, যা শুরু হয়েছিল এক ক্ষীণধারার মতো।

সর্বত্র অনাহারী মানুষের ভিড়। এমন কি মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হলে উঠল। পুরুষ-নারী ও শিশুদের মধ্যে কোনও তফাত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বৃদ্ধদের দেখাচ্ছিল শিশুর মতো। অন্যদিকে বৃদ্ধদের শিশুদের মতো।

এসব মানুষকে শহরের এক জায়গায় জড়ো করে খাবার দেবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হলো। কিন্তু এগুলোর সামর্থ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল সে ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলো জনগণকে সতর্ক করে চলছিল। গবেষণা কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিল কোথা থেকে এত ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আসছে? তারা জীবিত থাকলে আবার কি নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে? তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা আছে?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথা অনুযায়ী লাশ দাফনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এ মৃতদেহগুলো সংখ্যায় এত বেড়ে যেতে লাগল যে তাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

চেষ্টা করলে এদের না দেখে কারো নিস্তার ছিল না। তারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল একেবারে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে।

www.nagorikpathagar.org

তারা কোনো স্লোগান উচ্চারণ করেনি। তারা আমাদের কাছে কোনো দাবিও পেশ করেনি। আমরা বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তিকর খাবার আহার করছি বলে আমাদের ধিক্কারও দেয়নি। শুধু তারা নিশ্চলভাবে আমাদের দুয়ারে শায়িত ছিল।

মানুষের মৃত্যুর নানা উপায় আছে। কিন্তু অনাহারে মৃত্যু সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে করুণ। কী মর্মান্তিক উপায়ে মৃত্যু। এই পরিণতি খুব ধীরে ধীরে ঘটছিল। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর ব্যবধান কমে আসছিল।

এক পর্যায়ে জীবন মৃত্যুর সাথে এক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেল যে তাদের মধ্যে তফাৎ করাই দুষ্কর হয়ে উঠল। রাস্তায় পড়ে থাকা মা ও শিশু এই পৃথিবীর না অন্য গ্রহের মানুষ তাই যেন সন্দেহ হতে লাগল। মৃত্যু আসছিল এত নিঃশব্দে, এত নিষ্ঠুরভাবে, কেউ যেন তার হাহাকার শুনতেও পাচ্ছিল না।

এত সব ঘটছিল শুধু একজন দুবেলা একমুঠো খেতে পাচ্ছিল না বলে। এত প্রাচুর্যময় জগতে একজন মানুষের অন্নের অধিকার এত মহার্ঘ? চারপাশে আর সবাই যখন উদরপূর্তি করছে তখন তাকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে। ছোট শিশু যে এখন বিশ্বের কোনও রহস্যেরই সন্ধান পায়নি সে শুধু একটানা কেঁদেই চলেছে– শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রয়োজনীয় দুধটুকুর অভাবে। পরের দিন তার সেই কান্নার শক্তিটুকুও আর থাকল না।

***

অর্থনীতির তত্ত্বগুলো কীভাবে সব অর্থনৈতিক সমাধান করে দেয় এই বিষয় ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। এইসব তত্ত্বের সাবলীলতা ও চমৎকারিত্ব আমাকে অভিভূত করত। এখন আমার মনে এক অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি হলো। যখন মানুষ ফুটপাতে ও ঘরের দুয়ারে অনাহারে মরে পড়ে থাকছে তখন এসব সুচারু তত্ত্বের মূল্য কী? ক্লাস ঘরগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছিল সিনেমার ঘরের মতো যেখানে অবাস্তব কল্পনাবিলাসে হরিয়ে যাওয়া যায়। আমরা এখানে জানি নায়ক অবশেষে জয়ী হবেই। এতদিন আমি জানতাম সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার একটা সুন্দর সমাধান রয়েছে। কিন্তু ক্লাস ঘর থেকে বেরিয়েই আমি কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে থাকলাম। এখনে নিরীহ মানুষেরা নির্দয়ভাবে মার খাচ্ছে ও পিষ্ট হচ্ছে। প্রতিদিনের জীবন আরও দুঃসহ খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাদের একমাত্র নিয়তি হচ্ছে অনাহারে মৃত্যুবরণ।

অর্থনীতির এইসব তত্ত্বে কঠোর বাস্তবতার প্রতিফলন কোথায়? অর্থনীতির নামে আমি ছাত্রদের কি করে মনগড়া গল্প শোনাব?

এইসব পাঠ্যপুস্তক, গুরুগম্ভীর তত্ত্ব থেকে আমি নিস্কৃতি পেতে চাইলাম, বুঝলাম শিক্ষার জগত থেকে আমাকে পালাতে হবে। দরিদ্র জনগণের অস্তিত্ব ঘিরে যে কঠিন বাস্তব তা আমি আন্তরিকভাবে বুঝতে চাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের গ্রাম জোবরায় জীবনমুখি অর্থনীতিকে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হলাম।

www.nagorikpathagar.org

কপাল ভালো, জোবরা গ্রাম একদম আমার বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার লাগোয়া। ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন সৈরাচারী শাসনকর্তা হিসেবে। ছাত্র সমাজের প্রতি তার মনোভাব ছিল অত্যন্ত বিরূপ। 'এরাই যত গণ্ডগোলের মূল' এই আশঙ্কায় সব বিশ্ববিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন শহর থেকে বহু দূরে, যাতে ছাত্রদের রাজনৈতিক বিক্ষোভ জনবহুল শহর অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত না করে।

তার শাসনকালে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল জোবরা গ্রামের কাছাকাছি পাহাড় ঘেরা অঞ্চল।

***

স্থির করলাম আমি আবার নতুন করে ছাত্র হব এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় হবে জোবরা গ্রাম, গ্রামবাসীরা হবেন আমার শিক্ষক।

প্রতিজ্ঞা করলাম গ্রাম সম্বন্ধে সব কিছু জানার ও শেখার ঐকান্তিক চেষ্টা করব। মনে হলো একজন গরিব মানুষের জীবনও যদি আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি তো ধন্য হব। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে এটাই হবে আমার মুক্তি। পাখির মতো দূর আসমান থেকে দেখার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর ফলে ছাত্রদের জীবন ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়ে যাচ্ছে। বহু দূর থেকে দেখে গোটা পৃথিবীর জ্ঞান হাতের মুঠোয় মনে করলে মানুষ স্পর্ধিত হবেই। সে অনুমান করতে পারে না যে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলে সব জিনিসকেই ঝাপসা দেখায় এবং তখন প্রকৃত দৃষ্টির অভাব পূরণ করে কল্পিত ধারণা।

আমি চাইলাম সব কিছু একটি কীটের মতো খুব কাছ থেকে দেখতে ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। সোজা পথে কোনও বাধা আসে তো আমি একটি ছোট্ট কীটের মতোই বিকল্প পথের সন্ধান করব এবং ক্রমাগত চেষ্টায় লক্ষ্যে পৌঁছাবই। আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে তুলব।

অসংখ্য অভুক্ত মানুষের যে ঢল নেমেছে ঢাকা শহরের বুকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে চরম অপদার্থ বলে মনে হতে লাগল। শহরের নানা স্থানে সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো খাবার দেবার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিবেশি অঞ্চলগুলো বুভুক্ষু মানুষদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রতিদিন একজনের পক্ষে কতজনের অন্ন জোগানো সম্ভব? আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষ তার করাল ছায়া নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমার ভূমিকাকে অন্যভাবে সংজ্ঞা দিয়ে নিজেকে অপদার্থ ভাবার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবর চেষ্টা করলাম। নিজেকে বোঝালাম যে বহু মানুষকে সাহয্যে করতে না

www.nagorikpathagar.org

পারলেও মাত্র একদিন বা কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও একজন দুর্গতের প্রয়োজনে লাগার ক্ষমতা আমার আছে। সেটাই আমার ক্ষেত্রে হবে বিরাট প্রাপ্তি। শুধুমাত্র তত্ত্ব উচ্চারণ না করে যদি অন্তত একজন মানুষকেও সাহায্য করা যায় তাতেও সার্থকতা। এই ভাবনা আমাকে বিরাট শক্তি দিল। নিজেকে পুনরুজ্জীবিত মনে হলো। আমি যখন জোবরা গ্রামে গরিব মানুষদের পারিবারিক অবস্থা পরিদর্শন করতে শুরু করলাম তখন আমি কী করতে চাই এবং কেন করতে চাই এ সম্বন্ধে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলাম। আমার চিন্তা এত প্রাঞ্জল এর আগে কখনও মনে হয়নি।

***

গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ কোনো সাহায্যে আসতে পারি কি না তা দেখার জন্য আমি জোবরা গ্রামে যাতায়াত শুরু করলাম। আমার সহকর্মী, অধ্যাপক লতিফী আমার সঙ্গে থাকতেন। গ্রামের প্রায় সব পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গ্রামের মানুষজনকে অতি সহজেই আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত।

গ্রামের তিনটি পাড়ায় মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিবারের বাস। বৌদ্ধদের সঙ্গে আলাপ করার সময় আমার সঙ্গে নিতাম আমাদের ছাত্র দীপালচন্দ্র বড়ুয়াকে, জোবরা গ্রামের এক দরিদ্র বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান সে। যে-কোনও কাজে লাগবার জন্য সে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত থাকত।

একদিন লতিফী ও আমি জোবরা গ্রামে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এক মহিলা বাঁশের মোড়া বানাচ্ছিল। জীবনধারণের জন্য কঠোর সংগ্রামের চিহ্ন তার চোখেমুখে।

লতিফীকে বললাম, "আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই"।

গাছগাছালি এবং খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত মুরগি ডিঙিয়ে লতিফী আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। "বাড়িতে কেউ আছেন?" লতিফীর গলায় আত্মীয়তার সুর।

মহিলাটি তার নিচু কড়ের চাল দেওয়া, ধূলোভরা দাওয়ায় বসে সম্পূর্ণভাবে হাতের কাজে মগ্ন হয়েছিলেন। তার দুই হাঁটুর মধ্যে একটি অর্ধসমাপ্ত মোড়া। দুহাতে কঞ্চি মুড়ে মুড়ে তিনি বিনুনি করছিলেন। লতিফীর স্বর শোনামাত্র তিনি কাজ ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লতিফী বলল, "ভয় পাবেন না। আমরা অচেনা কেউ নই। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের শুধু কটা প্রশ্ন করব, আর কিছু না।"

লতিফীর মমত্বপূর্ণ ব্যবহারে আশ্বস্ত হয়ে তিনি মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "এখন বাড়িতে কেউ নেই।"

www.nagorikpathagar.org

তিনি বোঝাতে চাইলেন সেই মুহূর্তে বাড়িতে পুরুষমানুষ অনুপস্থিত। বাংলাদেশের গ্রামে মহিলাদের অনাত্মীয় অচেনা পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ নিন্দনীয়।

দাওয়ায় উলঙ্গ শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করছিল। প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে অবাক চোখে আমাদের জরিপ করছিল। ভাবছিল আমাদের আসার উদ্দেশ্য কি হতে পারে।

মুসলমান পাড়ায় মহিলাদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় আমাদের কথোপকথন করতে হতো চিকের আবডাল থেকে। পর্দা প্রথা অনায়াসে বিবাহিতা নারীকে বাইরের জগৎ থেকে একদম নির্বাসিতের মতো থাকতে হতো। এই নিয়ম চট্টগ্রাম জেলাতে খুব কড়াভাবে পালন করা হতো। সেক্ষেত্রে দোভাষীর মতো কাজ করার জন্য আমি আমার ছাত্রীদের ব্যবহার করতাম।

আমি চট্টগ্রামের মানুষ। স্থানীয় ভাষা আমার জানা। তাই এদের বিশ্বাস অর্জন করা কোনও বাইরের লোকের তুলনায় আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। তা স্বত্ত্বেও কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

আমি বাচ্চাদের ভালোবাসি। মায়ের কাছে তার সন্তানের প্রশংসা করা তাকে সহজ হতে দেবার সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়। আমার মায়ের সন্তান সংখ্যা চৌদ্দ (যার মধ্যে নজন জীবিত আছি)। মায়ের তৃতীয় সন্তান আমি। ভাইবোনদের খাওয়াতে খাওয়াতে ও কাঁথা পালটাতে পালটাতে বড় হয়েছি। বাড়িতে সামান্য অবসর পেলেই আমি ভাইবোনদের কোলে তুলে দোল দিতাম। এই অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে উপকারি ভূমিকা পালন করছিল।

একইভাবে সেখানে শিশুদের একটিকে কোলে তুলে নিলাম। সে কাঁদতে শুরু করল ও প্রাণপণে মার কাছে দৌড় লাগাল। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন।

লতিফী জিজ্ঞাসা করল, “আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?”

জবাব এলো, “তিনজন।”

“চমৎকার ছেলেটি”, আমি বললাম। আশ্বস্ত মা বাচ্চা কোলে করে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। রোগা শরীর, ময়লা রং, চোখ দুটি গভীর ঘন কালো। পরনে তাঁর লাল একটি শাড়ি। লক্ষ লক্ষ মহিলা, যাঁরা অভাবের তাড়নায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতিনিধি মনে হলো তাঁকে।

“আপনার নাম কী?”

“সুফিয়া বেগম।”

আমি কোনও নোটপ্যাড বা কলম সঙ্গে নিইনি পাছে তিনি সন্ত্রস্ত হন। পরের ছাত্রদের সেই ভার দিয়েছিলাম।

“এই বাঁশ কি আপানার নিজের?”

“হ্যাঁ।”

www.nagorikpathagar.org

"কী করে এগুলো জোগাড় করলেন?"

"কিনেছি।"

"কত দাম নিল?"

"পাঁচ টাকা।"

"আপনার পাঁচ টাকা আছে?"

"না, আমি পাইকারদের কাছ থেকে ধার করে আনি।"

"তার সাথে আপনার বন্দোবস্ত কী?"

"দিনের শেষে মোড়াগুলো তার কাছেই বেচতে হবে দেনা শোধ করার জন্য। তারপর যা বাচবে তাই আমার লাভ।"

"কত টাকা একটা বেচেন?"

"পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

"তা হলে আপনার লাভ হলো পঞ্চাশ পয়সা।"

তিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। তার মানে মোট লাভ হলো পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

"আপনি টাকা ধার করে নিজে কাঁচামাল কিনতে পারেন না?"

"হ্যাঁ পারি। তবে মহাজন অনেক সুদ নেয়। যারা ধার নেওয়া শুরু করে তারা আরও গরিব হয়ে যায়।"

"মহাজন কত টাকা সুদ ধার্য করে?"

"ঠিক নেই। কখনও শতে দশ টাকা প্রতি সপ্তাহে। আমার এক প্রতিবেশী তো প্রতিদিন শতে দশ টাকা সুদ দিচ্ছে।"

"তা হলে এত চমৎকার মোড়া বোনার বিনিময়ে আপনার আয় এত কম? প্রতিটিতে পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।"

"হ্যাঁ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের হার এত সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে গ্রহীতা পর্যন্ত খেয়াল করেন না এই রকম চুক্তি শোষণের নামান্তর মাত্র। গ্রাম বাংলায় ধান লাগাবার শুরুতে ধার করা এক মণ ধান ফসল কাটার সময় শোধ দিতে হয় আড়াই মণ ধান দিয়ে।

অন্য আরও পন্থা আছে। জমিকে বন্ধকী হিসেবে ব্যবহার করলে তার পুরো মালিকানা ঋণদাতার দখলে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আসল শোধ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ঋণদাতার অধিকার কায়েম করার জন্য বায়নানামা করা হয়। ধার শোধ কষ্টসাধ্য করে তোলার জন্য ঋণদাতা কিস্তিতে পরিশোধে রাজি থাকেন না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর মহাজন সেই জমি পূর্বনির্ধারিত দামে কিনে নেবার অধিকার লাভ করে। মহাজনের জমিতে বেগার খাটা টাকা পাবার আর এক উপায়।

www.nagorikpathagar.org

দাদন পদ্ধতিতে চাষের জন্য মহাজন অগ্রিম ঋণ দান করেন এই শর্তে যে ফসল তার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী তার কাছেই বিক্রি করতে হবে। বলাবাহুল্য সেই মূল্য বাজার দরের চেয়ে অনেক কম। (সুফিয়া বেগম তাঁর বাঁশের মোড়া দাদন পদ্ধতিতে পাইকারের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন।)

কখনও কখনও সামাজিক কারণে মানুষ দেনা করতে বাধ্য হন। (যেমন মেয়ের বিয়ে, কোনও সরকারি কর্মচারীকে ঘুষ দেওয়া, মামলা লড়া, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের খরচ বহন করা)। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও (যেমন খাদ্য ও ওষুধ জোগাড় বা জরুরি কোনও অবস্থা সামাল দেবার জন্য) মানুষকে ধার করতে হয়।

এই সব পদ্ধতিতে গ্রহীতার পক্ষে ঋণের বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। হয় তাকে আবার কর্জ করতে হয় কেবলমাত্র ঋণ শোধের জন্য। পরিণামে তাদের সামনে একটি পথই খোলা থাকে। তা হল মৃত্যু।

প্রত্যেক সমাজে মহাজনী কারবার রয়েছে। দরিদ্র জনগণকে এদের কবল থেকে উদ্ধার না করতে পারলে কোনও অর্থনৈতিক প্রকল্পই দারিদ্র্যের নিরবচ্ছিন্ন গতিকে রোধ করতে পারবে না।

সুফিয়া বেগম আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার উপায় তাঁর ছিল না। তাঁর রোদে পোড়া শীর্ণ বাদামি হাত দুটি বাঁশের চাঁচরি বুনছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একইভাবে কাজ করে যান তিনি। আমি তাই দেখতে লাগলাম। এটাই তাঁর জীবনধারণের উপায়। খালি পায়ে, রুক্ষ কঠিন মাটির উপর তিনি উবু হয়ে বসেছিলেন। হাতের আঙুলে কড়া, নখগুলো কাদা মেখে কালো হয়ে গেছে।

তাঁর সন্তানেরা কি পারবে দারিদ্র্যের এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে উন্নত কোনও জীবনের সন্ধান পেতে। এই নিদারুণ দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে তাঁর শিশুরা মুক্তি পাবে এই চিন্তা একেবারে অর্থহীন। পেটের ভাত, মাথার উপর ছাদ ও পরনের কাপড় জোটাতেই যখন উপার্জনে কুলোয় না তখন কি উপায়ে তারা স্কুলে যাবে?

"তা হলে সারাদিনের খাটুনির বিনিময়ে এই হলো আয়? পঞ্চাশ পয়সা মাত্র? আট আনা?"

"হ্যাঁ, তাও যেদিন কপাল ভালো থাকে।"

সুফিয়া দিনে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা রোজগার করে এই ভাবনা আমার অনুভূতিকে অসাড় করে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আমরা অনায়াসে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা বলি আর এখানে আমার চোখের সামনে জীবন-মৃত্যুর মতো সমস্যার হিসেব-নিকেশ তৈরি হচ্ছে মাত্র ক'টা পয়সার দ্বারা। কোথাও ভীষণ ভুল হচ্ছে। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এই মহিলার বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয় না? নিজের উপর ভীষণ ধিক্কার জাগল আমার। রাগ হলো গোটা পৃথিবীর উপর, যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। কোথাও আশার আলো নেই, সমাধানের কোনও সূত্র পর্যন্ত নেই।

www.nagorikpathagar.org

সুফিয়া বেগম নিরক্ষর হলেও তাঁর কর্মদক্ষতার অভাব নেই। তিনি যে জীবিত আছেন– আমাদেরই সামনে বসে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, সব রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নীরবে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সেটাই প্রমাণ করে তিনি অন্তত একটি ক্ষমতার অধিকারী, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অসাধারণ দক্ষতা।

দারিদ্রের ইতিহাসও পৃথিবীর ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। সুফিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির কোনও সুযোগই নেই। কিন্তু কেন? উত্তর আমার জানা ছিল না। চারপাশে অগণিত গরিব মানুষের মধ্যেই আমরা বড় হই। অথচ কখনও প্রশ্ন করি না কেন তারা গরিব। আমার মনে হলো চিরাচরিত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি যে তা সুফিয়ার উপার্জন নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর রোজগার নিয়মিতভাবে এমনই কম থাকে যাতে তার এক পয়সাও সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। তঁঝার আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি কোনওক্রমে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাই তাঁর সন্তানেরা দারিদ্র্যের অভিশাপের মধ্যে কাল কাটায়। বাঁচার জন্য শুধু দুমুঠো অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে যায়। যেমন তাঁর পূর্বপুরুষেরা যুগে যুগে করে এসছে।

মাত্র পাঁচ টাকার অভাবে কেউ এত কষ্ট সহ্য করছে তা কখনও শুনিনি। এটা আমার কাছে অসম্ভব ও অসহনীয় মনে হলো। আমি কি সুফিয়াকে মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজের পকেট থেকে দেব? সেটা খুবই সহজ, একেবারে জটিলতামুক্ত।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার অর্থনীতি বিভাগ, বিশ্বজুড়ে সমস্ত অর্থনীতি বিভাগ এবং হাজার হাজার বুদ্ধিদীপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপকেরা কেন এই গরিবদের বুঝতে চেষ্টা করেননি? সত্যিই যাদের সাহায্যের দরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি কেন?

সুফিয়াকে অর্থ সাহায্য দেবার অদম্য ইচ্ছা আমি সংরবরণ করলাম। তিনি আমার দয়ার প্রত্যাশী নন। সেটা কোনও চিরস্থায়ী সমাধানও নয়।

***

চারদিকে মানুষ কাজ করছে। কেউ ক্ষেতে লাঙল চষছে, কেউ রিকশা সারাচ্ছে, কেউ লোহা পেটাই করছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষের দৈহিক শ্রমের বিরাম নেই। তাদের শারীরিক শক্তি ও কর্মতৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করে।

গাড়ি নিয়ে লতিফী ও আমি পাহাড়ের উপর আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। শেষ বেলার নরম আলোয় আমরা বাগানে পায়চারি করতে লাগলাম।

পাহাড়ে ওঠানামা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমার পায়ের তলায় উপযুক্ত পরিমাণ খাঁজ না-থাকার কারণে কোনওদিনই আমি খেলোয়াড় হতে পারিনি। খুব ছোটবেলায় নেহাতই খেলার ছলে সাঁতার শিখেছিলাম। ডাক্তাররা বলতেন আমি যথেষ্ট ব্যায়াম করি না। সেইজন্য সর্বত্র আমি পায়ে হেঁটে চলতাম। বন্ধুরা কেবলই শরীরের প্রতি নজর দিতে উপদেশ দিত কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় করার মতো সময় বা উৎসাহ কোনওটাই আমার ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

আমি চিন্তা করছিলাম সরকারের আশ্বাস ও সত্যিকারের বাস্তবতার ফারাকের কথা। বিশ্বমানবাধিকার সনদ বলছে,

"প্রতি মানুষেরই তার ও নিজের পরিবারের সকলকে নিয়ে এক ন্যূনতম নির্দিষ্ট মানে সুস্থ সবল থাকার অধিকার আছে। এর অন্তর্গত হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবার সুযোগ। বেকারত্ব, অসুখ, প্রতিবন্ধকতা, বৈধব্য, বার্ধক্য, জীবিকার অনিশ্চয়তা ও অপ্রতুলতা- ইত্যাদি সেসব অবস্থার উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই- সেই সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবার অধিকার তার আছে।"

এই ঘোষণাটি এও দাবি করে যে এই অধিকার সম্বন্ধে সদস্য দেশগুলো অবহিত থাকবে। দারিদ্র্য এমনই এক সামাজিক অবস্থা যা একটি দুটি নয়, সমস্ত মানবিক অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়। একজন দরিদ্র মানুষের জানার কোনও অধিকারই নেই সরকার কোন কাগজে সই করছেন বা কোন আমলা তার জাবদা খাতায় কী লিখছেন।

সুফিয়ার দৃষ্টি দিয়ে আমি সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। নিজেকে একটি কীট হিসেবে কল্পনা করলাম আমি এবং আমার সামনে দাঁড়ানো বিপুল বাধা অতিক্রম করার পথ খুঁজলাম। একজন কীভাবে বাঁশ কেনার খরচ জোগাড় করবে? এই বাধা অতিক্রম করার জন্য যে-কোনও পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সুফিয়ার সমস্যার কোনও সমাধান আমার জানা ছিল না। তাঁর কেন এত দুর্ভোগ তা আমি সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করলাম। তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কারণ বাঁশের দাম পাঁচ টাকা এবং তাঁর প্রয়োজনীয় নগদ টাকা নেই। তাঁর যন্ত্রণাময় জীবন একটা কঠিন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে- মহাজনের কাছে ধার নেওয়া ও তাকেই হাতের কাজ বিক্রি করা। এই চক্র থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না। এইভাবে ভাবলে সমাধান বার করা খুবই সহজ। আমাকে শুধু তাঁকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হবে।

এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিশ্রম এক কথায় পারিশ্রমিকহীন। সোজা ভাষায় তিনি বেগার শ্রমিক বা ক্রীতদাস মাত্র। ব্যবসাদার বা মহাজন সব সময় চেষ্টা করছে কাঁচামালের দামের সঙ্গে যৎসামান্য পারিশ্রমিক সুফিয়াকে দিতে যাতে তিনি শুধুমাত্র মৃত্যুকে রুখতে পারবেন। কিন্তু আজীবন ধার তাঁকে করে যেতেই হবে।

আমি বিবেচনা করতে শুরু করলাম। সুফিয়া যদি কাজ শুরু করবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা হাতে না পায় তো বেগার শ্রমিক হিসেব তাঁর ভূমিকা কোনওদিনই পাল্টাবে না। ঋণই একমাত্র তাঁর সেই টাকা পাবার রাস্তা। তা হলে খোলা বাজারে তাঁর তৈরি মাল বিক্রি করতে কোনও বাধা থাকবে না। কাঁচামাল ও প্রাপ্ত দামের মধ্যে গ্রহণযোগ্য লাভও থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

***

পরের দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাইমুনাকে ডেকে পাঠালাম। ও আমার জরিপ কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। জোবরা গ্রামে সুফিয়ার মতো এরকম কতজন মানুষ মহাজনের কাছে ধার নিতে বাধ্য হচ্ছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বললাম মাইমুনাকে।

এক সপ্তাহের মধ্যে তালিকা তৈরি হলো। বিয়াল্লিশজন মানুষের নাম পাওয়া গেল যাঁরা মোট ৮৫৬ টাকা ধার করছেন।

"হায় আল্লাহ, এতগুলো মানুষের জীবনে এত দুর্দশা মাত্র ৮৫৬ টাকার অভাবে।"

মাইমুনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই আমরা সেই হতভাগ্যদের চরম দুর্দশার কথা ভেবে অসম্ভব যন্ত্রণায় স্তম্ভিত হয়ে রইলাম।

***

এই সমস্যাটি ভুলে যাওয়া চলবে না। সেই বিয়াল্লিশজন শক্তসমর্থ, কঠোর পরিশ্রমী মানুষের সাহায্যে আসবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। একটি কুকুর যেমন পুরো স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত হাঁড় চিবিয়েই চলে আমিও তেমন এই সমস্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্লেষণ করে চললাম। ৮৫৬ টাকা ঋণ যদি এমন ঋণ হয় যা তাদের নিজের তৈরি মাল যাকে খুশি বেচবার সুযোগ করে দেবে, তবেই তারা তাদের সম্ভাব্য উচ্চতম মূল্য পাবে। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে আর তাদের বিকিয়ে থাকতে হবে না।

ঠিক করলাম তাদের আমি ৮৫৬ টাকা ধার দেব। তারা আমাকে সুবিধা অনুযায়ী তা ফেরত দেবে।

সুফিয়ার ঋণ দরকার। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁর কোনও অবলম্বন নেই। পারিবারিক কর্তব্য সাধনের জন্য, জীবিকার জন্য (মোড়া বানানো) ও চরম বিপর্যয়ের মুখে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তা তাঁর একান্ত দরকার।

দুর্ভাগ্যবশত গরিবদের ঋণ দানের জন্য তখনও পর্যন্ত কোনও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। চালু প্রতিষ্ঠানগুলোর ভ্রান্ত নীতির জন্য ঋণের বাজার পুরোপুরি মহাজনদের কবলিত হয়ে গেছে। এই তথাকথিত নিয়মনিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দারিদ্র্যের একমুখি বিশাল স্রোত তৈরিতে সাহায্য করেছে।

মানুষ অপদার্থ বা অলস বলে দরিদ্র নয়। তারা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারা গরিব শুধুমাত্র এইজন্যে যে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য কোনও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব নেই। এটা একটা সাংগঠনিক সমস্যা। কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। মাইমুনার হাতে ৮৫৬ টাকা দিয়ে আমি বললাম, "আমাদের তালিকার ৪২ জনকে এই টাকা ধার দিয়ে এসো, যাতে তারা মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারে ও নিজেদের তৈরি জিনিস ভালো দামে বেচতে পারে।"

www.nagorikpathagar.org

মাইমুনা জিজ্ঞেস করল, "কখন তারা আপনাকে টাকা ফেরত দেবে?"

"যখন পারবে, কোনও তাড়া নেই।" আমি উত্তর দিলাম, "যখন তাদের তৈরি মাল বিক্রি করা সুবিধাজনক হবে, আমি তো আর মুনাফালোভি সুদের কারবারি নই।" ঘটনা এভাবে মোড় নেওয়ায় মাইমুনা হতবুদ্ধি হয়ে চলে গিয়েছিল।

***

সাধারণত বালিশে মাথা ঠেকানো মাত্রই আমার চোখের পাতা বুজে আসে। সে রাতে আমার কিছুতেই ঘুম এলো না এই লজ্জায় যে আমি সেই সমাজেরই একজন, যে সমাজ ৪২ জন সবল, পরিশ্রমী ও দক্ষ মানুষকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্র ৮৫৬ টাকার মতো সামান্য অর্থের সংস্থান করতে পারে না।

আমি মাত্র ৮৫৬ টাকা ধার দিয়েছি। এটা ব্যক্তিগত দরদ ও ভাবাবেগপ্রসূত সমাধান মাত্র। আমি যা করেছি তা একেবারেই নগণ্য–এই চিন্তা তার পর কয়েক সপ্তাহ আমাকে ক্রমাগত তাড়িত করেছিল। গোটা সমস্যার একটা প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিভাগীয় প্রধানের পিছু ধাওয়া করার চেয়ে একজন হতদরিদ্র অভাবী মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন সহজতম উপায়ে মূলধনের সন্ধান পাওয়া। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চিন্তাভাবনা সাময়িক ও ভাবাবেগের পর্যায়ে থাকবে। এটা প্রতিষ্ঠান লাগবে যার উপর তারা নির্ভর করতে পারেন।

একজন গরিব মানুষের পক্ষে পাহাড়ি পথ বেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। ক্যাম্পাসের গেটের রক্ষী পুলিশই তাদের ঢুকতে বাধা দেবে। পুলিশ মনে করবে ব্যাটা চুরির মতলবেই এসেছে।

কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা কী?

ঠিক করলাম স্থানীয় ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ম্যানেজারকে অনুরোধ করব গরিব মানুষদের ধারের ব্যবস্থা করার জন্য। মনে হলো তা স্বাচ্ছন্দে করা যাবে।

***

এ থেকেই সব কিছুর সূত্রপাত। একজন মহাজন হয়ে উঠবার কোনও বাসনাই আমার ছিল না। কাউকে ধার দিয়ে মহৎ হবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি চাইছিলাম সমস্যার আশু সমাধান। আজ অবধি আমার ও গ্রামীণ ব্যাংকের সব সহকর্মীর সেই একই স্থির লক্ষ্য– দারিদ্র সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি। এই সমস্যা মানবাত্মাকে গ্লানি ও অপমান ছাড়া কিছুই দেয় না।

[গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন
মুহাম্মদ ইউনূস
প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। ২০০৪ থেকে অংশ বিশেষ]

www.nagorikpathagar.org

প রি শি ষ্ট - ৩

গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে সমালোচকদের কিছু প্রশ্ন এবং প্রকৃত তথ্য

ইউনূস সেন্টার

আগস্ট ২৮, ২০১২

গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে সমালোচকদের কিছু প্রশ্ন এবং প্রকৃত তথ্য

সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংক, কোম্পানি ও প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে এবং মিডিয়ায় নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। হয়তো তথ্য না-জানার কারণে অনেক কাল্পনিক তথ্য তৈরি করে তীব্র ভাষায় সমালোচনায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। এতে দেশের মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

দেশের মানুষের জ্ঞাতার্থে, সমালোচকদের আলোচনার সুবিধার্থে গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ কোম্পানি ও প্রফেসর ইউনূস সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন সম্প্রতি উত্থাপিত হয়েছে তার প্রকৃত তথ্য আমরা সংকলিত করে দিলাম। আশা করি এই তথ্যগুলো মানুষের মনে কোনো বিভ্রান্তি থাকলে তা দূর করবে এবং আলোচনাকে বস্তুনিষ্ঠ করতে সাহায্য করবে।

গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ কোম্পানি ও প্রফেসর ইউনূস সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মত ভুল বা বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে যাতে না-হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকলে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।

এখানে যে তথ্যগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকাশনায় আছে, সংশ্লিষ্ট সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাছেও আছে। সেখান থেকে আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রয়োজনে ইউনূস সেন্টারের সাথেও যোগাযোগ করা যাবে।

নিবেদক

ইউনূস সেন্টার

যোগাযোগের ঠিকানা :
ফোন : ৮০১৫৭৫৫

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : সরকার গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে তদন্ত করতে চাইলে তাতে এত বাধা বা সমালোচনা হচ্ছে কেন? নোবেল লরিয়েট বলে তিনি কী তদন্তের উর্ধ্বে?

উত্তর : সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তদন্ত করা হয় যখন সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নানা দুর্নীতির অভিযোগ ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। গ্রামীণ ব্যাংক একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান বলেই সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে ব্যাংক নিবিড়ভাবে গ্রামীণ ব্যাংক পরিদর্শন করেছে। প্রতি বছর দুটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অডিট ফার্মও গ্রামীণ ব্যাংক অডিট করে এসেছে। কোনো অডিট টিম কোনো অনিয়ম নিয়ে কোনোদিন প্রশ্ন তোলেনি। তাছাড়া সরকার প্রধান সংসদে, সংসদের বাইরে এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন যা বিদ্বেষমূলক বলে মনে হয়েছে অনেকের কাছে। অন্যদিকে সরকার প্রধানের এমন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগা কি স্বাভাবিক নয়? এই তদন্ত কি তাঁর মন্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হবে না? শুধু এই কারণেই বিভিন্ন সুধীজন এই তদন্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্য কোনো কারণে নয়।

নোবেল বিজয়ী বলে তিনি তদন্তের উর্ধ্বে নন। যারা আপত্তি তুলেছেন তারা এই তদন্ত বিদ্বেষমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে এই ধারণা নিয়েই আপত্তি তুলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, "আমি সংবিধানের সংরক্ষণ, সমর্থন নিরাপত্তা বিধান করিব, এবং ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব"। আচরণ নিয়েই সমস্যা, তদন্ত নিয়ে নয়। বাস্তবে এই আচরণ থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে তার প্রতিবাদ করা কি সকল নাগরিকের কর্তব্য নয়?

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংক তো একটি সরকারি ব্যাংক। সরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে প্রফেসর ইউনূস একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি সরকারি কর্মচারী হিসেবে সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলেননি কেন?

উত্তর : বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামীণ ব্যাংককে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগের কোনো সরকার, এমন কি আগের আওয়ামী লীগ সরকারও কোনদিন এরকম দাবি করেনি। গ্রামীণ ব্যাংক ৯০ সালের পর থেকে বেসরকারি ব্যাংক হিসেবেই কাজ করে এসেছে এখন এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে আগের ধারণাকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান দাবির মূল কারণটি হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করা হয় যে গ্রামীণ ব্যাংক সরকারি আইনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারি বিধিবদ্ধ সংস্থা।

১৯৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশের সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংককে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে এর ভিত্তিতে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং গ্রামীণ ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। এতে কেউ আপত্তি করেনি। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এক্সটারনাল অডিটর বা অন্য কারো কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন আসেনি।

আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানাই শুধু বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি (বর্তমানে ৯৭%), ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি লক্ষণ হলো যে তার রুলস এবং রেগুলেশোন তৈরি করার সময় সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। ১৯৯০ সালের সংশোধনীর পর গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে এমন বিধান রাখা হয়নি।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকার সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশ দিতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে এমন বিধান রাখা হয়নি।

ফলে গ্রামীণ ব্যাংক মূলত বেসরকারি মালিকানায় এর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রণীত প্রবিধান দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। এই ব্যাংকের কর্মচারীরা ব্যাংকের নিজস্ব নিয়মে (বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী) চাকরি করে। বেতনের স্কেলসহ চাকুরির সকল সুযোগ-সুবিধা বোর্ড ঠিক করে দেয়। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা দশ বছর পূর্তির পর যেকোনো সময় গ্র্যাচুইটি ও পেনশনসহ অবসর নিতে পারে যা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো সময়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। এই প্রতিষ্ঠানে বোর্ডই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকার নিজেই সরকারের কাছে কোনো ক্ষমতা রাখেনি। এ কারণেই গ্রামীণ ব্যাংক তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বোর্ড নিয়োগ দেয়। বোর্ডকে সে ক্ষমতা আইনে দেওয়া আছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগ ও দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধান গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে সন্নিবেশিত আছে। আইনানুযায়ী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচাষলক পর্ষদ কর্তৃক দেওয়া শর্তাধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার নিয়োগের জন্য কোনো বয়সসীমা নির্ধারিত নেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের মতো পৃথক আইনে সৃষ্ট আরেকটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যায়। সেটি হলো এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন

www.nagorikpathagar.org

(এ.ইউ.ডব্লিউ)। গ্রামীণ ব্যাংক যেরূপ একটি বিশেষ আইনবলে সৃষ্টি হয়েছে। সেরূপ চট্টগ্রামে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ও একটা বিশেষ আইনে সৃষ্টি হয়েছে। এ.ইউ.ডব্লিউ সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। এর কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারী নন। এর ভাইস-চ্যান্সেলরও সরকারি কর্মচারী নন। তাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগুলো মেনে চলতে হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংক সরকারি না বেসরকারি এটা নিয়ে একাডেমিক আলোচনা হতে পারে। মুখ্য বিষয় হচ্ছে ২০১১ সাল পর্যন্ত এটা বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে চলেছে। এটা নিয়ে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, কারো মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না বলেই গ্রামীণ ব্যাংক তার কার্যক্রমে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এখন যদি এটাকে সরকারি পরিচয় ধারণ করে তার চরিত্র সংশোধন করে চলতে বলা হয় তাহলে এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই হলো মূলকথা।

যদি আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন যে বর্তমানে যে আইন আছে তাতে এটা বেসরকারিভাবে চলার কোনো উপায় নেই, এতদিন ভুল করে বেসরকারিভাবে চলেছিল, তাহলে আইন সংশোধন করে এটাকে সম্পূর্ণ বেসরকারি করে ফেলতে হবে। এর আর কোনো গত্যন্তর নাই। এরকম আইন করে দিলে গ্রামীণ ব্যাংক মজবুত, স্থায়ী হিসেবে চলতে পারবে। জাতীয় প্রয়োজনে তাই করতে হবে। সরকারি ব্যাংক হিসেবে চলতে গেলে এটা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংক তো সরকারের অর্থে চলে। তাছাড়া বিদেশ থেকেও গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য শত শত কোটি টাকা আসে। এই টাকা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখা কি সরকারের কর্তব্য নয়?

উত্তর : না, গ্রামীণ ব্যাংক সরকারের অর্থে চলে না। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই চেষ্টা হচ্ছিল যেন ব্যাংকটি কেবলমাত্র সদস্যদের মালিকানায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার এটাতে রাজি হয়নি। জন্মকালে (১৯৮৩ সালে) গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের শেয়ার ৬০% ছিল। প্রফেসর ইউনূস ৬০% সরকারি মালিকানায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় মোটেও রাজী ছিলেন না। তাঁকে বুঝানো হলো যে, ব্যাংক চালু হয়ে গেলে এটা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হবে। ১৯৮৬ সালে সেটা করা হয়েছিল। ৭৫% শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল অধ্যাদেশ সংশোধন করে। প্রফেসর ইউনূস সরকারের শেয়ারের অংশ টোকেন অংশীদারিত্ব হিসেবে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। যার ফলে সরকার ২০০৮ সালে ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সরকারের শেয়ার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনে এবং বোর্ডের

www.nagorikpathagar.org

চেয়ারম্যান নিয়োগ বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করে। পরে বর্তমান সরকার তা সংসদে পেশ করে আইনে পরিণত না করায় সরকারের শেয়ার পূর্বের মতো ২৫ শতাংশে ফিরে গেছে। চেয়ারম্যানের নিয়োগ সরকারের কাছে থেকে গেছে।

সরকার ব্যাংকের জন্মকালে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছিল। এখনো সরকারের মোট শেয়ারের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সোনালী ব্যাংক ও কৃষি প্রত্যেকে ৩০ লক্ষ টাকা করে মোট ৬০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছে। ফলে সরকারের মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। জন্মের পর থেকে সরকারি গ্রামীণ ব্যাংককে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বেশি আর কোন টাকা দেয়নি। সরকার তার মূলধনের পরিমাণ না বাড়ানোতে কার্যত সরকারের মালিকানা ৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

সরকারের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক বিদেশি ঋণ ও অনুদান নিয়েছে। বিদেশি ঋণ ও অনুদান নেবার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের উপর সময় সময় চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেসব তথ্য বিভিন্ন প্রকাশনায় লিপিবদ্ধ করা আছে। যেসব বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছিল তা চুক্তি মোতাবেক শোধ করে দেওয়া হয়েছে। ঋণ পরিশোধে গ্রামীণ ব্যাংক কোন সময় একদিনের জন্য বিলম্ব করেনি।

১৯৯৫ সালে গ্রামীণ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আর বিদেশি ঋণ বা অনুদান নেবে না। চালু ঋণ/অনুদানগুলো ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর থেকে গ্রামীণ ব্যাংক আজ পর্যন্ত কোনো বিদেশি ঋণ বা অনুদান নেয়নি। সরকারি অনুদান গ্রামীণ ব্যাংক কোনোকালেও নেয়নি।

গ্রামীণ ব্যাংকের মূলধনের প্রধান উৎস সদস্যদের শেয়ার কেনা বাবদ অর্থ। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। সরকার কর্তৃক বেধে দেওয়া মূলধনের সর্বোচ্চ সীমা ২০০৮ সালের পূর্বে কম ছিল বলে, গ্রামীণ ব্যাংক কোনো সদস্যকে একটির বেশি শেয়ার দিতে পারেনি। যদিও সদস্যদের ইচ্ছা তারা বেশি করে শেয়ার কিনবেন, কারণ গ্রামীণ ব্যাংক শেয়ার প্রতি ২০% থেকে ৩০% মুনাফা দিয়ে থাকে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংকের ৮৪ লক্ষ সদস্য কী ব্যাংকের প্রকৃত শেয়ার হোল্ডার? নাকি সব ভুয়া?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের অধিকাংশ সদস্য ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার। শেয়ার কিনেছেন এমন সদস্যের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ। মোট সদস্য ৮৪ লক্ষ। যারা শেয়ার এখনো কিনেননি তারা ক্রমান্বয়ে কিনবেন। এজন্য কোনো তাড়া দেওয়া হয় না। সম্মিলিতভাবে সদস্যরা ৯৭% শেয়ারের মালিক। আরো

www.nagorikpathagar.org

সদস্য শেয়ার কিনতে থাকলে সদস্যদের মালিকানা ৯৭%-এর উপরে চলে যেতে থাকবে।

প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। সদস্যের সঞ্চয়ী হিসেবে ১০০ টাকা জমলে তা দিয়ে তিনি ১০০ টাকা দামের একটি শেয়ার ক্রয় করেন। তিনি শেয়ার কেনা বাবদ ১০০ টাকা ব্যাংকের শেয়ার খাতে জমা দিয়েছেন এ মর্মে সেটা সদস্যের পাস বইতে লিখে দেওয়া হয়। এর ফলে শেয়ার হোল্ডার রেজিস্টারে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রেজিস্টার থেকে পরিচালক নির্বাচনের সময় ব্যাংকের ভোটার তালিকায় তার নাম তোলা হয়।

প্রশ্ন : যদি শেয়ার হোল্ডার থেকে থাকে, তবে কোনোদিন তাঁদেরকে ডিভিডেন্ড দেওয়া হলো না কেন? মুনাফার টাকা কী প্রফেসর ইউনূস এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিরা তাহলে হজম করে ফেলেছেন?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংক বরাবর শেয়ার হোল্ডারের ডিভিডেন্ট দিয়ে এসেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রত্যেক সদস্য যেকোনো সময় ১০০ টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শেয়ার কিনতে পারেন। ৮৪ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৫৫ লক্ষ ঋণ গ্রহীতা এ পর্যন্ত শেয়ার কিনেছেন। এর মাধ্যমে তারা ৫৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনে ৯৭ শতাংশ মূলধনের মালিক হয়েছেন। সরকার ও সরকারি ব্যাংক ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে ৩ শতাংশ শেয়ারের মালিক।

এ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক সরকারকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার শেয়ারের বিনিময়ে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, সোনালী ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংককে প্রত্যেককে ৩০ লক্ষ টাকার শেয়ারের বিনিময়ে ৬৩ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে।

সদস্যরা ৫৫ কোটি টাকার শেয়ারের বিনিময়ে ৭৭ কোটি টাকা লভ্যাংশ পেয়েছেন (সদস্যরা তুলনামূলকভাবে কম পেয়েছেন, যেহেতু ২০০৬ সালের পরবর্তী সময়ে যারা শেয়ার কিনেছেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মেয়াদে লভ্যাংশ পেয়েছেন)। প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি বছর লভ্যাংশ তার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে বাৎসরিক হিসাব অনুমোদন করার সময় বছরের অর্জিত মুনাফা কীভাবে বণ্টন করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুনাফার কী পরিমাণ অংশ ডিভিডেন্ট হিসেবে শেয়ার মালিকদের কাছে বণ্টন করা হবে সে বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের মুনাফার পরিমাণ লভ্যাংশ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত না থাকায় ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি। ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সরকারের দেওয়া শর্ত পূরণের জন্য ডিভিডেন্ট প্রদান

www.nagorikpathagar.org

সম্ভব হয়নি। ডিভিডেন্ড প্রদান না করে সকল মুনাফা পুনর্বাসন তহবিলে প্রদানের শর্তে সরকার গ্রামীণ ব্যাংককে আয়কর অব্যাহতি প্রদান করে এজন্য বোর্ড ডিভিডেন্ড প্রদান করতে পারেনি। ২০০৬ সাল থেকে সরকারের এই শর্ত রহিত হওয়ার পর বোর্ড ২০০৬ সালে ১০০%, ২০০৭ সালে ২০% এবং ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে প্রতি বছর ৩০% হারে লভ্যাংশ প্রদান করেছে। মুনাফার পরিমাণ কম হলে গ্রামীণ ব্যাংক যাতে একই হারে মুনাফা বণ্টন করে যেতে পারে সেজন্য "মুনাফা সমতা আনয়ন তহবিল (Dividend Equalization Fund)" গঠন করেছে। ২০১০ পর্যন্ত এই তহবিলে ৬৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জমা আছে। গ্রামীণ ব্যাংক যেহেতু প্রফেসর ইউনূস বা তাঁর সহকর্মীদের কোনো শেয়ার নেই তাঁরা গ্রামীণ থেকে কোনো লভ্যাংশ নিতে পারেন না। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে তাঁরা শুধু বেতনভাতা পান। শুধু সেটুকুই তাঁরা নিয়েছেন।

প্রশ্ন : সরকারের আইন অনুসারে ৬০ বছর বয়সের পরও প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে থেকেছেন। এটা কী বেআইনি কাজ হয়নি? এই অতিরিক্ত সময়ে বেতন-ভাতা গ্রহণও কী বেআইনি নয়?

উত্তর : ১৯৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানা বিন্যাস পরিবর্তন হয়ে সরকারের মালিকানা ৬০% থেকে কমে ২৫% এবং ব্যাংকের সদস্যদের মালিকানা ৪০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫%-এ উন্নীত হয় এবং মালিকানা বিন্যাস পরিবর্তন হয়ে সরকারের মালিকানা হ্রাস পাওয়ায় অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। সংশোধিত অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়ার পূর্বানুমতি দানের অনুরোধ জানিয়ে ১৪-০৮-১৯৯০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৫-০৮-১৯৯০ তারিখে চিঠি দিলে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের বিষয়ে পূর্বানুমোদন দেয়। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক তার অনুমোদন পত্রে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পদে নিয়োগের বেলায় কোনো বয়সসীমা উল্লেখ করেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন পত্রের ধারাবাহিকতায় কোনো বয়সসীমা উল্লেখ না করে তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

www.nagorikpathagar.org

পদে কর্মরত অবস্থায় জুলাই ২০, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালকমণ্ডলির ৫২তম সভায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর অবসর গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করেন। পরিচালকমণ্ডলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যতদিন পর্যন্ত পরিচালকমণ্ডলি অন্য কোনো সিদ্ধান্ত না নেবে ততদিন পর্যন্ত প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে বহাল থাকবেন।

উল্লেখিত পর্ষদ সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে একটি রেগুলেশন তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত রেগুলেশনেরও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের জন্য কোনো বয়সসীমা আরোপ করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংকের উপর ৩১-১২-৯৯ তারিখের স্থিতিভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে। গ্রামীণ ব্যাংকের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৯ সালের স্থিতিভিত্তিক বিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনিস্পত্তিকৃত কিছু বিষয়ের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩ জন এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ৩ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ১৫-০১-২০০১ তারিখে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনের কতিপয় অনুচ্ছেদ নিস্পত্তি হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কতিপয় অনুচ্ছেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংক যাচিত ডকুমেন্টসমূহের কপি সরবরাহ করলে আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। সে প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংক ১৬-০১-২০০২ তারিখে যাচিত ডকুমেন্টসহ পুনঃপরিপালন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ব্যাপারে আপত্তির বিষয়টি নিস্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এ সময় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বয়স ছিল ৬১ বছর ৬ মাস। অর্থাৎ তাঁর বয়স এ সময় ৬০ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ বিষয়ে ঘটনাত্তোর অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তারা বলেননি। এর ফলে নিস্পত্তি হয়ে যাওয়া এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী কোনো বিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদনেই এ প্রসঙ্গটি আর কখনোই আসেনি।

উল্লেখ্য যে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই প্রফেসর ইউনূসের বয়স ষাট বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাঁর বয়স নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেনি। মোট ১১ বছরে এটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আর কোনো প্রশ্ন তোলেনি। ২০১১ সালে প্রশ্ন তোলা হলো। প্রফেসর ইউনূস আদালতে গেলেন। আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করল না এই বিবেচনায় যে তাঁর প্রতিকার চাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

Locus Standi নেই, অর্থাৎ আবেদন করার যোগত্য নাই। তিনি আপিল বিভাগে গেলেন। সেখানেও তাঁর আবেদন একই যুক্তিতে অগ্রাহ্য হলো। তিনি এরপর পদত্যাগ করলেন।

তিনি যে ১১ বছর দায়িত্ব পালন করলেন এটা কি তাঁর অপরাধ, নাকি যারা তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিলেন তাদের অপরাধ, নাকি যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মতি দিয়ে এই নিয়োগকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন তাদের অপরাধ, এটা স্থির করতে হবে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ডে কতজন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন? তারা কারা? কীভাবে তারা বোর্ডে আসেন?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের আইন অনুসারে বোর্ডে নয়জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রামীণ ব্যাংক নির্বাচন বিধিমালা তৈরির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের নয়টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতি নির্বাচনী এলাকায় তিন স্তরে নির্বাচন হয়। নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। যারা শেয়ার কিনেছেন শুধু তারাই ভোটার তালিকায় স্থান পান।

প্রত্যেক স্তর থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। প্রথম স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মিলে দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচনে ভোটার হন। দ্বিতীয় স্তর থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধিরা মিলে তৃতীয় স্তরের প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদ যাঁকে নির্বাচিত করেন তিনিই ঐ নির্বাচনী এলাকার বোর্ড সদস্য হিসেবে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হন। যিনি শেষ পর্যন্ত বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হলেন তাঁকে তিন স্তরের প্রতিটি স্তর থেকে নির্বাচিত হয়ে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত নির্বাচিত হতে হয়। খুবই কঠিন একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁকে বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হতে হয়। বিভিন্ন গুণাবলি যাচাই করে প্রতি স্তরের ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত তার একটি প্রমাণ হলো : গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩ জন সদস্য গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৪০২২ জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। উপজেলা নির্বাচনে ৯৮ জন সদস্য মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন, একজন সদস্য উন্মুক্ত আসনে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে সহযোগিতা করে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। উপজেলা নির্বাচনে ৯৮ জন সদস্য

www.nagorikpathagar.org

মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন, একজন সদস্য উন্মুক্ত আসনে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। একজন পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮৪ জন পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

তাছাড়া সদস্যদের স্বামী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৪৭ জন উপজেলা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ২৪৮ জন পৌর কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

এ সংখ্যা হলো যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের সংখ্যা। যাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেননি তাঁদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশি।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নেতৃত্ব দান প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তাঁদের সবাইকে যত অবলা নারী চিন্তা করে কথাবার্তা হচ্ছে, তাঁরা মোটেই তা নন।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে নির্বাচিত মহিলা পরিচালকরা কি প্রফেসর ইউনূসের হাতের পুতুল নয়? বোর্ড সভায় তাঁরা কী কোনো ভূমিকা পালন করেন?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ডে সিদ্ধান্তের জন্যে খুব রুটিন বিষয় আসে। বোর্ড সভায় কোনো ঋণ প্রস্তাব করার প্রয়োজন হয় না। ঋণ প্রস্তাব সাধারণত শাখা এবং এরিয়া পর্যায়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বোর্ডে শুধু নীতি বিষয়ক প্রস্তাব আনা হয়, বাজেট আনা হয়, পরিকল্পনা আনা হয়। বোর্ড সদস্যরা বোর্ড সভায় অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে সকল বিষয়ে তাদের মনোভাব, প্রশ্ন ও অভিমত প্রকাশ করেন। নির্বাচিত বোর্ড সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বোর্ড সমভায় গ্রামীণ ব্যাংকের বহু নীতির পরিবর্তন হয়েছে এবং বহু নতুন নীতি প্রণীত হয়েছে।

নির্বাচিত সদস্যরাই পরিচালনা পর্ষদের মূল প্রাণশক্তি। চেয়ারম্যান ও সরকারি সদস্যরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই সম্মিলিতভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে করে থাকেন। বোর্ডের মোট ১৩ সদস্যের মধ্যে চেয়ারম্যান ও সরকারের দুজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছে না। আজ পর্যন্ত কোনোদিন ভোটাভুটি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে পৌছেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শুরু থেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দেশের বিজ্ঞ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রণীত বিধান অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক

www.nagorikpathagar.org

পরিচালনা বোর্ড নির্বাচন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার সদস্যগণের মধ্য থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ৯ জন নির্বাচিত পরিচালকের উপস্থিতিটাই ব্যাংক পরিচালনায় আলোচনার ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁদের সঙ্গে ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় ও যাচাই করা যায়। এই জ্ঞান তাঁদের কাছে ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো কাছে নেই। গ্রামীণ ব্যাংকের তাঁরা সরাসরি মালিক। গ্রামীণ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ফল তাঁদের উপর বর্তায়। গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে তাঁদের জীবন সরাসরি জড়িত। তাঁরা উপস্থিত থাকেন বলে আলোচনা জীবনে ভিত্তিক হতে বাধ্য হয়।

শুরু থেকেই চেয়ারম্যানসহ সরকার মনোনীত পরিচালকগণ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা শেয়ার হোল্ডার সদস্যগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত পরিচালকগণ গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁদের সুযোগ্য পরিচালনার ফলেই গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে নোবেল প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। তাঁরা যখন বোর্ডে প্রস্তাব পাশ করে নীতি নির্ধারণ করে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যান– তাঁদের প্রণীত নীতি যদি সদস্যদের পছন্দ না হয় তা হলে নিজ গ্রামের সদস্যসহ আশেপাশের দশ গ্রামের সদস্যরা তাঁদের উপর চড়াও হবে সেটা তাঁদের জানা থাকে। সেখানে তখন তিনি সবার সামনে একা। ওদের সঙ্গেই তাঁকে বসবাস করতে হয়, সাপ্তাহিক মিটিং করতে হয়। তাঁদের চটাতে তিনি কোনো অবস্থাতেই চান না।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংক কী অত্যন্ত উচ্চ সুদের হারে মহাজনী কায়দায় গরিব মানুষকে শোষণ করে আসছে না?

উত্তর : বাংলাদেশে সরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাসহ যাবতীয় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার সর্বনিম্ন। গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ সুদের হার ২০%। এটা সরল সুদ। ক্রম হ্রাসমান পদ্ধতিতে সুদের হার ঠিক করা হয়। যা ফ্লাট পদ্ধতিতে ১০%-এ দাঁড়ায়। বাংলাদেশের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) দেশের সকল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করেছে ২৭%। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার এই হারের চাইতে ৭% কম।

গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহনির্মাণ ঋণের বার্ষিক সুদের হার ৮%। উচ্চশিক্ষা ঋণের সুদের হার, শিক্ষা জীবনে ০% (অর্থাৎ সুদ নেই) এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর ৫%। ভিক্ষুক সদস্যদের জন্যে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার ০% (অর্থাৎ সুদ নেই) বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোর মধ্যে গ্রামীণ

www.nagorikpathagar.org

ব্যাংক ঋণের উপর সর্বনিম্ন সুদ দেয়-নেয়, এবং সঞ্চয়ের উপর সর্বোচ্চ (৮.৫% থেকে ১২%) সুদ দেয়।

এসব তথ্য দীর্ঘদিন যাবত গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা প্রকাশন ও ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছেও এই তথ্য রয়েছে। তবু অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে কল্পিত বিভিন্ন উচ্চতর সুদের হার গণমাধ্যমে উল্লেখ করে থাকেন, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০১১ সালে প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরও এই সুদের হার এবং আদায় পদ্ধতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রশ্ন : বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের উপর কী নিপীড়ন করা হচ্ছে না?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের নীতি নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে এটার পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে। স্বতর্স্ফূতভাবে যেহেতু সদস্যরা নিজেরাই সঞ্চয়ের ব্যাপারে অভ্যস্ত ও আগ্রহী হয়ে গেছেন সে কারণে পরবর্তীতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের নিয়ম রহিত করা হয়। সে থেকে সকল সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক। এখন গ্রামীণ ব্যাংকে কোনো বাধ্যতামূলক সঞ্চয় নেই। গ্রামীণ ব্যাংক গোড়া থেকেই সঞ্চয়ের উপর ৮.৫% থেকে ১২% চক্রবৃদ্ধিহারে পর্যন্ত সুদ দেয়। (মাইক্রোফিনান্স রেগুলেটরী ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলোর জন্য সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন সুদের হার নির্ধারণ করে দিয়েছে ৬%)। সদস্যরা এর ফলে উৎসাহী হয়ে বেশি টাকা সঞ্চয়ে জমা করেন। যেমন পেনশন ফান্ডে জমা করার ব্যাপারে তাদের খুবই উৎসাহ। কারণ এ টাকায় ১২% সুদ পাওয়া যায়। তাদের টাকা তাড়াতাড়ি বড় হয়। অনেক এককালীন দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয়ে টাকা জমা রাখেন। সঞ্চয়ের টাকা যখন ইচ্ছা তখন তোলা যায়, জমা দেওয়ার পরদিনই তোলা যায়। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের মোট সঞ্চয়ের ব্যালেন্স ৭ হাজার কোটি টাকা। যেখানে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের কোনো ব্যাপার নেই সেখানে নিপীড়ণের মাধ্যমে সঞ্চয় নেবার কথা ওঠে কি করে?

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের কিস্তি দিতে না পেরে অনেক মহিলা কী আত্মহত্যা করেনি? অনেক মহিলাকে কী ভিটে-বাড়ি ছাড়তে হয়নি? অনেক মহিলা কী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের একজন সদস্য আত্মহত্যা করতে পারেন, পালিয়ে বেড়াতে পারেন, আয়ার কাজও করতে পারেন। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে তাকে এটা করতে হয়েছে এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

www.nagorikpathagar.org

একজন সদস্য গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে পালিয়ে বেড়াবে কেন? গ্রামীণ ব্যাংক কি তার উপর অত্যাচার করে? গ্রামীণ ব্যাংক কি তাকে পুলিশে সোপর্দ করে? তার বিরুদ্ধে কি মামলা করে? গ্রামীণ ব্যাংকের ৩৫ বছরের ইতিহাসে কেউ কি কোনোদিন শুনেছে গ্রামীণ ব্যাংক কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেছে? অথচ গ্রামীণ ব্যাংকের আইনে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেইস করার ক্ষমতা সরকারই গ্রামীণ ব্যাংককে দিয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক একদিনের জন্যেও এই আইন কারো উপর প্রয়োগ করেনি।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যাংকারদের অভিযোগ হলো গ্রামীণ ব্যাংক একটুতেই ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়– যাতে ঋণ-গ্রহীতাকে "ঋণখেলাপী" বলতে না-হয়। এটা সত্য কথা। ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক কার্পণ্য করে না। কারণ এটা গ্রামীণের মূল দর্শনের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। গ্রামীণ ব্যাংক মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী, বিশেষ করে গরিব মানুষের। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গরিব মানুষ যতটা না স্বেচ্ছায় খেলাপী হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি খেলাপী হয় পারিপার্শ্বিক কারণে। ব্যাংক তাদের পরিত্যক্ত ঘোষণা না করে তাদের পুরনো ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে; নতুন করে পুঁজি পুনরুদ্ধার ঋণ প্রদান করে। তবে প্রতিবার ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর সময় সঙ্গে সঙ্গে বকেয়া ঋণের ৫০%-এর সমপরিমাণ প্রভিশন করা হয়, অর্থাৎ সেটা খরচের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয়। ফলে সদস্যদের সাথে যে আয়োজনই থাকুক না কেন ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী থাকে স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিকমানের।

ঋণখেলাপীই যদি না-হলো তাহলে পালিয়ে বেড়াবেন কেন?

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। সদস্য কেবল ঋণ গ্রহীতাই নন, তিনি একজন নিয়মিত সঞ্চয়ী আমানতকারী। কিস্তি দেবার মতো টাকা তাঁর সঞ্চয়ী তহবিলেই থাকে। তিনি কেন কিস্তির ভয়ে পালিয়ে বেড়াবেন?

গরিব মহিলার জীবনে সমস্যা অনেক। নারীদের প্রতি সহিংসতার দৌরাত্ম্যে যে সমস্ত দেশ পৃথিবীতে শীর্ষ স্থানে আছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। অনেক কারণে তিনি আত্মহত্যা করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে আত্মহত্যার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করার কারণে গত ৩৫ বছরে এর জন্য সদস্যদের থানায় সোপার্দ করা হয়নি কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হয়নি। তাছাড়া আত্মহত্যার পর সদস্যের সঞ্চয়ী আমানতে টাকার পরিমাণ দেখলেই এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। সাধারণত তিনি যত ঋণ অনাদায়ী রেখে মারা গেছেন তার চাইতে অনেক বেশি টাকা তার সঞ্চয়ী আমানতে জমা

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া যায়। এটা কি গ্রামীণ ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করার কারণে আত্মহত্যার লক্ষণ হতে পারে?

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস কী গ্রামীণ ব্যাংককে নানা কৌশলে আয়কর থেকে মুক্তি রাখেননি; এবং সেজন্য ধিকৃত হননি?

উত্তর : সরকারের সহযোগিতা প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের গরিব মহিলাদের স্বার্থে ব্যাংককে ২০১০ সাল পর্যন্ত আয়কর থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। অথচ ২০১০-১১ সালে তাঁর এই কাজের জন্য অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। সরকার ২০১০-এর পরে আর ট্যাক্স অবকাশের সুবিধা রাখতে সম্মত হয়নি। ২০১১ সালের মে মাসে গ্রামীণ ব্যাংকের আবেদন অগ্রাহ্য করে সরকার দশ কোটি টাকা অগ্রিম আদায় করে। প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক ছেড়ে যাবার পর সরকার নতুন করে ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংককে কর অবকাশ দিয়েছে। অথচ এই নিয়ে সমালোচনার আর কোনো ঝড় দেখা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূসের অবর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক কী আগের চেয়েও ভালোভাবে চলছে না? তাঁর অনুপস্থিতিতে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার ও ঋণ গ্রহীতাদের উপর নির্যাতন কী কমে যায়নি?

উত্তর : প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনায় যে উদ্ভাবনীমূলক বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার ফলে ব্যাংকের দৈনন্দিন স্বল্পমেয়াদি পরিচালনায় কোনো ধস নামেনি। ধস নামার কথাও নয়। কারণ এখনো গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার, কর্মপদ্ধতি, ঋণ প্রদান, ঋণ আদায় সংক্রান্ত প্রফেসর ইউনূস প্রবর্তিত নিয়মাবলি সবই হুবহু একইভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হচ্ছে। যাঁরা বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা করছেন তাঁরা সবাই তাঁর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁর সময়ে সুদের হার যা ছিল বর্তমানেও তাই রয়েছে, ঋণ গ্রহীতাদের উপর নির্যাতন আগেও ছিল না; এখনো নেই। তাই কমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভুল লোকের হাতে পড়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কিংবা ভুল নীতির জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বসে পড়তে পারে।

প্রশ্ন : 'গ্রামীণ' নামের কোম্পানিগুলোর মালিক কারা?

উত্তর : 'গ্রামীণ' নামের অধিকাংশ কোম্পানি কোম্পানি আইনের সেকশন ২৮ ধারায় গঠিত। এই আইনে গঠিত কোম্পানির কোনো মালিক থাকেনা। কেউ ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা নিতে পারে না। এ ধরনের কোম্পানির

www.nagorikpathagar.org

আইনের ভাষায় "নন স্টক কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি" বলা হয়। এতে পরিচালকরা কোম্পানির জন্য ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দেন কিন্তু কোনো মুনাফা গ্রহণ করতে পারেন না। কয়েকটি কোম্পানি 'ফর প্রফিট' কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত। উল্লেখিত কোনো না কোনো নন প্রফিট কোম্পানি এদের মালিক। ফলে এগুলোর মুনাফা নন প্রফিট কোম্পানিগুলোর কাছেই যায়। কোনো ব্যক্তির কাছে যেতে পারে না।

প্রশ্ন : যে ৫৪টি 'গ্রামীণ' নামধারী বিভিন্ন কোম্পানিতে গ্রামীণ ব্যাংকের টাকা ও সুনাম ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো কি গ্রামীণ ব্যাংকের কোম্পানি নয়?

উত্তর : 'গ্রামীণ নামধারী ৫৪টি কোম্পানিতে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো বিনিয়োগ করা হয়নি। বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভিন্ন সূত্র থেকে এই মূলধন এসেছে। অনেকের মূলধন এসেছে দাতা সংস্থার অনুদান থেকে। কারো এসেছে ঋণ থেকে। কারো এসেছে অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ থেকে। কোনো প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক থেকে কোনো বিনিয়োগ নেয়নি।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অর্থের সূত্র কী, সে টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। সে প্রতিবেদন প্রতি বছর সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়।

'গ্রামীণ' নামের সুনাম এসেছে প্রফেসর ইউনূসের উদ্ভাবনীমূলক সৃষ্টির সাফল্য থেকে। গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মের আগে থেকেই তিনি 'গ্রামীণ' নামটি তাঁর কাজে ব্যবহার করে এসেছেন। জোবরা গ্রামে তিনি কৃষি ব্যাংকের যে শাখা পরিচালনা করেছিলেন সেটার নাম দিয়েছিলেন 'পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা'। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে যে প্রকল্প পরিচালনা করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন "গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প"। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প থেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম। প্রফেসর ইউনূস তাঁর নেওয়া সব উদ্যোগের সঙ্গে "গ্রামীণ" নামটি জুড়ে দিয়ে এসেছেন। দেশেও করেছেন, বিদেশেও করেছেন। পৃথিবীর বহু দেশে এই বাংলা শব্দটি অনেকের কাছে খুবই পরিচিত শব্দ এবং এটা অত্যন্ত সম্মানিত শব্দ।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস সৃষ্ট ৫৪টি কোম্পানির উত্তরাধিকারী কে? তাঁর অবর্তমানে এসব কোম্পানির মালিক হবে কে?

উত্তর : কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রফেসর ইউনূসের কোনো মালিকানা নেই। তিনি কোথাও একটি শেয়ারেরও মালিক নন। কাজেই তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে চিন্তিত হবারও কিছু নেই। প্রফেসর ইউনূস সৃষ্ট ৫৪টির অধিকাংশ "নট ফর প্রফিট" কোম্পানি যা কোম্পানি আইনের সেকশন ২৮-এর আওতায়

www.nagorikpathagar.org

নিবন্ধিত। এ ধরনের কোম্পানির কোনো মালিক থাকে না। সেজন্য মালিকানার কোনো উত্তরাধিকারের প্রশ্ন আসে না। পরিচালনা পর্ষদ বা সাধারণ পর্ষদে কোনো পদ শূন্য হলে কোম্পানির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে তা পূরণ করা হয়। এর মাধ্যমে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

'গ্রামীণ' নামের যে কয়েকটি 'ফর প্রফিট' কোম্পানি রয়েছে সে কয়েকটির মালিক উল্লেখিত কোনো না কোনো নন প্রফিট কোম্পানির যেহেতু এই ফর প্রফিট কোম্পানিগুলোর মালিক যে সকল কোম্পানি তাদের অস্তিত্ব নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকছে সেহেতু কখনো মালিকানায় শূন্যতা সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

যেহেতু প্রতিটি কোম্পানিই প্রচলিত আইনের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান তাই তাদের উপর নজরদারি করার জন্য উপযুক্ত আইনি কর্তৃপক্ষ আছে। এমন কি এগুলোর অবসায়ন করতে হলেও হাইকোর্টের মাধ্যমে করতে হবে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ফোনের মালিক কে?

উত্তর : 'গ্রামীণ ফোনের' বড় অংশের মালিক হলো 'টেলিনর' নামক নরওয়ের একটি টেলিফোন কোম্পানি। আবার টেলিনরের বড় অংশের মালিক হলো নরওয়ে সরকার। গ্রামীণ ফোনের দ্বিতীয় মালিক হলো গ্রামীণ টেলিকম। এটা কোম্পানি আইনে নিবন্ধনকৃত একটি মালিকবিহীন নন প্রফিট কোম্পানি (যার ব্যাখ্যা অন্য একটি উত্তরে দেওয়া হয়েছে)। তৃতীয় মালিক হলো বাংলাদেশের অসংখ্য শেয়ার হোল্ডার, যারা শেয়ার বাজারের মাধমে প্রতিনিয়ত তাদের শেয়ার বেচাকেনা করেন। প্রফেসর ইউনূস প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে গ্রামীণ ফোনের কোনো শেয়ারের মালিক ছিলেন না এবং এখনো নেই।

প্রশ্ন : গ্রামীণফোনের শেয়ার কেনার জন্য গ্রামীণ টেলিকম এত টাকা কীভাবে সংগ্রহ করেছে?

উত্তর : গ্রামীণফোনে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের জন্য গ্রামীণ টেলিকম তিনভাবে পুঁজি সংগ্রহ করেছে। প্রফেসর ইউনূসের ব্যক্তিগত অনুরোধে প্রখ্যাত মার্কিন ধনী ব্যক্তি জর্জ সারোস তাঁর ফাউন্ডেশান থেকে গ্রামীণ টেলিকমকে ১১ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। সে অর্থ গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণফোনে বিনিয়োগ করে। সে অর্থ গ্রামীণ টেলিকম দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে গ্রামীণফোনের ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করেছে। এ টাকাও যথাসময়ে পরিশোধ হয়ে গেছে। এছাড়া গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ কল্যাণ থেকে ঋণ নিয়েছে। গ্রামীণ কল্যাণ কোম্পানি আইনে সৃষ্ট মালিকবিহীন একটি প্রতিষ্ঠান।

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : গ্রামীণ ফোন থেকে প্রাপ্ত গ্রামীণ টেলিকমের মুনাফা কোথায় যায়?

উত্তর : গ্রামীণফোন থেকে গ্রামীণ টেলিকমের মুনাফা টাকা দিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া গ্রামীণফোনের ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের জন্য গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। মুনাফার টাকা গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ঋণ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কয়েকটি বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ টেলিকম মুনাফার টাকা যাতে স্থায়ীভাবে দেশের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তার জন্য "গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট তৈরি করেছে। গ্রামীণ টেলিকমের মুনাফার টাকা ট্রাস্টকে দান করা হয়। ট্রাস্ট ইতোমধ্যেই একাধিক জনকল্যাণমুখি প্রকল্প চালু করেছে। একটি "হেলথ কমপ্লেক্স" তৈরি করার জন্য সাভারে জমি ক্রয় করেছে। একটি সেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের মেডিকেল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, একটি মেডিকেল সাপোর্ট সার্ভিস কলেজ, জেনারেল হাসপাতাল, কার্ডিয়াক হাসপাতাল এবং ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে।

এছাড়া বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দেশের জনগণের নাগালের মধ্যে আনার জন্য একটি "হেলথ্ সিটি" স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে ঢাকার মাওনাতে জমি ক্রয় অব্যাহত রয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বৃহৎ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে স্থাপিত সামাজিক ব্যবসায় ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কিত ইন্ড্রাস্ট্রি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে Social Business Industrial Park স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে এবং আরো হচ্ছে।

গ্রামীণ টেলিকম থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মচারীদের কল্যাণে গ্রামীণ কল্যাণ আর্থিক সহায়তা ও দেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছে। গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ কল্যাণকে এ পর্যন্ত ৮ শত ৮০ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

গ্রামীণ টেলিকমের টাকা এবং গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট্রের টাকা ব্যক্তিগতভাবে কারো পাবার কোনো উপায় নেই। গ্রামীণফোনের মুনাফার টাকা মালিকবিহীন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকমের কাছে আছে এবং সে টাকার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তা গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়। গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট দেশের বিশেষ করে গরিবের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন খাতে এ টাকা বিনিয়োগ করে।

www.nagorikpathagar.org

হয়তো সবার স্মরণ আছে যে, গ্রামীণ টেলিকমের সহায়তায় গ্রামীণফোন গ্রামের গরিব মহিলাদের কাছে মোবাইল পৌঁছে দিয়ে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। গ্রামের মহিলারা ভর্তুকী মূল্যে এয়ার-টাইম ক্রয় করে বাজার মূল্যে বিক্রি করে বড় অংকের টাকা রোজগার করে যাচ্ছেন। এক সময় ৪ লক্ষ টেলিফোন এ কাজে নিয়োজিত হয়ে তাদের জীবনে বড় রকম আর্থিক পরিবর্তন এনেছেন। এজন্য গ্রামীণফোন ব্যাংককে প্রদান করা হয়। শুরু থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত সর্বমোট ২ শত ৮৭ কোটি টাকা এ বাবদ গ্রামীণ ব্যাংককে প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : গ্রামীণফোনের লাভের টাকা গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা পায় না কেন?

উত্তর : প্রথম পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণফোনের কোনো শেয়ারের মালিক ছিল না। কয়েক বছর আগে গ্রামীণফোন যখন তার শেয়ার বাজারে ছাড়ে তখন গ্রামীণফোনের কিছু শেয়ার গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের কল্যাণে গঠিত Grameen Bank Norrowers Investment Trust-এর জন্য কেনা হয়। সে শেয়ারের মুনাফা Grameen Bank Borrowers Investments Trust নিয়মিত পেয়ে আসছে।

প্রশ্ন : 'গ্রামীণ' প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারকে আদৌ কোনো ট্যাক্স, ভ্যাট দেয়?

উত্তর : প্রফেসর ইউনূস প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ট্যাক্স, ভ্যাট দেয়। বাৎসরিক অডিট হয়। অন্যান্য ব্যবসায়িক কোম্পানির মতো এগুলো সকল প্রকার রেগুলেটরী এজেন্সির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। যে সকল কোম্পানির জন্য বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট থেকে অনুমোদন নিয়েছে, যে সমস্ত রিটার্ন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (RJSC) কে দেওয়ার কথা সেগুলো নিয়মিত দিয়ে আসছে। যে সমস্ত কোম্পানির এন.জি.ও ব্যুরো থেকে অনুমোদন দরকার তারা সেখান থেকে অনুমোদন নিয়েছে। সরকারের নজরদারীর বাইরে কোন কোম্পানি কাজ করে না।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস কী গ্রামীণ ব্যাংক ভবনের একটি ফ্লোর (এগারো হাজার বর্গফুট) বিনা ভাড়ায় "ইউনূস সেন্টারের" অফিস স্থাপন করে গ্রামীণ ব্যাংককে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করেননি?

উত্তর : সরকার বিশেষ ব্যক্তিকে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনার জন্য, বা বিজয়ী খেলোয়াড় দলকে দেশের সম্মান বৃদ্ধির জন্য যেমন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করে, তেমনি গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ দেশের নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মান বয়ে আনার জন্য এবং গ্রামীণ ব্যাংককে একটা জাতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য প্রফেসর ইউনূসকে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য একটি ফ্লোর দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রফেসর ইউনূসের চিন্তা ও কর্মসূচি সংরক্ষণ ও

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে "নোবেল লরিয়েট ট্রাস্ট" নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করে তাঁর নিকট একটি ফ্লোর (১৬ তম তলা) দান করে দেওয়া হয়। এরপর নোবেল লরিয়েট ট্রাস্ট এই ফ্লোরটি ইউনূস সেন্টারকে ব্যবহারের জন্য ২৪ বছরের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় ইজারা দেয়।

ইউনূস সেন্টারের মূললক্ষ্য হলো নোবেল লরিয়েট প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের দর্শনে ও কার্যাবলি দেশে ও বিদেশে বিস্তৃত করা, তাঁর অতীতের কার্যাবলিকে আরো জোরদার করা, মানবকল্যাণে তাঁর সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর করতে সহায়তা করা, নতুন প্রজন্মকে নতুন পৃথিবী গড়তে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে ওয়েজ আর্নার স্কীমের আয় দেখিয়ে কী কর ফাঁকি দেননি?

উত্তর : প্রফেসর ইউনূস বিদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর টাকা আয় করেন। বিদেশ থেকে যেসব খাতে তিনি আয় করেন সেগুলো হলো : ১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা সম্মেলনে বক্তৃতা, ২) তাঁর লেখা বিভিন্ন বই যেগুলো বহু দেশে বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে বিক্রি হচ্ছে, তার রয়ালিটি। ৩) নোবেল পুরস্কারসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার। প্রফেসর ইউনূস অত্যন্ত উচ্চহারের ফি'র বিনিময়ে বিদেশে বিভিন্ন সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। অনেক স্থানে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শ্রোতাদের অর্থের বিনিময়ে টিকিট কাটতে হয়। তাঁর লেখা কয়েকটি বই বিভিন্ন দেশে পঁচিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর বই নিউইয়র্ক টাইমসের "বেস্ট সেলার লিস্টে" অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বক্তৃতা, বই ও পুরস্কার থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তিনি বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে নিয়মিত দেশে আনেন। বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিদেশে অর্জিত তার ব্যক্তিগত আয় যদি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে আনেন এবং প্রতি বছর আয়কর রিটার্নে তা প্রদর্শন করেন তাহলে তা আয়কর আইনে করমুক্ত। তাই আইনগতভাবেই তাঁর বৈদেশিক আয় করমুক্ত। তিনি এই আইনের ভিত্তিতেই আয়কর রিটার্ন দাখিল করে এসেছেন, আয়কর বিভাগ কোনোদিন আপত্তি জানায়নি। অন্যান্য তাঁর সকল দেশি ও বিদেশি আয় তিনি আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শন করেন এবং আয়ের উপর তিনি আয়কর বিভাগ কর্তৃক নিরুপিত আয়কর আইন অনুযায়ী নিয়মিত দিয়ে আসছেন।

প্রশ্ন : কোনো রকম ভিত্তি ছাড়া প্রফেসর ইউনূস কী সামাজিক ব্যবসার নামে মানুষকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছেন না?

উত্তর : সামাজিক ব্যবসা ও প্রচলিত ব্যবসার মধ্যে আইনগত কোনো পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক পার্থক্য একটাই। তা হলো, প্রচলিত ব্যবসায় মালিক ব্যবসার মুনাফা নিজে গ্রহণ করে, আর সামাজিক ব্যবসায় মালিক ব্যবসার মুনাফা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন না। মুনাফার টাকা

www.nagorikpathagar.org

কোম্পানির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যবহৃত হয়। এটি মালিকের সিদ্ধান্তের বিষয়। এখানে আইনের কোনো ভূমিকা নেই। সামাজিক ব্যবসার জন্যে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সরকার দিক এটাও প্রফেসর ইউনূস চান না।

সামাজিক ব্যবসা প্রফেসর ইউনূসের একটি আইডিয়া। যে কেউ নিজের উদ্যোগে সামাজিক ব্যবসা করতে পারেন। বাংলাদেশে ও বিদেশে অনেকেই সামাজিক ব্যবসা শুরু করেছেন। যেখানে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়াটাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়েছে, সেখানে ধোকাবাজির প্রশ্ন ওঠার সুযোগ কোথায়? বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রচলিত আইন মেনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : ষাট বছর বয়স পার করে অতিরিক্ত এগারো বছর অবৈধভাবে চাকুরি করে মোট কত টাকা প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছেন তার হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন না কেন?

উত্তর : ষাট বছর উত্তীর্ণ হবার পর জুন ২৯, ২০০০ তারিখ থেকে ১২, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত প্রফেসর ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ১১ বছরে তিনি মোট ৫২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বেতন-ভাতা ইত্যাদি বাবদ পেয়েছেন। এ টাকা থেকে বাড়িভাড়া এবং মূল বেতনের ৭.৫% হিসেবে মেইনটেনান্স খরচ কেটে রাখার পর, তিনি নগদ (টেক হোম পে) টাকা পেয়েছেন ৩৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। তাতে তাঁর মাসিক গড় নগদ বেতনের (টেক হোম পে) পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯ হাজার ৯ শত টাকা।

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড চাইলেও প্রফেসর ইউনূস নিজে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ আঁকড়ে রাখতে চান কেন? তাঁর যে বয়স হয়ে গেছে এটা কী তিনি বুঝেন না?

উত্তর : প্রফেসর ইউনূস বহুবার চেষ্টা করেছেন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে থেকে অবসর নেওয়ার জন্য। কিন্তু বোর্ডের বাধার মুখে তিনি তাতে সফল হননি। সর্বশেষ তিনি কয়েক বছর আগে বর্তমান অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। তাতে তিনি তাঁর পদ থেকে সরে আসার ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা চান। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁকে মৌখিক সম্মতিও দেন। কিন্তু প্রস্তাবিত পথে তিনি অগ্রসর হননি। (চিঠিটি হুবহু কোনো কোনো পত্রিকায় ছাপানোও হয়েছিল)।

প্রফেসর ইউনূসের আপত্তিটা তাঁর সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে নয়। তাঁর আপত্তিটা ছিল যে কারণে তাঁকে সরে যাওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়ে। তিনি আদালতকে জানাতে চেয়েছিলেন যে তাঁর ষাট বছর পার

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যাবার পরেও তাঁকে তাঁর পদে বহাল থাকার ব্যাপারে বোর্ডের যেরকম আগ্রহ ছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকেরও তাতে তেমন সম্মতি ছিল। এগুলো নথিপত্রেই আছে। তিনি আদালতের কাছে এগুলো দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি তো চলে যাবার জন্য উদগ্রীবই ছিলেন। কাজেই তাঁর পদে বহাল থাকার জন্য লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না। এটা ছিল প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরার একটা উদ্যোগ। যাতে এটা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি না হয়।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস কী দীর্ঘ ৩৫ বছরে তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরি তৈরি করে যেতে ব্যর্থ হননি? তিনি কী ইচ্ছা করেই এ কাজ করেননি, যাতে তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকে ধরে রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পরবর্তী পদটি হলো উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের। এ পদে একজন বরাবরই থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হলে তিনি এ পদের জন্য একজন উপযুক্ত প্রার্থী হবেন এটাই স্বাভাবিক। এখানে শূন্যতা সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই।

"উত্তরাধিকার" বলতে নানাজনের মনে হয়তো নানা কল্পনা আছে। এগুলো খোলাসা করে আলাপ করলে বুঝা যাবে কেউ কারো সঙ্গে একমত হচ্ছে না। যেমন, সরকার বলছেন যে তারা আন্তর্জাতিকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুঁজে নিয়ে আসবেন। তাতে ধারণা করা যায় যে তারা দেশের মধ্যে একজন উপযুক্ত প্রার্থী পাবেন এ রকম আশা করছেন না। হয়তো বিদেশে অবস্থানরত কারো কারো কথা মনে রেখে এরকম উদ্যোগটি নেওয়া হচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের হাতে গড়া এবং পরিচালিত একটা প্রতিষ্ঠান। একমাত্র নোবেল জয়ী প্রতিষ্ঠান যার জন্ম স্থানীয়ভাবে, যেটা কাজ করে দেশের সীমানার মধ্যে, যেখানে একজন বিদেশি লোকও কোনোদিন চাকুরি করেনি। কী কারণে এখন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধান নির্বাহী খুঁজতে বিদেশে বেরুতে হবে তার একটা ব্যাখ্যা কাউকে দিতে হবে। বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন তাদের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার কি কারণ ঘটেছে?

প্রফেসর ইউসূস তাঁর সহকর্মীদের অযোগ্য মনে করেননি। তিনি মনে করেছেন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে, দেশের ভিতরে, অনেকে আছেন যারা গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্বন্ধে সম্যকভাবে পরিচিত, যারা মনে মেজাজে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজের সঙ্গে সহমর্মী হবেন। তারা বিদেশি বেতন নিয়ে দেশে চাকুরি করে, বিশেষ করে নোবেল জয়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হবার পরিচিতি ধারণ করে, পরবর্তী আন্তর্জাতিক চাকুরির প্রস্তুতি নিতে এখানে আসবেন না।

www.nagorikpathagar.org

সরকার তো নিজেই বরাবর দেশবাসীকে জানাচ্ছেন যে গ্রামীণ ব্যাংক আগের চাইতে অনেক ভালো চলছে। তাহলে উত্তরাধিকারের অভাব অনুভব হচ্ছে কেন? ঘরে লোক থাকতে আমরা আন্তর্জাতিক লোক খুঁজতে যাচ্ছি কেন? যাঁরা খুঁজছেন তারা কি এমন লোক খুঁজছেন যারা প্রার্থী সন্ধানকারীদের সমাজে স্বাচ্ছন্দে ওঠাবসা করতে পারবেন, তাদের ভাষায়, তাদের ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলতে পারবেন? প্রফেসর ইউনূস তো ঠিকই উত্তরসূরি তৈরি করে গেছেন। একজনের পর একজন উপর দিক থেকে চলে যাবার পরও পরবর্তীজনেরা যোগ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা করে চলেছেন। সরকার তাদের বাহবা-ও দিয়েছেন। তাহলে তো বলতে হবে প্রফেসর ইউনূস শুধু একজন উত্তরসূরি নয়, এক সারি উত্তরসূরি তৈরি করে গেছেন।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূসের নাকি এত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, বিদেশে নাকি তাঁর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি, কিন্তু তাঁর কিছুই দেশের কাজে লাগাতে দেখি না। আমেরিকার বাজারে আমাদের তৈরি পোশাকের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে, পদ্মাসেতুর ব্যাপারে, সৌদি আরবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের 'আকামা' সমস্যার সমাধানে, তাঁকে তো কোনোদিন তাঁর প্রভাব খাটাতে দেখি না। দেশের কোনো উপকার করতে তিনি এত নারাজ কেন?

উত্তর : একজন নাগরিকের প্রভাব থাকলে তা খাটানোর কাজে সরকারের একটা ভূমিকা দরকার হয়। সরকারের রায় থেকে সেই নাগরিককে এই দায়িত্ব অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও দিতে হয়। দু'দিকের সরকারকে বুঝাতে হবে যে সেই নাগরিকের সঙ্গে কথা বললে তিনি সে কথা অন্য দিকের সরকারকে জানাতে পারবেন এবং তারা সেটা বিবেচনা করবেন; নাগরিক শুধু তার প্রভাব খাটিয়ে আলোচনাকে সহজ করে দিচ্ছেন মাত্র। তখন যেকোনো আলোচনা অগ্রসর হতে পারে। প্রফেসর ইউনূসের বর্তমান পরিস্থিতি সে রকম নয়। বর্তমান যুগের শক্তিশালী মিডিয়ার কারণে সকল দেশের সরকার জেনে গেছে প্রফেসর ইউনূস বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনেকটা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাছাড়া সেটা তারা চাক্ষুস দেখেনও। প্রফেসর ইউনূসের সম্মানে যখন কোনো একটি দেশে একটি অনুষ্ঠান হয় সেখানে সে দেশের মন্ত্রীরা, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা আমন্ত্রিত হন; অনেকে আগ্রহ সহকারে উপস্থিত হন। কিন্তু একশত ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত অনুপস্থিত থাকেন। সবাই জানতে চায় যে, দেশের একজন বিশিষ্ট মানুষের সম্মানে অনুষ্ঠান, সে দেশের রাষ্ট্রদূতের তো সেখানে গৌরবের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথা, অথচ তিনি অনুপস্থিত কেন? অবশ্য কারণ কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। তাদের ধারণাটি আরো বদ্ধমূল হয় যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর ইউনূস একটা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিন বছর আগে। তার নাম গ্রামীণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস। প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রফতানি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের কোম্পানি সরাসরি এর মাধ্যমে জনশক্তি আমদানির জন্য তার আছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কয়েকটি কোম্পানি অগ্রীম চাহিদাও দিয়ে রেখেছিল। সে সব দেশের সরকারও এই উদ্যোগে উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এপর্যন্ত আমাদের সরকারের কাছ থেকে এ কাজ শুরু করার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তাই এই কোম্পানির কার্যক্রম কোনোদিন আর শুরু করা যায়নি। অটোমেকানিক, অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ দেবার জন্য জাপানি একটা কোম্পানি সঙ্গে যৌথভাবে "প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" খোলার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। সে কোম্পানরি প্রতিষ্ঠাও সহজ হবে কি না এখনো বলা মুশকিল। প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য জার্মানির একটা বিখ্যাত কোম্পানি ২০ মিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন– তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

তিন বছর আগে সৌদি রাজ পরিবারের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য প্রিন্স তালাল বিন আবদুল আজিজ আল সাউদ বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি চিঠি লেখেন যে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান 'আরব গালফ ফান্ডের' বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভাটি বাংলাদেশে করতে চান। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে আরব দেশগুলোর সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত থাকবে। তিনি নিজে এবং আরব দেশসমূহের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য তিনি আমন্ত্রণ করেন এবং অনুষ্ঠানের সামগ্রিক অনুষ্ঠানসূচি বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেন। প্রিন্স তালাল প্রফেসর ইউনূসের দীর্ঘদিনের বন্ধু। আরব গলফ ফান্ডের মাধ্যমে তিনি আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের সাতটি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে 'মাইক্রোফাইনান্স ব্যাংক' স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ সরকার থেকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কোনো বাংলাদেশি বক্তৃতা করতে পারবেন না। এই জবাবে প্রিন্স তালাল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রফেসর ইউনূসকে জানান যে প্রফেসর ইউনূসকে সম্মান জানানোর জন্যই এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনি বাংলাদেশে করতে চেয়েছিলেন। যদি প্রফেসর ইউনূস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে না পারেন তাহলে তিনি বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠান করবেন না। তিনি এই অনুষ্ঠান কুয়ালালামপুরে নিয়ে যান। পহেলা ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে প্রিন্স তালাল এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে এ

www.nagorikpathagar.org

অনুষ্ঠান কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের সমস্ত আতিথেয়তা দেখিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নাজিব প্রফেসর ইউনূসকে সম্মানিত করেন। প্রধানমন্ত্রী নাজিবের পরিবারের সঙ্গে প্রফেসর ইউনূসের অনেক আগের সম্পর্ক। ১৯৯৪ সালে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রফেসর ইউনূসকে "তুন আবদুর রাজ্জাক পুরস্কার" দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বাবার স্মৃতিতে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রফেসর ইউসূস নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন যদি তাঁর কোনো ভূমিকা দেশের কোনো সমস্যা সমাধানে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু তাঁকে কাজে লাগাতে হবে তো।

প্রশ্ন : প্রফেসর ইউনূস তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পদ্মাসেতুর জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়ে কি একটা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করেননি?

উত্তর : প্রফেসর ইউনূস পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আগেই ব্যাখ্যা করেছেন যে পদ্মাসেতু বাংলাদেশের মানুষের একটা স্বপ্ন। তিনিও বিশ্বাসী। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই আসে না। প্রফেসর ইউনূস তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পদ্মাসেতুর টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন এ গল্প যারা বিশ্বাস করেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই। যারা এই গল্প প্রচার করেন তারা এটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বলেন যে তিনি সরাসরি বিশ্বব্যাংককে চাপ না দিলেও, তাঁর বন্ধু হিলারীকে দিয়ে চাপ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর একটা সংশ্লিষ্টতা নিশ্চয়ই আছে।

আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের কঠিন জগৎ দুই বন্ধুর খায়েশের উপর নির্ভর করে চলে না। প্রফেসর ইউনূস যত বড়মাপের লোকই হোন না কেন, তাঁর সাথে যত পরাক্রমশালী ব্যক্তির সখ্যতা থাকুক না কেন, তিন বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট তাঁর আবদারের কারণে বন্ধ হয়ে যাবে না। আসলে বিষয়ের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য এরকম গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। আসল বিষয়টি পত্রিকায় প্রতিদিন বারবার আসছে। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ করছে। তারা বলছে তাদের হাতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। বাংলাদেশকে তার তদন্ত করতে হবে।

আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে মূল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরানো সহজ হবে না।

ইউনূস সেন্টার, মিরপুর ২, ঢাকা ১২১৬
ই-মেইল : yunus@yunuscenter.org

www.nagorikpathagar.org

প রি শি ষ্ট - ৪

সামাজিক ব্যবসা

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

সামাজিক ব্যবসা কী?

সামাজিক ব্যবসা হচ্ছে এমন ধরনের ব্যবসা যেখানে উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত লাভের আশা ছাড়াই বিনিয়োগ করেন। সামাজিক ব্যবসাকে নিজের আয়েই নিজের যাবতীয় ব্যয় মিটাতে হবে। এ ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করার জন্য ব্যবসায়ের মুনাফাও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়। সামাজিক ব্যবসা লোকসানহীন এমন প্রতিষ্ঠান যা লাভ বন্টন করে একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত।

ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন না-করে স্বার্থহীন লক্ষ্য স্থির করে কেউ কি সামাজিক ব্যবসা চালু করতে আগ্রহী হবেন? সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগের টাকাই বা কোত্থেকে আসবে? বিনিয়োগের টাকা সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকেই আসবে যেহেতু তারা স্বার্থহীন সামাজিক ব্যবস্থা চালু করে মানসিক সন্তুষ্টি অর্জন করবেন। অনুদান নির্ভর কর্মসূচির একটি সমস্যা হচ্ছে, এটা সবসময় অন্য কারো সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। কল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে অনুদান বাবদ যে টাকা খরচ হয়ে যায়, সে টাকা আর ফিরে আসে না। কারণ, টাকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দাতব্য কর্ম হচ্ছে একমুখি রাস্তা। কিন্তু দাতব্য কর্মসূচিকে যদি সামাজিক ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে তা সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি শক্তিশালী কাঠামোতে পরিণত হয়। কারণ, এখানে বিনিয়োগের টাকা বারবার ব্যবহার করা যায়। অথচ অনুদানের টাকা শেষ হয়ে যায় এক দফায়।

সামাজিক ব্যবসায়ের টাকা অমর। এটাই সামাজিক ব্যবসায়ের শক্তি। সমাজের সদস্যদের জীবনধারায় পরিবর্তন এনে দেওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে শুধু অনুদান খাতের টাকার নয় বরং অনেকেই সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগও করবেন। সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীরা শুধু টাকাই বিনিয়োগ করেন না, তাদের সৃষ্টিশীলতা, যোগাযোগের দক্ষতা, প্রযুক্তিগত মেধা, জীবনের অভিজ্ঞতাসহ অনেক কিছুই বিনিয়োগ করে পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো যদি একবার মানব প্রকৃতির বহুমুখি বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা একদিন পাঠ্য দিতে পারবে ব্যবসা দু'ধরনের হয় : এক, ব্যক্তিগত মুনাফামুখি সনাতন ব্যবসা ও দুই, সমাজকল্যাণমুখি ব্যক্তিগত মুনাফাবিহীন সামাজিক ব্যবসা। বড় হওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নেবে, কোন ধরনের ব্যবসায় তারা বিনিয়োগ করবে। কোন ধরনের ব্যবসায় তারা চাকুরি করবে। কেউ ব্যক্তিগত মুনাফামুখি ব্যবসায়ে জড়াবে। যারা এখনও বিদ্যালয়ের গন্ডিতে রয়েছে, তারাও সামাজিক ব্যবসায়ের ডিজাইন নিয়ে চিন্তা শুরু করতে পারে। শুধু তাই নয়, সামাজিক ব্যবসা তারা নিজেরাই শুরু করতে পারে।

সামাজিক ব্যবসার ৭টি মূলনীতি

- দারিদ্র্য বিমোচনসহ এক বা একাধিক বিষয়, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত খাতে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত মুনাফাহীন কল্যাণকর ব্যবসা এটি।
- সকলের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করাই এ ব্যবসার লক্ষ্য।
- সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারীরা শুধু তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থই ফেরৎ পাবে, এর বাইরে কোনো প্রকার লভ্যাংশ নিতে পারবে না।
- বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ নেওয়ার পর বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা কোম্পানির সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হবে।
- এ ব্যবসা হবে পরিবেশবান্ধব।
- এখানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা ভালো কাজের পরিবেশ ও চলমান বাজার অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাবেন।
- সামাজিক ব্যবসা হবে আনন্দের সাথে ব্যবসা।

সামাজিক ব্যবসায় কী এবং কী নয়

পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক কাঠামোকে সম্পূর্ণতা দিতে হলে আমাদের আরেক ধরনের ব্যবসা এই কাঠামোতে যোগ করতে হবে। ব্যবসার মধ্যে মানুষের বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা যদি আমাদের বর্তমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে "সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান" বলে আখ্যায়িত করি তাহলে আমাদের আলোচ্য নতুন ধরনের ব্যবসাকে আমরা বলতে পারি "সামাজিক ব্যবসা"। উদ্যোক্তারা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করবেন নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য।

পুঁজিবাদের কট্টর প্রবক্তাদের কাছে এটা রীতিমতো অবমাননাকর মনে হতে পারে। মুনাফা ছাড়া ব্যবসা! এ ধারণাটা পুঁজিবাদের ধর্মতত্ত্বে নেই। তবে এই সত্যতা তারা মেনে নেবেন যে, সকল ব্যবসা কোম্পানি যদি সর্বোচ্চ মুনাফা

www.nagorikpathagar.org

অর্জনকারী ব্যবসা না-ও হয় তাতে নিশ্চয়ই মুক্তবাজার অর্থনীতির মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। পুঁজিবাদকে তো উন্নততর করাই যায়। বর্তমানে আমরা যে পথে এগোচ্ছি সে পথে আমরা সামাজিক সমস্যার সমাধান পাচ্ছি না। সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হতে হবে– এ বিষয়ে জেদ ধরে আর সেটাকেই কোনো এক ধরনের সিদ্ধ সত্য হিসেবে বিচার করে আমরা এমন এক ভুবন গড়েছি যা বহুমাত্রিক চরিত্রের মানবসত্তাকে অগ্রাহ্য করে। সে কারণেই সনাতন ব্যবসা আমাদের সবচেয়ে জরুরি সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিকারে অক্ষম থেকে যায়।

মানবমনের সত্যিকারের বহুমুখিতাকে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। এটা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন নতুন ধরনের এক ব্যবসা যা ব্যক্তিগত লাভের গোলক ধাঁধা ছেড়ে অন্য লক্ষ্যে মনোনিবেশ করে। এ হবে এমন এক ব্যবসা যা সর্বাত্মকভাবে সমাজ ও পরিবেশের সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত থাকে।

গড়নের দিক থেকে নতুন এই ব্যবসা প্রচলিত মুনাফামুখি ব্যবসারই অনুরূপ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য সব ব্যবসার মতোই এই সামাজিক ব্যবসাতেও লোক নিয়োগ করা হয়, পণ্য/সেবা তৈরি হয়, আর এসব পণ্য বা সেবাপ্রদান করা হয় উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা মূল্যে। কিন্তু এর নেপথ্যে থাকে এর লক্ষ্য, আর বিচার্য কিছু বিষয়, যার নিরিখে সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। এর লক্ষ্য হলো : এ পণ্য বা সেবা যাদের জীবনকে স্পর্শ করছে তাদের জন্য বিশেষ একটা কল্যাণ নিশ্চিত করা। এই সামাজিক ব্যবসা অবশ্যই মুনাফা করতে পারে কিন্তু যারা এতে পুঁজি বিনিয়োগ করেন ও একে সহায়তা দেন তারা এ ব্যবসা থেকে কোনো ব্যক্তিগত মুনাফা নেন না। শুধু তারা নির্দিষ্ট সময় পরে বিনিয়োগকৃত পুঁজির সমপরিমাণ টাকা তুলে নিতে পারেন। সামাজিক ব্যবসা তাই এখন একটা কোম্প্যানি যা মুনাফাতাড়িত নয় বরং মানবকল্যাণ তাড়িত, আর তার পেছনে থাকে দুনিয়া বদলানোর কাজে ভূমিকা পালনের একদম অদম্য স্পৃহা।

সাামজিক ব্যবসা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। এটা সকল দিক থেকেই ব্যবসা। সাামজিক উদ্দেশ্য হাসিল করার সাথে সাথে এ ব্যবসাকে তার সকল খরচ তুলে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সনাতন ব্যবসার সঙ্গে মিল থাকলেও এই ব্যবসা সনাতন ব্যবসা থেকে ভিন্ন চিন্তায় চলে, কাজও চলে ভিন্নভাবে। এর সাথে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের দিক থেকে মিল আছে, কিন্তু কাজের প্রকৃতিতে মিল নেই। আর এ তফাৎগুলোই সামাজিক ব্যবসাকে অন্য ব্যবসা থেকে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে একেবারেই আলাদা করে তোলে।

আজকে দুনিয়ার বহু সংগঠন সামাজিক সুবিধা সৃষ্টিতে নিয়োজিত। তাদের বেশিরভাগই তাদের কর্মসূচি থেকে কোনো আয় করে না। মুনাফাবিহীন এবং

www.nagorikpathagar.org

আয়বিহীন প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত বা দাতাসংস্থার দান, ফাউন্ডেশনের মঞ্জুরি, সরকারি সহায়তা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো বিশেষ আয় থাকে না বলে তারা বাধ্য হয় তাদের সময় ও উদ্যমের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অনুদানের অর্থ সংগ্রহে ব্যয় করতে।

সামাজিক ব্যবসা এরকম নয়। এ ব্যবসা পরিচালিত ও সম্পাদিত হয় ঠিক মুনাফা অর্জনকারী সনাতন ব্যবসারই মতো, যেমন এর লক্ষ্য থাকে পুরো খরচটাই উঠিয়ে আনা তবে তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে এমন সব পণ্য বা সেবাসামগ্রী তৈরিতে যেগুলো মানুষের জন্য সামাজিক উপকার নিয়ে আসে। এ ব্যবসা যেসব পণ্য বা সেবাপণ্য তৈরি করে তা এমন মূল্যে বাজারজাত করে যাতে করে এর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সকল ব্যয় পুষিয়ে নিতে পারে অথচ সেগুলো কোনো না কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিক্রি করার পণ্য বা সেবাপণ্য কেমন করে সামাজিক সুবিধা দেয়?

এর অসংখ্য উপায় আছে। যেমন ধরুন :

- একটা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত উঁচু গুণমানসম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্যপণ্য খুব কম দামে গরিব ও অভুক্ত শিশুদের জন্য পূর্ব নির্ধারিত বাজারে বিক্রি করতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানের পণ্য সস্তায় বিক্রি করা যায়। যেহেতু ব্যবসায়কে বিলাসবাহুল্যের পণ্যবাজারে অন্য পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় আসতে হয় না তাই এই পণ্যের জন্য নজর-কাড়া দামি মোড়কের দরকার হয় না। ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপনেরও দরকার হয় না। আর এই প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ মুনাফা করার বাধ্যবাধকতাও থাকে না।
- একটা সামাজিক কোম্পানি স্বাস্থ্যবীমা বাজারজাত করে তার মাধ্যমে গরিবের সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারে।
- একটা সামাজিক ব্যবসা নবায়ণযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ যুক্তিসঙ্গত দামে পল্লি জনপদের গ্রাহক, যাদের অন্য কোনোভাবে বিদ্যুৎ পাওয়ার উপায় নেই, তাদের কাছে বিক্রি করতে পারে।
- একটা সামাজিক ব্যবসা কোম্পানির আবর্জনা, পয়ঃবর্জ্য ও অন্যান্য ফেলনা দ্রব্যকে (যা অন্যথায় দরিদ্র এলাকায় কিংবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন মহল্লায় দূষণ করে) পুনঃচক্রায়িত করার কাজে লাগাতে পারে।

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে বা আরও অনেক ধরনের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার পণ্য বা সেবা বিক্রি করে মুনাফা হবে আর একই সাথে গরিব ও বৃহত্তর জনসমাজও উপকৃত হবে।

www.nagorikpathagar.org

তবে যদি সামাজিক উদ্দেশ্যতাড়িত কোনো কোনো প্রকল্প তার পণ্য বা সেবার জন্য এমন একটা দাম বা ফি ধার্য করে যার মাধ্যমে পুরো উৎপাদন খরচ উঠিয়ে আনা কখনো সম্ভব হবে না, তাহলে সেটা আর যা-ই হোক সামাজিক ব্যবসা হবে না। এ রকম প্রকল্প বা ব্যবসা তার লোকসান পোষানোর জন্য ভর্তুকি বা দানের ওপর চিরনির্ভরশীল থাকবে। ফলে তাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিতে ফেলতে হবে। কিন্তু একবার যদি এরকম প্রকল্প স্থায়ীভাবে তার ব্যয় পুরোপুরি ওঠাতে সক্ষম হয় তাহলে ওটা সামাজিক ব্যবসার শ্রেণিতে উন্নত হবে।

কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগের পুরো খরচ উঠে যাওয়ার ঘটনাটা অর্থাৎ ব্রেক-ইভেনে পৌঁছা, এমন এক আনন্দদায়ক মুহূর্ত যা নিয়ে রীতিমতো উৎসব করা যায়। সামাজিক লক্ষ্য তাড়িত কোনো প্রকল্প একবার পরনির্ভরতার নিম্নাভিমুখি মধ্যাকর্ষণ শক্তির টান কাটিয়ে উঠতে পারলে সেটা মহাশূন্য পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। এ ধরনের প্রকল্প স্বনির্ভর, প্রবৃদ্ধি ও প্রসারের সম্ভাবনায় হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল। সামাজিক ব্যবসার সংখ্যা ও পরিধির বৃদ্ধি মানে সামাজিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বৃদ্ধি।

আগেও উল্লেখ করেছি যে সামাজিক ব্যবসার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সনাতন ব্যবসার সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যাবে। এতে পণ্য, সেবা, গ্রাহক, বাজার, খরচ ও রাজস্ব সবই আছে– নেই সর্বাধিক মুনাফা করার নীতি, যার স্থলাভিষিক্ত হয় সমাজকল্যাণের নীতি।

কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান, এনজিও বা কোনো মুনাফাবিহীন এবং আয়বিহীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে আরও একটি সনাতন ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতোই সামাজিক ব্যবসার মালিকরা তাদের বিনিয়োগের টাকা তুলে নিতে পারে এবং মালিক হিসেবে বহাল থাকতে পারে। সামাজিক ব্যবসার এক বা একাধিক মালিক থাকতে পারে। সামাজিক ব্যবসা সরকারি, বেসরকারি বা দাতব্য কিংবা সকল রকমের মিশ্র মালিকানাতেও চলতে পারে।

সনাতন ব্যবসার মতোই সামাজিক ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য লোকসান গুনতে পারে না। তবে এ ব্যবসায় কোনো মুনাফা হলে সেটা এ ব্যবসায় পুঁজিবিনিয়োগকারীদের হাতে ফিরিয়ে হাতে ফিরে যায় না। পুঁজিবিনিয়োগকারী শুধু যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন সেটা ফেরৎ নিতে পারেন। এর বেশি কোনো টাকা লভ্যাংশ হিসেবে নিতে পারবেন না। সামাজিক ব্যবসায়ে যে মুনাফা হয় সেটা বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে না দিয়ে ব্যবসায়ে পুনঃনিয়োগ করা হয়। পরিবেশে এই মুনাফা আসলে যায় উদ্দিষ্ট উপকারভোগীদের হাতে সুলভ পণ্য, উন্নততর সেবা ও আরও সহজপ্রাপ্যতার আকারে।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ব্যবসায়ে মুনাফা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। সাামজিক ও লক্ষ্য কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না করেও দুটি কারণে সামাজিক ব্যবসাকে মুনাফা করতে হবে। কারণ দুটি হলো : প্রথমত বিনিয়োগকারীদের পুঁজি ফিরিয়ে দিতে আর দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকার জন্য।

একটা সনাতনী সর্বোচ্চ মুনাফামুখি ব্যবসার মতোই সামাজিক ব্যবসার জন্যও একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা দরকার। সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের প্রেরণায় এবং খরচ পুষিয়ে নেবার প্রেরণায় সামাজিক ব্যবসা তার কর্মতৎপরতার দিগন্ত নানাভাবে প্রসারিত করতে পারে। এটা করা যেতে পারে নতুন ভৌগলিক এলাকায় ব্যবসা সম্প্রসারিত করে, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা প্রদত্ত সেবার পরিসর বাড়িয়ে বা মান উন্নত করে, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রয়াস বাড়িয়ে দিয়ে, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে, নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করে এবং বিপণন বা সেবা প্রদানের বেলায় উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করে। এভাবে সুলভ মূল্যে পণ্য ও সেবা নিয়ে দরিদ্রতর ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো সহজ হয়।

অবশ্য, সামাজিক ব্যবসার মূলকথা হলো কোনো রকম লোকসান না দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা ও একই সাথে জনসাধারণ ও গোটা পৃথিবীর সেবা করা, বিশেষ করে যারা সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত তাদের সর্বোত্তম উপায়ে সেবা করা।

সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগের টাকা ফিরে পেতে কত সময় লাগবে– এমন প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, সামাজিক ব্যবসায়ের বিনিয়োগ প্রস্তাবপত্রে কী মেয়াদে বিনিয়োগ ফিরিয়ে দেওয়া হবে তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকতে পারে। এটা পাঁচ, দশ বা বিশ বছরেও হতে পারে।

সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগের তহবিল একবার হাতে ফেরত আসার পর বিনিয়োগকারীরা ঠিক করতে পারেন এই তহবিলটা নিয়ে তারা কী করবেন। এ মূলধন হয় তারা একই সামাজিক ব্যবসায়ে আবার বিনিয়োগ করতে পারেন, নয় আরেক সাামজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন, এমন কি হয়তো মুনাফামুখি ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন, কিংবা ঐ অর্থ তাদের ব্যক্তিগত কাজে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে কেন বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ সামাজিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করবে? মোটামুটি বলতে গেলে বিষয়টা এরকম : মানুষ যে সন্তুষ্টির অর্থ বা সম্পদ দান করে সে ধরনের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি সামাজিক ব্যবস্থা থেকেও পেতে পারে। আর বলাবাহুল্য এ সন্তুষ্টি আরও অনেক বেশিই হতে পারে কেননা যে কোনো দাতব্য কর্মে প্রদত্ত দানের টাকার মতো একবার কাজ করে এর কার্যক্ষমতা থেকে যাবে না বরং সমাজের আরও বেশি লোকের

www.nagorikpathagar.org

উপকারের জন্য একটা কাজ করেই চলবে। গোটা বিশ্ব জুড়ে মানুষ প্রতি বছর শত শত কোটি ডলার দান করে দাতব্য উদ্দেশ্যে। তারা আরও মানুষের উপকারের জন্য এমনিভাবেই অর্থ দিতে উদগ্রীব। তবে সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সাথে এর বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, সামাজিক ব্যবসায়ে কেউ একজন যে ব্যবসা গড়ে তা স্বনির্ভর। প্রতি বছর ঐ ব্যবসায়ে নতুন করে টাকা ঢালার দরকার নেই। সামাজিক ব্যবসা স্বচালিত, সে নিজেকে টিকিয়ে রাখে, নিজেই সম্প্রসারিত হয়। এ ব্যবসার পত্তন একবার হওয়ার পর নিজেই বাড়ে, আর নিয়ে আসে আরও বেশি সামাজিক উপকার।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ব্যবসায়ে যারা বিনিয়োগ করেন তারা তাদের টাকা ফেরত পান। তারা ফেরত পাওয়া অর্থ একই অথবা ভিন্ন সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। আর এভাবে একই মূলধনের অর্থ সমাজের জন্য আরও উপকার আনতে পারে।

সামাজিক ব্যবসা এমন একটা ব্যবসা যেখানে উদ্যোক্তা তার দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার সমাধানও করতে পারেন। এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগকারীরা তাদের মূলধন ফিরে পাবার পরও তিনি এর মালিক থেকে যান ও এর ভবিষ্যত কর্মপন্থাও নির্ধারণ করেন। এ কারণে নিজ স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের সুযোগ সামাজিক ব্যবসাকে আরো রোমাঞ্চকর করে তোলে।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ

সামাজিক ব্যবসা প্রবর্তনের পর বাজার হঠাৎ করেই যেন একটা কিছু অভিনব ও আগ্রহ উদ্দীপক বিকল্প খুঁজে পায়, ক্রমে এ ব্যবসা হয়ে ওঠে আরও কৌতূহলোদ্দীপক, আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক। সামাজিক ব্যবসার প্রচারণার বিষয়টি সমান মর্যাদায় বাজারে এসে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন বা প্রচারণায় অর্থ ব্যয় ছাড়াই।

সামাজিক ব্যবসা একই বাজারে মুনাফামুখি ব্যবসার পাশাপাশি তার তৎপরতা চালাবে। অনেক সময় এ ব্যবসা সনাতন ব্যবসার সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে, আর সনাতন মুনাফামুখি ব্যবসাকে কৌশলগতভাবে পিছু হটিয়ে দেবেও হয়তো। আর তাদের কাছ থেকে বাজারের ভাগও খসিয়ে নেবে ঠিক অন্য সব প্রচলিত ব্যবসার মতোই। যদি কোনো সামাজিক ব্যবসা কোনো একটি বিশেষ পণ্য বা সেবা বাজারে নিয়ে আসে যা মুনাফামুখি ব্যবসাও তৈরি ও বিক্রি করে তাহলে সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ঠিক করবে কাদের পণ্য কিনবে বা কাদের সেবা গ্রহণ করবে। যেমন এখন তারা বিভিন্ন প্রতিযোগী মুনাফামুখি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

থেকে বাছাই করে থাকে। তারা বিচার-বিবেচনা করে দেখবে পণ্য বা সেবার দাম, গুণমান সুবিধা, প্রাপ্যতা, ব্রান্ড ভাবমূর্তি ইত্যাদি চিরাচরিত বিষয় যা গ্রাহকদের পছন্দকে প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত বিষয় বা কারণ গ্রাহককে প্রভাবিত করবে সেটা হলো সামাজিক ব্যবসা যেসব সামাজিক উপকার নিয়ে আসে। যেমনটি আজকের কোনো কোনো গ্রাহক এমন সব কোম্পানির পণ্য বা সেবার পৃষ্ঠপোষকতা করতে পছন্দ করে যাদের কর্মী-বান্ধব বা শ্রমিক-বান্ধব হবার সুখ্যাতি আছে, যারা পরিবেশ সচেতন ও সামাজিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক ব্যবসা সনাতন পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার মতোই একই ভিত্তিতে মুনাফামুখি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সর্বোত্তম প্রতিযোগী হিসেবে বিজয়ী হয়েই টিকে থাকতে সক্ষম হবে।

সামাজিক ব্যবসা কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে। কোন ব্যবসায়ী কত বেশি দক্ষতার সঙ্গে সমাজের সমস্যার সমাধান দিতে পারে তার উপর নির্ভর করবে প্রতিযোগিতার সাফল্য। যদি একই বাজারে দুই বা ততধিক সামাজিক ব্যবসা কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনা করে তাহলে সেটা গ্রাহক ঠিক করবে কোন কোম্পানিকে তারা বেছে নেবে। এখানে আবার বেশিরভাগ গ্রাহকের জন্য প্রধান সিদ্ধান্ত নির্ধারক হবে পণ্য ও সেবার মান। তবে সামাজিক ব্যবসাসমূহের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হবে সেটা হবে বন্ধুত্বপূর্ণ, পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে, যে এগিয়ে যাবে তাকে অন্যরা বাহবা দেবে। কারণ তাদের লক্ষ্য এক : সমাজের মঙ্গল করা। এই প্রতিযোগিতা সনাতন ব্যবসার প্রতিযোগিতার মতো পরস্পর বিধ্বংসী প্রতিযোগিতা হবে না।

বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ব্যাপারে সনাতন ব্যবসার মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। মুনাফামুখি কোম্পানিগুলো মূলধন বা বিনিয়োগ পাবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে। এখানে তাদের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় তা হলো ভবিষ্যতে আরও বেশি মুনাফা করার সম্ভাবনা কার কত বেশি, সম্প্রসারণের সুযোগ কার কত বেশি ইত্যাদি। যদি বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী মনে করে দুই কোম্পানির মধ্যে 'ক' কোম্পানি 'খ' কোম্পানির চেয়ে বেশি মুনাফা করতে সক্ষম তাহলে বিনিয়োগকারীর দল 'ক' কোম্পানির শেয়ার কিনতে ছুটবে। তারা আরও আশা করে যে তারা কোম্পানির শেয়ার মূল্য বাড়ার কারণেও লাভবান হবে। কোম্পানির সম্পদ বাড়ার কারণে শেয়ারের মূল্যমান বেড়ে যাবে। এ বিষয়টি ইতিবাচক একটা চক্রের সূচনা করে, যার কারণে 'ক' কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে চলবে ও তাতে বিনিয়োগকারীরা খুশি হবে।

এর উল্টো ঘটনা ঘটে সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে। যখন দুটি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারী পেতে প্রতিযোগিতায় নামে তাদের ঐ প্রতিযোগিতা

www.nagorikpathagar.org

সর্বাধিক ভবিষ্যৎ মুনাফা করার ভিত্তিতে হয় না, প্রতিযোগিতা হয় কে কী পরিমাণ সামাজিক উপকার নিশ্চিত করতে পারবে তার ভিত্তিতে। প্রতিটি সামাজিক ব্যবসায় দাবি করবে যে সমাজ ও পৃথিবীর জনসাধারণকে তারা তাদের প্রতিযোগীর চেয়ে আরও ভালো সেবা প্রদান করতে পারবে, সাামজিক সমস্যা দ্রুত ও নিশ্চিত সমাধান দিতে পারবে। আর এ ব্যবসা তাদের দাবির সপক্ষে একটা ব্যবসায় পরিকল্পনা গড়ে তুলে তার পক্ষে প্রচারণা চালাবে। সামাজিক ব্যবসায়ের বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন সামাজিক ব্যবসার পরিকল্পনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখবে। কারণ তারা তো তাদের অর্থ বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে সমাজের উপকারের জন্য। তারা নিশ্চিত হতে চাইবে তাদের বিনিয়োগে সর্বাধিক কল্যাণ নিয়ে আসবে। যেমন মুনাফা প্রত্যাশী করে তাদের স্টক-শেয়ারের দামও বাড়বে, তেমনি একজন সামাজিক বিনিয়োগকারীও চাইবে তার কোম্পানি, যেটি সমাজের কোনো সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত, সেটি যেন লক্ষ্যের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।

এমনিভাবে প্রতিযোগী সামাজিক ব্যবসা তাদের দক্ষতা বাড়াতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে এবং আরও ভালোভাবে মানুষ ও পৃথিবী সেবা করবে। সামাজিক ব্যবসার এটা এক বিরাট শক্তি। সামাজিক ব্যবসা মুক্তবাজার প্রতিযোগিতার সুবিধাগুলো নিয়ে আসে সামাজিক উন্নয়নের ভুবনে।

কোনো সৃজনশীল ধারণার সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার একটা শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যখন অনেক লোক কোনো ধারণার সৃষ্টি ও পরবর্তীতে এক পরিমার্জন করে নিটোল, নিখুঁত করে তুলতে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, যখন প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের কাছে বা তাদের প্রতিষ্ঠানে অর্থপ্রবাহ শুরু হয় তখন এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি লোকের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। আমরা বহুভাবে প্রতিযোগিতার প্রভাব লক্ষ করি। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা কম্পিউটার নির্মাতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার উল্লেখ করতে পারি। বলতে পারি, এর ফলে তাদের তৈরি কম্পিউটারের গতি, শক্তি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। জাপানের তৈরি গাড়ি ও ইলেকট্রনিক পণ্যের অভ্যুদয়ের মুখে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোকেও তাদের পণ্যগুলোর মানের উন্নতি ঘটাতে হয়েছে।

সমাজকল্যাণমূলক বিনিয়োগের জন্য একটা প্রতিযোগী বাজার তৈরি করা হলো সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যারা পৃথিবীর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সেবা করতে চায় তাদের মাঝেও একই ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তবে সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতা মুনাফামুখি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় গুণগত দিক থেকে ভিন্ন হবে। কারণ, মুনাফামুখি ব্যবসায়

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতা হয় আরও বেশি টাকা অর্জন নিয়ে। এ ব্যবসায় কারও যদি লোকসান হয় সেটা আর্থিক লোকসান। সামাজিক ব্যবসার প্রতিযোগিতা হবে সমাজের কল্যাণ নিয়ে, একটা ধারণা বা পণ্য বা প্রতিষ্ঠান গঠন নিয়ে, যা একটা সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনে সর্বোত্তমভাবে সক্ষম। সামাজিক ব্যবসার প্রতিযোগীরা থাকবে পরস্পরের প্রতি বন্ধুসুলভ। তারা একে অন্যের কাছ থেকে শিখবে। আর তাদের কেউ যদি আরেকটা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একই ক্ষেত্রে ব্যবসায় নামতে দেখে তাহলে চিন্তিত হবার চেয়ে বরং খুশি হবে।

সামাজিক ব্যবসার বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য আমি একটা আলাদা "স্টক এক্সচেঞ্জ" প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব করছি। যে স্টক এক্সচেঞ্জ "সামাজিক স্টক মার্কেট" নামে পরিচিত হবে। আর এ বাজারে তালিকাভুক্ত থাকবে। কেবল সামাজিক ব্যবসার কোম্পানিগুলো। সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার কেনাবেচার জন্য এরকম একটি বাজার থাকলে তা থেকে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। এই বাজার তারল্য তৈরি করবে, নগদায়ন সম্ভব হলে শেয়ার পাওয়া যাবে। এই বাজার তারল্য তৈরি করবে, নগদায়ন সম্ভব হলে মেয়ার মালিকদের পক্ষে সামাজিক ব্যবসায়ে প্রবেশ ও প্রয়োজনে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে। যেমন মুনাফামুখি ব্যবসাগুলোর বেলায় তা সম্ভব তাদের স্টক এক্সচেঞ্জ থাকার কারণে। সামাজিক স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সম্ভব হবে সামাজিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জনযাচাই ও মূল্যায়ন। ফলে একটা স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যেমন প্রতারণা, মিথ্যা প্রতিবেদন, ফাঁপিয়ে তোলা দাবি, ছদ্ম ব্যবসা ইত্যাদি সামাল দিতে পারবে, আর এতে জনসমক্ষে সামাজিক ব্যবসা ভাবমূর্তির উন্নতি হবে। আসবে আরও অর্থ, আরও উদ্যম, বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা, উভয় পক্ষ থেকেই।

দুই ধরনের সামাজিক ব্যবসা

সামাজিক ব্যবসার ধারণা বিকশিত হবার এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা এ ব্যবসার সাধারণ একটা রূপরেখা মাত্র পেতে পারি কাল পরিক্রমায় একদিন সামাজিক ব্যবসা গোটা পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠবে, আর সুনিশ্চিতভাবেই এ ব্যবসার বৈশিষ্ট্য ও আকার-আঙ্গিকগুলো সুসন্বিতভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এখন আমি দুই ধরনের সামাজিক ব্যবসার কথা তুলে ধরছি।

প্রথম ধরনের ব্যবসার কথা আমি ইতোমধ্যেই বলেছি। এ কোম্পানিগুলো তার মালিকের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা করার পরিবর্তে সামাজিক উপকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবার ওপর মনোনিবেশ করে। দারিদ্র্য হ্রাস, গরিবের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সামাজিক ন্যায়বিচার, টেকসই প্রযুক্তি ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে এসব ব্যবসা গড়ে উঠবে। এ ব্যবসার বিনিয়োগকারীরা আর্থিক দিক থেকে পুরস্কৃত হবার চেয়ে আত্মিক সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় ধরনের ব্যবসা ভিন্ন ধরন ও শৈলীতে পরিচালিত হবে। এগুলো হবে সর্বোচ্চ মুনাফাকারীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু এর মালিকানায় থাকবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। এ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে সামাজিক উপকারটি আসে এই যে, এই ব্যবসার মুনাফা ও শেয়ারের মূল্যমান বৃদ্ধির সুফল সরাসরি গরিবদের হাতে যাবে আর তার ফলে গরিব মানুষের দারিদ্র্য কমে আসবে, কিংবা তারা পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত হবে। দরিদ্র মানুষকে মুনাফার সুযোগ দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত করাই হলো সামাজিক ব্যবসার লক্ষ্য।

এখন দুটি সামাজিক ব্যবসার মধ্যে পার্থক্যগুলো লক্ষ করুন। প্রথম ধরনের সামাজিক ব্যবসার বেলায় পণ্য, সেবা ও ব্যবসার পরিচালনা পদ্ধতির প্রকৃতিই সমাজকল্যাণ সাধন করে। এ ধরনের সামাজিক ব্যবসার গরিবদের সহায়তার জন্য তাদের জন্য যথা উপযুক্ত পণ্য দিতে পারে। এ ধরনের ব্যবসা পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে পারে, সামাজিক বৈষম্য কমাতে পারে, মাদকাসক্তি, পরিবারিক সহিংসতা, বেকারত্ব বা অপরাধ হ্রাস বা উপশমে কাজ করতে পারে। কোনো ব্যবসা এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার পাশাপাশি পণ্য ও সেবা বাবদ আয়ের অর্থে খরচ মেটাতে সক্ষম হলে তাকে সামাজিক ব্যবসা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এ ব্যবসা তার বিনিয়োগকারীদেরকে কোনো মুনাফা প্রদান করে না। শুধু তারা বিনিয়োগের অর্থ ফেরৎ পায়।

দ্বিতীয় ধরনের সাামজিক ব্যবসার আওতায় যেসব পণ্য সামগ্রী বা সেবা উৎপাদিত হয় তাতে অন্য কোনো পণ্য বা সেবা থেকে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এ ধরনের কোম্পানি সামাজিক উপকার তৈরি করে শুধু গরিব মানুষকে ব্যবসার এবং সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়ে। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ (এই গরিব ও সুবিধাবঞ্চিতদের সংজ্ঞা আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেওয়া থাকবে)। কোম্পানির লাভ অভাবী মানুষের উপকারে যাবে।

ধরুন, দেশের একটি গরিব এলাকা কোনো একটা নদী দ্বারা মূল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। নদীটি খুবই গভীর, চওড়া ও বুনো স্বভাবের, যা পার হওয়া পথচারী বা কোনো সাধারণ গাড়িঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ফেরি দ্বারাই এ নদী পার হওয়া সম্ভব, যা বলাবাহুল্য, ব্যয়বহুল, মন্থর ও অনিয়মিত। ফলে ঐ এলাকার গরিব ও অল্প আয়ের অধিবাসীদেরকে আর্থসামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়। আর তার ফলে তাদের আয় কমে যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পায় না। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশকীয় সেবা তাদের নাগালে থাকে না। আমাদের দৃষ্টান্তে আমরা ধরে নিচ্ছি যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারগুলো এ ধরনের সমস্যার প্রতিকারে অক্ষম। এর কারণ, তাদের তাহবিলের অভাব রয়েছে, রাজনৈতিক ঔসাদীন্যের মতো নির্দয় বাস্তবতা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এখন ধরুন একটি বেসরকারি কোম্পানি গঠন করা হলো। এর উদ্দেশ্য– একটা বিচ্ছিন্ন পল্লি জনপদের সাথে দেশের বাণিজ্য যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি নতুন সড়ক ও আধুনিক সেতু নির্মাণ। এই কোম্পানিটিকে সামাজিক ব্যবসা হিসেবে দুভাবে গড়া যায়।

প্রথমত, এই কোম্পানি গরিব এলাকার স্বল্প আয়ের মানুষগুলোকে একটা রেয়াতি হারে কম 'তোলা'র বিনিময়ে তাদের জন্য শহরে যাওয়া-আসার সুযোগ করে দিতে পারে। আর তার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত অধিবাসী এবং বড়ো বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বেলায় উচ্চহারে তোলা নিতে পারে (অবশ্য এটা ঠিক এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কিছু যাচাই-পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে রেয়াতি তোলা সুবিধে পাবার যোগ্য গরিব মানুষ কারা তা নির্ণয়ের জন্য)। তোলা খাতে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা দিয়ে সেতু ও সড়ক নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় মিটে যাওয়ার পর একটা সময় অতিক্রান্ত হবার পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে বিনিয়োগকারীরা যে অর্থ শুরুতে দিয়েছিলেন সেই অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। আর যদি এসব ব্যয় মেটানোর পরও রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে যায় তাহলে ঐ অর্থ দ্বারা গ্রামবাসীর কল্যাণে বাড়তি অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে– আরও সড়ক, আরও সেতু কিংবা আর কোনো কোনো সামাজিক ব্যবসা গড়ে তোলা যেতে পারে। ঐ অর্থ স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই সেতু ও সড়ক কোম্পানির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে ঐ গরিব এলাকার দুঃস্থ ও স্বল্প আয়ের লোকদের হাতে দেখা যায়। এটা করা যায় অল্প দামের শেয়ার তাদের মধ্যে বিক্রি করে। হয়তো ওদের অনেকের হাতেই শেয়ার কেনার মতো টাকা থাকবে না। সেজন্য তাদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে অথবা কোনো সামাজিক ব্যবসা তহবিল থেকে ঋণের বা বিনিময়ের টাকাটা পরে কোম্পানির মুনাফা থেকে সমন্বয় করে নিয়ে পরিশোধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর পরেও আরও যে মুনাফা আসবে তোলা খাতে তা হয় নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে অথবা গরিব ও অল্প আয়ের অধিবাসী যারা কোম্পানির মালিক তাদেরকে মুনাফার আকারে ফেরত দেওয়া যায়। আর এভাবে এ দরিদ্র ও অল্প আয়ের মানুষগুলোকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়।

গ্রামীণ ব্যাংক গরিবদেরকে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রাকারের ঋণ দেয় যাতে করে তারা ছোটখাটো ব্যবসা করতে ও শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে পারে। যদি ধনীরা এই ব্যাংকের মালিক হতো তাহলে গ্রামীণ ব্যাংক রীতিমতো একটা সর্বোচ্চ মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতো। কিন্তু তা হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ঋণ গ্রহীতারা গরিবেরা। এ প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯৭ শতাংশ শেয়ারের মালিক ঋণ গ্রহীতারা নিজেরা।

গ্রামীণ ব্যাংক তার মালিকানার বিচারে একটা সামাজিক ব্যবসা। গ্রামীণের মতো একটি বিশাল ব্যাংকের মালিক যদি দরিদ্র মানুষ হতে পারে তাহলে অন্য যে কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার মালিক গরিব জনগণ হতে পারে যদি আমরা সঠিক মালিক-ব্যবস্থাপনা মডেল হাজির করতে পারি।

আর এও ঠিক যে একটি সামাজিক ব্যবসা গরিবদেরকে উভয় প্রকারের উপকার সমন্বিত আকারে প্রদানে সক্ষম হতে পারে। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন এক পরিকল্পনা অনুরসণ করতে পারে যেন এ প্রতিষ্ঠান যে পণ্য বিক্রি করে বা যে সেবা প্রদান করে তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই সামাজিক উপকার সৃষ্টি হয়। আর এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারে গরিব বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষ।

সামাজিক ব্যবসা ও সামাজিক উদ্যোগের (স্যোশাল ইন্টারপ্রেনিয়রশিপ) পার্থক্য

অনেক লোকই সামাজিক ব্যবসার কথাটা যখন প্রথমবারের মতো শোনে তখন মনে করে : "আমি তো এ সম্বন্ধে জানি, এটা স্যোশাল ইন্টারপ্রনিয়রশিপের আরেক নাম।" কেননা, প্রথমবার শুনলে সামাজিক ব্যবসাকে সামাজিক উদ্যোগ বলে মনে করা হয়। আমার বন্ধু বিল ড্রেটন তাঁর আশোকা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগের ধারণাকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়ে একটা বিশ্বআন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

কয়েক দশক আগে বিলের বিশ্বাস জন্মায় যে, সৃষ্টিধর্মী উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে কজে লাগিয়ে জটিল ও সর্বব্যাপী সামাজিক সমস্যা দূর করা যায়। তিনি লক্ষ করেন, বিশ্বের বহু লোকই ইতোমধ্যে কাজটা করছে, তারা যে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে পড়েন সেটা উপলব্ধি না করেই। বিলের অন্যতম প্রথম উদ্যোগ ছিল এই বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের খুঁজে বের করা এবং তাদের 'অশোকা ফেলো' নামে অভিহিত করে স্বীকৃতি দেওয়া। এরপর তিনি তাঁর এ উদ্যোগকে আরও উন্নতর স্তরে নিয়ে যান, সামাজিক উদ্যোক্তাদের একত্রিত করে সম্মেলন, বৈঠক ও কর্মশালার আয়োজন করে, তাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে শিখতে সাহায্য করে, তাদেরকে কিছু ছোট আকারের অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করে, দাতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তাদের কার্যকলাপের প্রামাণ্য দলিল তৈরি করে এবং ভিডিওতে ধারণ করে তাদের কাজ ও দর্শনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

আজ "সামাজিক উদ্যোগ" একটা স্বীকৃত আন্দোলন। আশোকা ফাউন্ডেশন ছাড়াও আরও কয়েকটি ফাউন্ডেশন যেমন : জেফ স্কোল (ই'বে-র প্রথম কর্মী ও সিইও) প্রতিষ্ঠিত স্কোল ফাউন্ডেশন ও ক্লাউস শোয়াব (ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-

www.nagorikpathagar.org

এর প্রতিষ্ঠাতা) প্রতিষ্ঠিত শোয়াব ফাউন্ডেশন ফর সোশ্যাল এন্টরপ্রেনিয়রশিপসহ অনেক ফাউন্ডেশন রয়েছে যারা সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত। বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা, তাদেরকে সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়াই এই ফাউন্ডেশনসমূহের মিশন।

'সামাজিক উদ্যোগ' ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ উভয়ের মাঝেই একটা পরিচিত ধারণা হয়ে উঠেছে। অমেরিকান বিজনেস ম্যাগাজিন "ফার্স্ট কোম্পানি" প্রতি বছর ২৫ জন সেরা সামাজিক উদ্যোক্তার তালিকা প্রকাশ করে। এটা তারা করে বিশ্বের সবচেয়ে কার্যকর সমাজসেবা সংগঠনগুলোকে মনোযোগের উজ্জ্বল প্রদীপের নিচে এনে তাদের কয়েকটিকে তহবিলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। 'সামাজিক উদ্যোগ' এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ে মর্যাদা পেয়েছে। আর এভাবে জ্ঞান চর্চার এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক ৩০টি উচ্চতর ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের তালিকাভুক্ত হয়েছে। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুকুয়া স্কুল অব বিজনেস-এ বর্তমানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ড. গ্রেগরি ডি'স এ বিষয়ে প্রথম কোর্স চালু করেন ১৯৯৫ সালে হার্ভার্ডে।

'সামাজিক উদ্যোক্তা' ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব সমস্যার মোকাবেলায় অপরিহার্যতাবোধ থাকা দরকার সেসব সমস্যার একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে মানুষের মনে এ ধারণা একটা শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি করে। এ আন্দোলন আজ এ ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বলেই আমরা আজ পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাই যে, একটা সুবিশাল পরিসরের বহুলোক অন্য মানুষের সাহায্য-সহায়তার জন্য দারুণ সব কাজ করে চলেছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়ই এ আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সামাজিক ব্যবসা ও সামাজিক উদ্যোগ একই গোষ্ঠীভুক্ত জিনিস, কিন্তু এক জিনিস নয়। যেমন ফসল বলতে সকল রকম ফসলকে বুঝায়, কিন্তু ধান বলতে একটি বিশেষ ফসলকে বুঝায়। এখানেও বিষয়টি সেরকম। সামাজিক উদ্যোগ সুবিশাল আওতার এক ধারণা। সাধারণত মানুষকে সাহায্য-সহায়তা করতে যে কোনো উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগকে সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ উদ্যোগ হতে পারে অর্থনৈতিক বা অর্থনীতি-বহির্ভূত, মুনাফাভিত্তিক, বা মুনাফাবর্জিত, স্বনির্ভর কিংবা দাতানির্ভর, ইত্যাদি। অসুস্থ মানুষের জন্য বিনা পয়সার ওষুধ বিতরণকে সামাজিক উদ্যোগের একটা দৃষ্টান্ত বলা যায়। আবার কোনো গ্রামে যেখানে স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে একটা স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করে সনাতনী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত মুনাফা করে সেটাকেও বলা হবে সামাজিক উদ্যোগ।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ব্যবসা সামাজিক উদ্যোগেরই একটা উপশাখা। যারা সামাজিক ব্যবসার পরিকল্পনা করে সামাজিক ব্যবসা পরিচালনা করে তারা সবাই সামাজিক উদ্যোক্তা। কিন্তু সব সামাজিক উদ্যোক্তা সামাজিক ব্যবসায় নিয়োজিত নয়।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনায় সামাজিক ব্যবসা আলোচনায় আসেনি, কেননা তখনও ধারণাটির অস্তিত্ব ছিল না। এখন যেহেতু এ ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে ও এ ধারণাকে কাজে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে সেহেতু আমি নিশ্চিত বলতে পারি, বহু সামাজিক উদ্যোগ এখন সামাজিক ব্যবসায় আগ্রহী হবে।

সামাজিক উদ্যোগ আন্দোলন এখন সামাজিক ব্যবসা সৃষ্টি ও এর প্রচার-প্রসারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শুরু করতে পারে। সামাজিক ব্যবসাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য যথোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলে সেগুলোকে দক্ষ ও শাণিত করে নেওয়ার উদ্যোগে ও মনোযোগ দেওয়া হতে পারে। কোনো কোনো সামাজিক ব্যবসা ক্রমে ক্রমে সামাজিক উদ্যোগের সব চাইতে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, কেননা সামাজিক ব্যবসা যে কোনো সনাতনী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি সামাজিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম।

দো-আঁশলা ব্যবসা?

যারা সামাজিক ব্যবসা চর্চা করেন তাদের অনেকেই ভাবেন, আচ্ছা সনাতন ও সামাজিক এ দুয়ের সংমিশ্রণে একটা দো-আঁশলা ব্যবসা প্রবর্তন করলে কেমন হয়? এতে ব্যক্তিগত মুনাফাকারী ব্যবসার বৈশিষ্ট্যও থাকবে আবার সামাজিক ব্যবসার সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যও থাকবে? এটা করলে কেমন হয়?

বলাবাহুল্য মুনাফামুখি ব্যবসা মুনাফার উদ্দেশ্য দ্বারা তাড়িত। তার অর্থ এ ব্যবসার মূল অভিপ্রায় হলো ব্যক্তিগত লাভের ইচ্ছা। সামাজিক ব্যবসা মানুষ ও পৃথিবীর কল্যাণ কামনায় নিবেদিত। নিঃস্বার্থভাবে কল্যাণে এটার সৃষ্টি। এ দু ব্যবসার, অর্থাৎ সনাতন ব্যবসা এবং সামাজিক ব্যবসা, একদিকে ব্যক্তিগত মুনাফা, অন্যদিকে কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবসা– এই দুই লক্ষ্যকে একত্রে করে ব্যবসা করতে অসুবিধা কোথায়? অর্থাৎ আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থকে একই ব্যবসার মধ্যে নিয়ে আসলেই তো হলো।

নিশ্চয়ই এটা সম্ভব, নানা উপায়েই সম্ভব। যেমন, শতকরা ৬০ ভাগ কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও শতকরা ৪০ ভাগ ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসার কল্পনা করা চলে। এ ধরনের অসংখ্য মিশ্রণের ব্যবসা হতেই পারে। এই মিশ্রণে কোনটার কতভাগ থাকবে সেটা স্থির করে নিতে হবে– আত্মস্বার্থ কতভাগ? পরস্বার্থ কতভাগ? কোনটা অগ্রাধিকার পাবে।

www.nagorikpathagar.org

তবে বাস্তবের এই পৃথিবীতে, দুই পরস্পর সংঘাতময় উদ্দেশ্য-সর্বোচ্চ মুনাফা করা ও সমাজকল্যাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা পরিচালনার কাজটা খুবই কঠিন হবে। এ রকম কোম্পানির মিশন যেভাবেই পরিকল্পিত হোক না কেন, এই দো-আঁশলা ব্যবসার নির্বাহী কর্মকর্তারা ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবেন ব্যক্তিগত মুনাফার আকর্ষণীয় লক্ষ্যে। যেমন ধরুন, আমরা হয়তো একটা খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির সিইওকে নির্দেশ দিলাম, মুনাফা সর্বাধিক করার ও একই সাথে গরিব শিশুদের যথাসম্ভব কম দামে উন্নতমানের খাবার দিয়ে তাদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করার। এখন সিইও বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন এই ভেবে যে এ নির্দেশের কোন অংশটি আসল নির্দেশ। তার সাফল্য কোন নিরিখে বিচার করা হবে– তিনি বিনিয়োগকারীদের জন্য কত মুনাফা এনে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে, না যেসব সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করেছেন তার ভিত্তিতে?

ব্যাপারটা আর গোলমেলে হয়ে ওঠে তখন যখন চলতি ব্যবসার পরিবেশ হয় একান্তভাবেই মুনাফাকেন্দ্রিক। আজকের দিনে ব্যবসায়ের সাফল্য বিচারে যেসব হাতিয়ার রয়েছে সেগুলো বিচার করে ব্যবসাটা সর্বোচ্চ মুনাফা করছে কি না। হিসেব সংরক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য মান-প্রমিতি স্পষ্টতই সে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তৈরি। মুনাফা নির্ণীত হতে পারে নিখুত অর্থপরিমাপে। কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্যে কতটুকু অর্জিত হলো তা নির্ণয়ে ধারণাগত জটিলতা রয়েছে। যেমন ধরা যাক, বলা হলো, শিশুদের পুষ্টির জোগান উন্নত করাই লক্ষ্য। তাহলে নির্ণয় করতে হবে, কোন শিশুরা যথার্থ 'অপুষ্টির শিকার'। তাদের পুষ্টিকর খাদ্য জোগানোর আগে ও পরে তাদের পুষ্টিগত অবস্থা নির্ধারণে কী জৈবমান ব্যবহার করা হবে? আর এসব তথ্য কতটা নির্ভযোগ্য হবে? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। এছাড়া আরও সমস্যা রয়েছে। যেহেতু সামাজিক সমস্যাগুলো সহজাত কারণেই জটিল সেহেতু সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি পেতে মুনাফার তথ্যের চাইতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে।

এসব কারণে আমাদের সিইও মহোদয় দেখবেন যে মূলত সর্বোচ্চ মুনাফাকারী ব্যবসা হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠান চালানো ও সেই নিরিখে অন্যান্য মুনাফাকারী কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তার বিচার হওয়ার বিষয়টি অনেক সহজ। আর সে কারণেই দো-আঁশলা যৌথ লক্ষ্যের ব্যবসার কর্মদক্ষতা ও সাফল্য নির্ধারণ অনিশ্চিত থেকে যায়। যৌথ লক্ষ্য ক্রমে ক্রমে এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এবং সে লক্ষ্য অবশ্যম্ভাবী হিসেবে হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য। এজন্যই দুই বিশুদ্ধ মডেলের, অর্থাৎ মুনাফামুখি মডেল, এবং সামাজিক ব্যবসা মডেল, নিজ নিজ জগতে পৃথক পৃথক লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়াই বাস্তবসম্মত।

www.nagorikpathagar.org

বিশুদ্ধ মডেলগুলোর একটা বড়ো সুবিধা এই যে, মানুষের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মানোর উদ্দেশ্যে এসব ক্ষেত্রে বাকচাতুর্য ব্যবহারের সম্ভাবনা কম। আপনি যদি সামাজিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকেন এ ব্যবসায়ে যারা বিনিয়োগ করেছেন তারা আপনার কাছ থেকে ব্যক্তিগত মুনাফা আশা করে না। কিন্তু মুনাফামুখি ব্যবসা হলে আপনি টাকা উপার্জনের কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে ভাবার কারণ নেই যে আপনি সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যবসা করছেন।

পুঁথিগত ধারণামাত্র নয়

সামাজিক ব্যবসা কোনো পুঁথিগত ধারণামাত্র নয়। গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ ডানোন-এর মতো, অন্যান্য গ্রামীণ কোম্পানিগুলোর মতো বিশ্ব জুড়েই এখন সামাজিক ব্যবসা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এ নতুন আঙ্গিকের ব্যবসা সামাজিক কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সমন্বিত করে।

সামাজিক ব্যবসা জীবনে ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালনেরর যোগ্যতা রাখে। সামাজিক ব্যবসা নিঃসন্দেহে ইতোমধ্যে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। আজকে বিশ্বের সকল সামাজিক ব্যবসার মূলধন একত্রে যোগ করলেও তা সমগ্র বিশ্বঅর্থনীতির তুলনায় এটি এখনো একটি ক্ষুদ্র অণুকণা মাত্র। এটা এজন্য নয় যে সামাজিক ব্যবসার প্রতি আগ্রহের অভাব রয়েছে কিংবা এর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। বরং এর কারণ অস্তিত্ব হচ্ছে মানুষ আসলে এখনো জানতে পারেনি যে এরকম একটি ধারণার অস্তিত্ব আছে, বাজারেও এর কোনো জায়গা আছে। সামাজিক ব্যবসাকে অনেকে এখনো একটা চটকদার শব্দ হিসেবেই মনে করে। আর এ ব্যবসাকে তারা মূলধারার অর্থনীতি থেকে পৃথক কৌতূহলোদ্দীপক একধরনের ব্যবসা বলে মনে করে। তারা সামাজিক ব্যবসার স্বাভাবিকত্ব দেখতে পায় না। কেননা তাদের দৃষ্টিপথ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখানো তত্ত্বের আবরণে ঢাকা। আমরা যদি স্বীকার করি যে সামাজিক ব্যবসা একটা নিয়মসিদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো তাহলে একে অর্থনীতির মূলধারায় এবং মূল সুরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার ফলে এর জন্য নীতি, বিধিবিধান, রীতিপ্রথা ও নিয়মাবলি প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সবই গড়ে উঠবে। তখন সামাজিক ব্যবসাকে ব্যবসার বিরল প্রজাতি বলে মনে হবে না।

আধুনিক পুঁজিবাদ বিশ্বে সাধারণভাবে সর্বত্র গৃহীত এবং প্রচলিত হবার পর থেকে অনেক দুর্বলতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বিশ্বের বহু মানুষের কাছে এর বিশালায়তন মৌলিক গলদগুলো অসহনীয় মনে হয়েছে। তারা এসব গলদ দূর করতে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে। তারা মূলত ব্যবসা সংক্রান্ত যে অবকাঠামো প্রচলিত রয়েছে তার মাধ্যমে সামাজিক উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সাধনের

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করছে, এতে মূল গলদ দূর করার ব্যাপারে খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবসাই পারে সে মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে যে জবাবের সন্ধান চলছে দুনিয়া জুড়ে।

সমবায় আন্দোলন

ব্যবসায়ী সংগঠনে মানবিকতাপ্রসূত, প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ চিন্তাভাবনা নিয়ে আসার প্রয়াস হিসেবে এককালে শুরু হয়েছিল সমবায় আন্দোলন। এই সমবায় সংগঠনে সবাই হাত মিলিয়ে ব্যবসার মালিক হয় আর সে ব্যবসা সকলের উপকারের জন্য ব্যবস্থাপনাকে দায়িত্ব দেয়।

ওয়েলসের অধিবাসী রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে কাপড়ের কলের মালিক ও পরিচালক ছিলেন। তাঁকেই এই আন্দোলনের পথিকৃৎ বিবেচনা করা হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কয়েক দশকে তিনি শ্রমিকদের নির্মম শোষণ লক্ষ করে মর্মাহত হন। বিশেষ করে তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল মিল শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার ব্রিটিশ পদ্ধতির বেলায়। তখন তাদেরকে মজুরি বা বেতনের অর্থ মুদ্রায় না দিয়ে কৌশল অবলম্বন করা হতো। তাদেরকে বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করে হাতচিঠির মতো একটা চিরকুট ধরিয়ে দেওয়া হতো যা দিয়ে শ্রমিকরা মিল কর্তৃপক্ষের মালিকানায় থাকা দোকান থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য পণ্য কিনতে পারত। আর বলাবাহুল্য যেসব পণ্যাদি তাদের গছিয়ে দেওয়া হতো তা মানের দিক থেকে যেমন নিকৃষ্ট দামের দিক থেকে তেমন অনেক চড়া।

এই শোষণ ও নিপীড়নের দুষ্টচক্রের উল্লেখ আমি করছি তা আমাদের দেশের সুদের মহাজন বা দাদনদারদের শোষণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাদের কাছে বাংলাদেশি গরিব খাতকদের তো প্রায় দাস হয়ে থাকার মতো অবস্থা। এ পরিস্থিতির আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমার এই অভিজ্ঞতার কারণেই আমি চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার কাজ শুরু করি, যার ফল আজকের গ্রামীণ ব্যাংক। ইংল্যান্ডের শিল্পপ্লিবের শ্রমিকদের অবস্থান অনুরূপ ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলেও। সেখনে জমিদারগণ তাদের বিস্তীর্ণ জমিজমা বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করাত, যারা ঋণ নিত জমিদারদের কাছ থেকে। আর খামার মালিক ঐসব শ্রমিক চাষির ধারদেনার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বাধ্য করত, তাদের মালিকানার দোকান থেকে পণ্যসামগ্রী কিনতে, যেখানে পণ্যসামগ্রীর দাম বেজায় চড়া রীতিমতো ভয়াবহ শোষণ। আর এভাবে যে অর্থনৈতিক ফাঁস বা চক্র তৈরি করা হতো সেই বৃত্তাকার ফাঁসের ঘোরাপথে পুঁজির স্রোত প্রবাহিত হতো। ধনী তথা পুঁজিপতি সমাজপতিদের পকেটে যা কখনও মানুষের কল্যাণে আসত না।

www.nagorikpathagar.org

ওয়েন এ সমস্যা মোকাবেলায় বাস্তবধর্মী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কের নিজ মিলগুলোতে পণ্যসামগ্রীর এমন সব দোকান খুলে দেন যেখানে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা ছিল ক্রয়মূল্য থেকে সামান্য বেশিতে। আর এ বেচাকেনায় যে লাভ হতো তা তার কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হতো। ঠিক এই যে বীজ তৈরি হলো তা থেকেই বেরিয়ে এলো সমবায় আন্দোলনের সম্ভাবনাময় চারা– এ কালের মহীরুহ। এ আন্দোলনের কাজ ব্যবসায়ীদের জন্য মুনাফা সৃষ্টি নয়, এর কাজ ছিল সাধারণ গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের উপকার সাধন। আর এভাবেই আন্দোলনের ধারণাটি বিকশিত হয় গ্রাহক-ভোক্তার মালিকানা ও পরিচালনার মাধ্যমে। ওয়েন-এর আদর্শে গড়া ও পরিচালিত দোকানের মডেল আজও গোটা ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে দেখা যায়।

লোভি কোম্পানি মালিকদের শোষণ থেকে গরিবদের বাঁচানোর লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। একটা সমবায় ব্যবসার মালিকানায় অংশীদার হবার কিছু লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ থাকে। এ ধরনের ব্যবসা এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে মধ্যবিত্ত ও সেই সাথে যারা অভাবী তারা উপকৃত হতে পারে। তবে সমবায় সংগঠন যদি স্বার্থান্ধদের পাল্লায় পড়ে তাহলে এটা আবার সমাজের সকলের নয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুনাফার জন্য অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের একটা যন্ত্রেও পর্যবসিত হতে পারে। যখন কোনো সমবায় সংগঠন তার মূল সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় তখন তা বস্তুত যে কোনো মুনাফামুখি ব্যবসায়ের মতোই একটি ব্যবসায় পর্যবসিত হয়।

এনজিও

আরও এক উপায়ে কিছু লোক যথার্থ সামাজিক লক্ষ্যে ব্যবসায়ের গতিশীলতা ও স্বকীয় দক্ষতাকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছে। এরা মুনাফাবিহীন সংগঠন গড়ে তোলেন যার লক্ষ্য সামাজিকভাবে কল্যাণকর পণ্য ও সেবাপণ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মুনাফাবিহীন সংগঠন সামাজিক ব্যবসা নয়। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত তাদের কর্মসূচি থেকে কোনো আয়ের চেষ্টা করে না, অথবা সামান্য আয়ের ব্যবস্থা থাকে যা থেকে ব্যয় মিটানোর কথা চিন্তা করা যায় না। যার অর্থ দাঁড়ায় এসব সংগঠনকে অনুদাননির্ভর হয়ে তাদের কর্মসূচি চালাতে হয়।

সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল কোম্পানি

সনাতন মুনাফামুখি ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকরা কোম্পানিকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীলরূপে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কখনও সখনও একটা মুনাফাকারী ব্যবসা মুনাফার সাথে সাথে কিছু সামাজিক সুবিধা বা সেবা প্রদান করে। কর্পোরেশনগুলো এ পদক্ষেপ কয়েকটি কারণে নিতে পারে :

www.nagorikpathagar.org

- কোম্পানির মালিকের বা কোনো ক্ষমতাশালী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের কার্যকর করার জন্য;
- কোম্পানির জন্য একটা অনুকূল প্রচারের সুবিধা লাভের জন্য, কিংবা নীতি বা ব্যবসাগত কিছু দোষত্রুটি থাকলে তা নিয়ে সমালোচনা এড়ানোর জন্য;
- যেসব গ্রাহক বা ভোক্তা লেনদেন বা কেনাকাটার ক্ষেত্রে ব্যবসার সামাজিক ভাবমূর্তিকে গুরুত্ব দেয় তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য;
- সরকারি নিয়ামক বা আইন পরিষদ সদস্য যারা কোম্পানিকে প্রভাবিত করার মতো আইন প্রনয়নের বিষয় বিবেচনা করেছেন তাদের বন্ধুত্ব ও সমর্থন লাভের জন্য:
- যেসব সামাজিক সংগঠন বা জনস্বার্থরক্ষা গোষ্ঠী কোম্পানির সম্প্রসারণে বাধা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধাচারণ কমানোর জন্য;
- নতুন বজারে, যে বাজার এখন অলাভজনক হলেও আগামীতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এমন বাজারে জায়গা করে নেওয়ার জন্য আর সেই সাথে সাধারণ জনগণের সমর্থন পাবার জন্য।

হয়তো বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলির কোনো মিশ্রণ একটা বিশেষ কোম্পানিকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। তবে কোম্পানিগুলো যেহেতু সর্বোচ্চ মুনাফাকারী ব্যবসা সেহেতু তাদের সিদ্ধান্ত হবে সেই মুনাফা বাড়ানোর জন্য সহায়ক। তাই এসব কোম্পানির কোনো সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য থাকতেও পারে, তার জন্য তারা কাজও করতে পারে। কিন্তু সব কিছুই গৌণ হয়ে যায়, যদি তা ব্যবসার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ মুনাফার সাথে সংঘাত দেখা দেয়।

পরিশেষে আমি বলব আমি যেসব সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছি, যেমনঃ সমবায়, মুনাফাবর্জিত উদ্যোগ বা সামাজিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল মুনাফাকারী ব্যবসা কোনোটার মাঝেই সত্যিকার সামাজিক ব্যবসার মৌলিক শক্তি নিহিত নেই। আর সে কারণেই বিশ্বজুড়ে জোরালো আবেদন রয়েছে এই নতুন ধারণা সামাজিক ব্যবসাটা পরখ করে দেখার জন্য।

যখন সামাজিক ব্যবসার ধারণা সুপরিচিত হয়ে উঠবে, আর বিশ্বের সকল দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে, যখন এই নতুন ব্যবসায়ের চলার পথে নতুন সৃষ্টির ঢল নামবে তখন আমাদের এ বিশ্বের নব রূপান্তরের অমিত সম্ভাবনার পথ খুলে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ব্যবসা কারা করবে?

সামাজিক ব্যবসার ধারণা এখনও নতুন, অপরিচিত। এ ব্যবসা কে সৃষ্টি করবে, কেন করবে, এ বিষয়টা গোড়ায় কল্পনা করা বেশ শক্ত মনে হতে পারে। সকলেই সনাতন ব্যবসা উদ্যোক্তাকে জানে, চেনে। আর এসব উদ্যোক্তার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি যা-ই থেকে থাকুক তাদের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য আমাদের মোটামুটি জানা। সামাজিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতাদের বেলায়ও এক সময় এই একই কথা একদিন প্রযোজ্য হবে কিন্তু এখন সে পরিচিতি নেই।

আমার ধারণা, সুযোগ পেলে প্রতিটি মানুষই সামাজিক ব্যবসায়ের সম্ভাবনাময় অংশীদার হতে এগিয়ে আসবে। সামাজিক ব্যবসায়ের জন্য প্রেরণার উৎস প্রতিটি মানুষের অন্তরে নিহিত রয়েছে। আমরা নিত্য মানুষের এ অর্ন্তনিহিত প্রেরণার স্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করি। মানুষ তাদের পৃথিবীর ব্যাপারে যত্নবান, তাদের পরস্পরের প্রতিও। মানুষের মাঝে পরোপকারের একটা সহজাত প্রেরণা রয়েছে। তারা তাদের নিকটজনের জীবনে উন্নয়ন কামনা করে। আর যদি সুযোগ হয় তারা চায় এমন একটা পৃথিবীতে বসবাস করতে যেখানে অভাব, রোগ-ব্যাধি ও অকারণ দুঃখ-দুর্দশা নেই। এ কারণেই মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শত শত কোটি টাকা দান করে দাতব্য কর্মসূচিতে ও সমাজসেবার উদ্যোগে। তারা এমন কি তুলনামূলকভাবে কম পারিশ্রমিক পেলেও সমাজসেবা খাতে ক্যারিয়ার গড়ায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর এই একই প্রেরণা বহু লোককে সামাজিক ব্যবসায়ে নিয়ে আসবে যখন এই নতুন সুপরিচিত হয়ে উঠবে, মানুষ একে ভালো করে উপলব্ধি করবে।

ভবিষ্যতের সামাজিক ব্যবসা সৃষ্টি যেসব সুনির্দিষ্ট উৎস থেকে হতে পারে তার প্রারম্ভিক কয়েকটির বর্ণনা :

- সকল আকার ও আয়তনের কোম্পানি তাদের নিজস্ব সামাজিক ব্যবসা শুরু করতে চাইবে। অনেকে তাদের বর্তমান 'সামাজিক দায়িত্বশীলতা' (সি.এস.আর) কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে মুনাফার একটা অংশ সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। অন্যেরা সমাজের বঞ্চিতদের সাহায্য করার পাশাপাশি নতুন বাজারের সন্ধানে সামাজিক ব্যবসা সৃষ্টি করবে। তারা অন্যান্য কোম্পানি বা সামাজিক ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ও তাদের সাথে অংশীদারিত্বে নিজেরাই সামাজিক ব্যবসা তৈরি করবে।
- ফাউন্ডেশনগুলো সামাজিক ব্যবসার জন্য পৃথক বিনিয়োগ তহবিল গড়ে তুলবে। ফাউন্ডেশনগুলো সাধারণত সনাতন দাতব্য কর্মক্ষেত্রে তাদের অর্থদান করে থাকে। তাবে তার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনগুলো সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠন করতে পারে। সামাজিক ব্যবসা তাহবিলের সুবিধা

www.nagorikpathagar.org

হলো এই যে এ তহবিলের অর্থ কখনও শেষ হবে না, একই সঙ্গে তহবিলের টাকায় সামাজিক উপকার পাওয়া অব্যাহত থাকবে। ফাউন্ডেশনের সামর্থ্য সম্প্রসারণের জন্য এই তহবিলের অর্থ কাজে লাগানো যাবে।

- ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোক্তা, যাদের মুনাফামুখি ব্যবসায় সাফল্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে তাদের সৃষ্টিশীলতা, প্রতিভা ও ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য যাচাই করতে পারে। তাদের এ উদ্যম আসতে পারে তাদের নতুন কোনো সৃজনশীল ক্ষমতা জনসমক্ষে নিয়ে আসার ইচ্ছে থেকে, কিংবা তারা তা করতে পারে শুধু নতুন কোনো কিছু করে দেখার বাসনা থেকেও। যারা তাদের প্রথম নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াসে সাফল্যের মুখ দেখবে তারা হয়তো আরও নতুন নতুন সামাজিক ব্যবসা সৃষ্টি করবে।
- বিশ্বব্যাংক এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলিসহ আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় দাতারা আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গৃহীত সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগগুলোকে সহায়তা দেওয়ার জন্য সামাজিক ব্যবসা তাহবির গঠন করতে পারে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলো সামাজিক ব্যবসাকে সহায়তা করার জন্য নিজ নিজ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা সাবসিডিয়ারী গঠন করতে পারে, যেমনঃ স্যোশাল বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ইত্যাদি।
- সামাজিক ব্যবসাকে সহায়তা ও এ ব্যবসাকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার এবং স্থানীয় সরকার সামাজিক ব্যবসা উন্নয়ন তহবিল গঠন করতে পারে।

সনাতন ব্যবসা এবং সামাজিক ব্যবসা- এ দুই বিকল্প পথের মধ্যে কোনটাকে ব্যক্তিবিশেষ, কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীরা বেছে নেবে? বলা বাহুল্য, শুরুতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুনাফামুখি ব্যবসা এবং সামাজিক ব্যবসা–দুটোতেই অংশ নেবার আগ্রহ থাকবে। তাদেরকে কোনো একটাকে ছেড়ে শুধু একটাকে বেছে নিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতায় পড়তে হবে না। তবে মুনাফামুখি ব্যবসা আর সামাজিক ব্যবসার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্যের বিচার-বিবেচনায় বিভিন্ন অনুপাতে বিনিয়োগ হতে পারে। যেমন :

- কোনো ব্যক্তিবিশেষের কিছু মূলধন থাকলে সে তার একটা অংশ ব্যক্তিগত মুনাফাকারী ব্যবসায় ও অবশিষ্টাংশ সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

- ব্যক্তিগত মুনাফাকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ড তাদের বছরের মুনাফার অংশবিশেষ আরেকটি মুনাফামুখি কোম্পানি কেনায় বিনিয়োগ করতে পারে যার উদ্দেশ্য হবে নতুন বাজারে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ, আর বাকি অংশ একটা সামাজিক ব্যবসা শুরু করার জন্য কিংবা কোনো একটা চলমান সামাজিক ব্যবসার উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে।
- ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিষদ তাদের অর্থের একটি অংশ এক বা একাধিক সামাজিক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেসব সামাজিক ব্যবসার লক্ষ্য আর ফাউন্ডেশনে যারা দান করে তাদের লক্ষ্য অভিন্ন। কিংবা ফাউন্ডেশন সামাজিক ব্যবসা তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে।
- এমন কি, সারা জীবনের জন্য পেশা হিসেবে বেছে নেবার ব্যাপারে হলে সামাজিক ব্যবসা এমন সব সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে যেগুলো আমাদের কাছে উপভোগ্য হবে। একই ব্যক্তি তার জীবনের একটা অংশ ব্যক্তিগত মুনাফাকারী ব্যবসায় কাজ করার জন্য ব্যয় করতে পারে; আরেক অংশ ব্যয় করতে পারে সনাতন দাতব্য, ফাউন্ডেশন বা এনজিওকর্মে, অথবা সামাজিক ব্যবসায়। এই তিন রকমের কাজ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যেমন করতে পারে, তেমনি একই সঙ্গেও করতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির পেশা বাছাইয়ে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশেষ আগ্রহ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নিজের সামাজিক ভাবনার ওপর, যা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হতে পারে।

তাই সামাজিক ব্যবসা কে বা কারা করবে, কখন করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণই নেই। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেছে নেবার বেলায়, যেমন জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত নেবার বেলায়ও, মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে যে তাকে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি দেয়। আমরা মানুষরা বহুমাত্রিক জীব। আর তাই আমাদের ব্যবসার কাঠামোকেও সমান বৈচিত্র্যময় হতে হবে। নতুন ধরনের ব্যবসা হিসেবে সামাজিক ব্যবসাকে পরিচিত ও উৎসাহিত করা হলে অচিরেই সংখ্যায় ও সম্ভাবনায় এটি প্রচলিত ব্যবসার সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বঅর্থনৈতিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যে পুঁজির যোগান দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল ঋণবাজার ব্যবস্থাপনা। কিন্তু হালে তা গুটিকয়েক বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান

www.nagorikpathagar.org

নির্বাহীদের হাতে জুয়া খেলার আসরে পরিণত হয়েছে। পরিণতি হিসেবে উন্নত বিশ্বঅর্থনৈতিক সংকটের গভীর গহবরে পড়ে গেছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশের শত কোটি মানুষের জীবনে বেকারত্বের ধাক্কা এসে লাগল। ইউরোপীয় দেশগুলোও এর থেকে রেহাই পেল না। গ্রিস, ইটালি ও স্পেনে নজিরবিহীন বেকারত্ব আসন গেড়ে বসল।

আজকের পৃথিবী যে সমস্যাগুলো মুখোমুখি হচ্ছে তা সমাধান করার জন্য আমাদের যা করতে হবে, তা হলোঃ সঠিক কন্সেপচুয়াল ও ইনিস্টিটিউশনাল ফ্রেম-ওয়ার্ক তৈরি করা যাতে আমাদের সকলের মাঝে যে সৃজনশীল প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে তাকে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যেখানে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মতো বড় সামাজিক সমস্যা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা আর থাকবে না। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সৃষ্টির বড় কারণ আমাদের তাত্ত্বিক কাঠামোতে বিরাট গলদ। এই গলদ সংশোধনের উদ্যোগ আমাদেরকে অবশ্যই নিতে হবে।

পুঁজিবাদের বর্তমান বিরাট সংকটকালটি এ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উত্তম সময় এবং এই সুযোগ হারানো মোটেই আমাদের উচিত হবে না।

[লেখকের সামাজিক ব্যবসা গ্রন্থ থেকে। প্রকাশকাল- ২০১৪]

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট ৫

Life Sketch of

Professor Muhammad Yunus

Curriculum Vitae of Nobel Peace Laureate Professor Muhammad Yunus, Chairman of Yunus Centre and Founder of Grameen Bank, Dhaka, Bangladesh.

Personal Information

Name		PROFESSOR MUHAMMAD YUNUS
Present Address	:	Chairman, Yunus Centre Grameen Bank, Mirpur-2 Dhaka 1216, Bangladesh
e-mail	:	yunus@yunuscentre.org
website	:	www.muhammadyunus.org
Date of Birth	:	June 28, 1940
Marital Status	:	Married
Nationality	:	Bangladeshi
Education	:	Ph.D in Economics Vanderbilt University, U.S.A.(1970)

Scholarships / Fellowships

- Awarded Fulbright Fellowship to study in the U.S.A. for 1965-66.
- Awarded Vanderbilt University research and teaching fellowships during 1966-69.
- Awarded Eisenhour Exchange Fellowship for 1984.
- Senior Fellow, The Institute of Mediterranean Studies, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland (2000 -).

www.nagorikpathagar.org

Professional Experiences

1962 - 65	Lecturer of Economics Chittagong College, Bangladesh
1969 - 72	Assistant Professor of Economics MTSU, Tennessee, USA
1972 (July-Sept)	Deputy Chief, General Economics Division Planning Commission, Government of Bangladesh.
1972 - 75	Associate Professor of Economics and Head of the Department of Economics Chittagong University, Bangladesh
1975 - 1989	Professor of Economics, Chittagong University and Director Rural Economics Programme Chittagong, Bangladesh
1976 - 1983	Project Director, Grameen Bank Project, Bangladesh
1983 - 2011	Managing Director, Grameen Bank, Bangladesh
1996 (April-June)	Cabinet Minister (Advisor) in the Caretaker Government of Bangladesh
2008- present	Chairman, Yunus Centre, Bangladesh
2012-2016 (June)	Chancellor, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Uk
2015-Present	Adjunct Professor, La Trobe Business School, in the Faculty of Business, Economics and Law, Australia
2018-Present	Visiting Professor, Universiti Teknologi Petronas, Malaysia
2020-Present	Chancellor of Albukhary international University (ALU, Malaysia

Membership of Committees and Commissions (National)

- Was member, National Committee on Population Policy set up by the President of Bangladesh, in 1981.
- Was member, Land Reform Committee, set up by Chief Martial Law Administrator, headed by the Minister of Agriculture, in 1982.

www.nagorikpathagar.org

- Member, Education Commission (1987-88), Government of Bangladesh.
- Member, Presidential Committee on Health Education and Service (1987-88).
- Appointed as the Chairman of the Socio-economic Committee of the National Disaster Prevention Council set up by the President of Bangladesh (1989-90).
- Member of the National Debt Settlement Board headed by the President of Bangladesh (1989-90).
- Member of the Task Force for reviewing the operation of the Nationalised Commercial Banks (1989).
- Appointed as the Convener of the Task Force on Self-Reliance set up by the Planning Advisor (1991).
- Member of the National ICT Task Force Committee, Ministry of Planning, Bangladesh (2002 -).

Membership of Committees and Commissions (International)

- Appointed by the Secretary General of the United Nations as a member of the International Advisory Group for the Fourth World Conference on Women in Beijing, China (1993-1995).
- Appointed as a member of the Global Commission on Women's Health for the period 1993-1995 by the Director General, World Health Organisation, Geneva, Switzerland.
- Appointed as member of Advisory Council for Sustainable Economic Development, World Bank, Washington DC, USA (1993-to-date).
- Appointed as member of the UN Expert Group on Women and Finance: Transforming Enterprise and Finance Systems, UNIFEM, Washington DC, USA (1993 to date).
- Chairman of the Policy Advisory Group for the CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest), World Bank, Washington D.C., U.S.A. (1995 - 2000).
- Member of the Council of Patrons of Friends of the Earth International, Amsterdam, Netherlands to support it in its continued campaigns to protect the environment (1996).
- Member of the Advisory Committee, Asian Ecotechnology Network.

www.nagorikpathagar.org

- Co-Chairman , State of the World Forum, San Francisco, U.S.A. (1996 -).
- Co-Chairman, Council of Practitioners, Micro-Credit Summit, U.S.A. (1997 -).
- Member of the Scientific Advisory Committee, Center of Arab Women For Training And Research (CAWTAR), Tunisia (1997 -).
- Member of the Advisory Group, Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA), Sweden (1997 -).
- Honourary Member, Club of Budapest, London, U.K. (1997 -).
- Member of the Advisory Group, Council of Women World Leaders, Kennedy Schools of Government Harvard University, U.S.A. (1997 -).
- Member of the Advisory Committee, 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment initiative, IFPRI, U.S.A. (1998 -).
- Member of the Advisory Committee, INTERNEWS, Arcata, San Francisco, U.S.A. (1999 -).
- Member of the International Consultative Committee, International Forum, Mujeres & Hombres, Lima, Peru (1999 -).
- Member, AGFUND Prize Committee, AGFUND, Kingdom of Saudi Arabia (1999 -).
- Member, Hilton Humanitarian Prize Jury Committee, Conrad N. Hilton Foundation, U.S.A. (1999 -).
- Member of the Presiding Council of the ProVention Consortium (a global partnership to address the increasing vulnerability of developing countries to the risk of natural and technological catastrophes), World Bank, Washington DC, U.S.A. (2000 - to-date).
- Member of the High Council of International Exhibitions, International Bureau of Expositions, Paris, France (2000 -).
- Member of the High-Level Advisory Group on Information and Communication Technologies (ICT), United Nations, New York, U.S.A. (2000 -).
- Member, Advisory Committee, Queen Sofia Chamber Orchestra (Orquestra de Camara Reina Sofia), Madrid, Spain (2001 -).
- Member, Global Steering Committee for the Fish for All Initiative, ICLARM, Malaysia (2002 -).

www.nagorikpathagar.org

- Member, International Jury Committee of the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, Indira Gandhi Memorial Trust, India (2002 - 2004).
- Co-Chairman, Ambassadors' Council, Freedom from Hunger, U.S.A. (2003 - to-date).
- Member, Africa Progress Panel, UK (2007 - to-date).
- Member, Elders Project, South Africa (2007 - to-date).
- Co-Chairman, Women's World Forum, Republic of Korea (2007 - to-date)
- Member, Foundation Board of the Global Humanitarian Forum, Geneva, Switzerland (2007 -to-date)
- Member of the UN Secretary-General Network of Men Leaders, U.S.A, (2008-to-date) which aims to prevent and eliminate violence against women and girls in all parts of the world
- Member, MDG Advocacy Group, Focus on MDG 8 (global partnership for development), New York, U.S.A (2010-to-date)
- Founding Commissioner, Broadband Commission for Digital Development Switzerland (2010-to- date)
- Member, myclimate Patronage Committee, Switzerland, (2010-to-date)
- Member, U.S. Department of State International Council on Women Business Leadership (ICWBL) Subcommittee on Access to Capital., U.S.A. (2012-to-date)

Member, Board of Advisors (International)

- Calmeadow Foundation, 4 Kind Street West, Suite 300, Toronto, Ontario M5H 1B6, Canada.
- The Synergose Institute, 100 East 85th Street, New York, NY10028 U.S.A.
- Living Economics, 42 Warriner Gardens, London SW11 4DU, U.K.
- International Council for Freedom From Hunger, U.S.A.
- International Council, Ashoka Foundation, Washington DC, USA.
- Advisory Council, Women for Women of Bosnia, Washington DC, USA.
- Advisory Board, The Center For Visionary Leadership, Washington D.C., U.S.A.

www.nagorikpathagar.org

- International Advisory Board, Council on Foreign Relations, New York, U.S.A.
- International Advisory Board, Foundation for the Research of Societal Problems Ankara, Turkey.
- Advisory Board, Credit for All, Inc. Denver, U.S.A
- Advisory Board, The Gleitsman Foundation International Activist Award, California, U.S.A.
- International Council, Asia Society, New York, U.S.A.
- International Advisory Panel, UNESCO, Paris, France.
- International Advisory Board, The Center For Visionary Leadership, Washington D.C. U.S.A.
- International Council on the Future, UNESCO, Paris, France.
- Global Advisory Board, EARTH ONE (a radio service for the world community) Borehamwood, United Kingdom.
- Global Public Goods Advisory Board, Office of Development Studies, UNDP, New York, U.S.A
- Advisory Board, Information Technologies and International Development, MIT Media Laboratory, Cambridge, U.S.A.
- Advisory Board, Foundation for Entrepreneurship, Germany.
- Advisory Panel, ESCAP/UNDP Joint Initiative in Supporting the Achievement of Millennium Development Goals in Asia and the Pacific Region, Thailand.
- Founder Member, The Global Academy for Social Entrepreneurship, Ashoka, U.S.A.
- Advisory Board, Prague Institute for Global Urban Development, Czechoslovakia.
- Honorary Advisory Council, Alliance for the New Humanity (ANH), U.S.A.
- Advisory Council for the new Templeton Freedom Awards, Atlas Economic Research Foundation , U.S.A
- Advisory Board, Holcim Foundation, Zurich, Switzerland.
- Advisory Board, Mahatma Gandhi Center for Global Nonviolence, Virginia, U.S.A
- Honorary Board Member, Center for International Studies Micro- Credit Program, Houston, Texas, U.S.A.
- Honorary Board Member, SNV Netherlands Development Organisation, the Netherlands.

www.nagorikpathagar.org

- Advisory Board Member, "Global Health Agenda for Girls" project at the Center for Global Development, Washington D.C., U.S.A.
- Advisory Board Member, Multimedia Super Corridor Malaysia International Advisory Panel (IAP), Kuala Lumpur, Malaysia.
- Member, Advisory Committee, Ritsumeikan Asian Pacific University, Japan.
- Honorary Advisor, Super Naissance Academic Project at Super Naissance Incorporated, Tokyo, Japan.
- Founder, Grameen Creative Lab, Germany
- Co-Chairperson, Governing Board, Yunus Centre, AIT,Thailand
- Lead Advisory Scholar, Okan University Muhammad Yunus International Centre for Microfinance and Social Business, Turkey
- Founder, Yunus Social Business GmbH, Germany

Member, Board of Directors (National)

1976 - 1983	Founder and Project Director, Grameen Bank Project.
1983 - 2011	Founder and Managing Director Grameen Bank, Dhaka.
1991 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Krishi (Agriculture) Foundation, Rangpur.
1990 - to-date	Founder and Executive Trustee, Grameen Trust, Dhaka.
1990 - to-date	Designer and member of Governing Body, Polli Karma Sahayak Foundation (PKSF), Dhaka.
1979 - to-date	Member, Board of Directors, Centre for Mass Education for Science, Dhaka.
1994 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Fund (a Social Venture Capital Fund) Dhaka.
1994 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Motsho (Fisheries) O PasuSampad (Livestock) Foundation, Dhaka.

www.nagorikpathagar.org

1994 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Uddog, a non-stock, non-profit organization dedicated to promote the interest of the handloom-weavers of Bangladesh.
1995 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Telecom, a cellular telephone company to provide nationwide telephone service. It will provide telephone service in the rural areas of Bangladesh primarily through the poor women in rural areas.
1995 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Shamogree (Products), Dhaka.
1995 - to-date	Founder and Chairman, Gona Shyastha Grameen Textile Mills Ltd., Dhaka.
1996 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Cybernet, Dhaka.
1996 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Communications, Dhaka.
1996 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Kallyan (well-being), Dhaka.
1996 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Shakti (energy), Dhaka.
1996 - to-date	Founder and Chairman, Yunus Foundation, Dhaka.
1996 - to-date	Member, Advisory Council of the Bangladesh Legal Aid and Services Trust, Dhaka.
1997 - to-date	Founder and Chairman Grameen Shikkha (Education), Dhaka.
1997 - to-date	Founder and Chairman Grameen Knitwear Ltd., Dhaka.
1998 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Capital Management Ltd, Dhaka.
1999 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Software Ltd, Dhaka.
2000 - to-date	Founder and Chairman, Grameen IT Park Ltd, Dhaka.

www.nagorikpathagar.org

2002 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Star Education Ltd, Dhaka.
2002 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Information Highways Ltd, Dhaka.
2007 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Danone Food Ltd, Bangladesh
2007 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Green Children Eye-Care Hospital
2008 - to-date	Founder and Chairman, BASF Grameen Ltd.
2008 - to-date	Founder and Chairman, Yunus Centre, Dhaka
2009 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Caledonian College of Nursing
2009 - to-date	Founder and Chairman, Grameen Veolia Water Ltd, Bangladesh

Member, Board of Directors (International)

1987 - 1997	Board of Directors, RESULTS, A Citizen's Lobby, Washington DC, U.S.A.
1987 - 1995	Board of Trustees, Amanah Ikhtiar Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia (A Grameen Replication Project in Malaysia.)
1989 - 1994	Board of Trustees of the International Rice Research Institute (IRRI), Philippines.
1990 - to-date	Chief Patron, Credit and Savings for Hardcore Poor, (CASHPOR), Kuala Lumpur, Malaysia.
1990 - 1992	Steering Committee, The Aga Khan Award for Architecture, Geneva, Switzerland.
1992 - 2002	Board of Directors, Calvert World Values Fund, Washington DC, USA.
1993 - to-date	Board of Directors, Foundation for International Community Assistance (FINCA), U.S.A.
1995 - to-date	International Crisis Group, Washington D.C., U.S.A.
1996 - to-date	Patron, United Kingdom Social Investment Forum, London,U.K.
1998 - to-date	Board of Directors, United Nations Foundation , Washington, U.S.A.

www.nagorikpathagar.org

2000 - to-date	Founding Patron, C21: Tomorrowâ€™s Leaders for a Safer Planet, Oxford Research Group , Oxford, United Kingdom.
2001 - to-date	Board of Directors, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship , Cologny, Switzerland.
2002 - to-date	Board of Director, ManyOne Foundation, Canada.
2006 - to-date	Board of Trustees, Coexist Foundation, University of Cambridge, UK.
2007 - to-date	Board of Director, Prince Albert II of Monaco Foundation, Monaco.
2007- to -date	Board of Directors, Chirac Foundation, France.
2007- to -date	Board of Directors, Grameen Danone Food Ltd, Bangladesh.
2007- to -date	Board of Directors, Danone Communities Fund, France.
2007- to -date	Board of Directors, Sing For Hope, New York, U.S.A.
2008- to -date	Board of Directors, Grameen Credit Agricole Microfinance Foundation, Luxemoburg.

Awards:

BANGLADESH

President's Award: 1978

Originator of the concept of Three share Farming (Tebhaga Khamar) as a joint farming operation. Organised Nabajug Tebhaga Khamar in Jobra, Chittagong in 1975, around a deep tubewell which was lying unused because of management problems. Government of Bangladesh adopted the concept and introduced it in the country under the name of "Packaged Input Programme" (PIP) in 1977. Nabajug Tebhaga Khamar was awarded President's Award in 1978 for introducing an innovative organisation in agriculture.

PHILIPPINES

Ramon Magsaysay Award: 1984

Awarded Ramon Magsaysay Award in the Field of "Community Leadership" in 1984 for "Enabling the neediest rural men and women to make themselves productive with sound group managed credit."

www.nagorikpathagar.org

BANGLADESH

Central Bank Award: 1985

Awarded the Bangladesh Bank Award 1985 in recognition of the contribution in devising a new banking mechanism to extend credit to the rural landless population, thereby creating self employment and socio economic development for them.

BANGLADESH

Independence Day award: 1987

Awarded the Independence Day Award, 1987, by the President for the outstanding contribution in rural development. This is the highest civilian national award of Bangladesh.

SWITZERLAND

Aga Khan Award For Architecture: 1989

Awarded Aga Khan Award For Architecture, 1989 by Geneva based Aga Khan Foundation for designing and operating Grameen Bank Housing Programme for the poor, which helped poor members of Grameen Bank to construct 60,000 housing units by 1989, each costing on an average $ 300.

U.S.A.

Humanitarian Award: 1993

Awarded 1993 Humanitarian Award by the CARE, U.S.A. in recognition of role in providing a uniquely pragmatic and effective method of empowering poor women and men to embark on income generating activities.

SRI LANKA

Mohamed Sahabdeen Award for Science (Socio Economic): 1993

Awarded Mohamed Sahabdeen Award for Science (Socio Economic) in 1993.

BANGLADESH

Rear Admiral M. A. Khan Memorial Gold Medal Award: 1993

Awarded Rear Admiral Mahbub Ali Khan Memorial Gold Medal Award in 1993.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

World Food Prize: 1994

Awarded 1994 World Food Prize by World Food Prize Foundation, U.S.A. in recognition of the lifetime achievements of an economist who created a bank loan system that has given millions of people access to adequate food and nutrition for the first time in their lives.

U.S.A.

Pfeffer Peace Prize: 1994

Awarded 1994 Pfeffer Peace Prize by the Fellowship of Reconciliation, U.S.A. for his vision of non collateral lending through the Grameen Bank and the courage of persevere in the concept that credit is a human right.

BANGLADESH

Dr. Mohammad Ibrahim Memorial Gold Medal Award: 1994

Awarded Dr. Mohammad Ibrahim Memorial Gold Medal Award in 1994.

SWITZERLAND

Max Schmidheiny Foundation Freedom Prize: 1995

Awarded Max Schmidheiny Foundation Freedom Prize in 1995.

BANGLADESH

RCMD Award: 1995

Awarded Rotary Club of Metropolitan Dhaka Foundation Award in 1995.

VENEZUELA & UNESCO

International Simon Bolivar Prize: 1996

Awarded International Simon Bolivar Prize in 1996.

U.S.A.

"Distinguished Alumnus Award" of Vanderbilt University: 1996

Awarded "Distinguished Alumnus Award" of Vanderbilt University in 1996.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

International Activist Award: 1997

Awarded International Activist Award Gleitsman Foundation, U.S.A., in 1997.

GERMANY

Planetary Consciousness Business Innovation Prize: 1997

Awarded "Planetary Consciousness Business Innovation Prize" by the club of Budapest in 1997.

NORWAY

Help for self help Prize: 1997

Awarded "Help for self help Prize" by the Stromme Foundation in 1997.

ITALY

Man for Peace Award: 1997

Awarded "Man for Peace Award" by the Together For Peace Foundation in 1997.

U.S.A.

State of the World Forum Award: 1997

Awarded "State of the World Forum Award" by the State of the World Forum, San Francisco in 1997.

U.K.

One World Broadcasting Trust Media Awards: 1998

Awarded One World Broadcasting Trust Special Award by the One World Broadcasting Trust in 1998.

SPAIN

The Prince of Austurias Award for Concord: 1998

Awarded The Prince of Austurias Award for Concord by The Prince of Austurias Foundation in 1998.

AUSTRALIA

Sydney Peace Prize: 1998

Awarded Sydney Peace Prize by the Sydney Peace Foundation in 1998.

www.nagorikpathagar.org

JAPAN

Ozaki (Gakudo) Award : 1998

Awarded Ozaki (Gakudo) Award by the Ozaki Yukio Memorial Foundation in 1998.

INDIA

Indira Gandhi Prize: 1998

Awarded Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development by the Indira Gandhi Memorial Trust in 1998.

FRANCE

Juste of the Year Award: 1998

Awarded "Juste of the Year" by the Les Justes D'or in 1998.

U.S.A.

Rotary Award for World Understanding: 1999

Awarded Rotary Award for World Understanding by the Rotary International in 1999.

ITALY

Golden Pegasus Award: 1999

Awarded Golden Pegasus Award by the TUSCAN Regional Government in 1999.

ITALY

Roma Award for Peace and Humanitarian Action: 1999

Awarded Roma Award for Peace and Humanitarian Action by the Municipality of Rome in 1999.

INDIA

Rathindra Puraskar: 1998

Awarded Rathindra Puraskar for 1998 by the Visva-Bharati in 1999.

SWITZERLAND

OMEGA Award of Excellence for Lifetime Achievement: 2000

Awarded OMEGA Award of Excellence for Lifetime Achievement in 2000.

www.nagorikpathagar.org

ITALY

Award of the Medal of the Presidency of the Italian Senate: 2000

Awarded The Medal of the Presidency of the Italian Senate in 2000.

JORDAN

King Hussein Humanitarian Leadership Award: 2000

Awarded "King Hussein Humanitarian Leadership Award" by the King Hussein Foundation in 2000.

BANGLADESH

"IDEB Gold Medal" Award: 2000

Awarded IDEB Gold Medal Award by the Institute of Diploma Engineers in 2000.

ITALY

"Artusi" Prize : 2001

Awarded "Artusi" prize by Comune di Forlimpopoli in 2001.

JAPAN

Grand Prize of the Fukuoka Asian Culture Prize: 2001

Awarded "Grand Prize of the Fukuoka Asian Culture Prize " by the Fukuoka Asian Culture Prize Committee in 2001.

VIETNAM

Ho Chi Minh Award: 2001

Awarded Ho Chi Minh Award by the Ho Chi Minh City Peoples Committee in 2001.

SPAIN

International Cooperation Prize Caja de Granada: 2001

Awarded International Cooperation Prize Caja de Granada Caja de Ahorros de Granada in 2001.

SPAIN

NAVARRA International Aid Award: 2001

NAVARRA International Aid Award by the Autonomous Government of Navarra together with Caja Laboral (Savings Bank) in 2001.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A

Mahatma Gandhi Award: 2002

Awarded Mahatma Gandhi Award by the M.K Gandhi Institute for Nonviolence, in 2002.

U.K.

World Technology Network Award: 2003

Awarded "World Technology Network Award 2003" for Finance by the World Technology Network in 2003.

SWEDEN

Volvo Environment Prize: 2003

Awarded "Volvo Environment Prize 2003" by the Volvo Environment Prize Foundation in 2003.

COLOMBIA

National Merit Order Award: 2003

Awarded "National Merit Order" by the Honorable President of the Republic of Colombia in 2003.

FRANCE

The Medal of the Painter Oswaldo Guayasamin Award: 2003

Awarded "The Medal of the Painter Oswaldo Guayasamin" by the UNESCO in 2003.

SPAIN

Telecinco Award: 2004

Awarded "Telecinco Award for Better Path Towards Solidarity" by the Spanish TV Netwark - Channel 5 in 2004.

ITALY

City of Orvieto Award: 2004

Awarded "City of Orvieto Award" by the Municipality of Orvieto in 2004.

U.S.A.

The Economist Innovation Award: 2004

Awarded "The Economist Award for Social and Economic Innovation" by The Economist in 2004.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

World Affairs Council Award: 2004

Awarded "World Affairs Council Award for Extra-ordinary Contribution to Social Change" by the World Affairs Council of Northern California in 2004.

U.S.A.

Leadership in Social Entrepreneurship Award: 2004

Awarded "Leadership in Social Entrepreneurship Award" by Fuqua School of Business of Duke University, U.S.A. in 2004.

ITALY

Premio Galileo 2000 - Special Prize for Peace: 2004

Awarded "Premio Galileo 2000 - Special Prize for Peace" by Ina Assitalia Fireuze in 2004.

JAPAN

Nikkei Asia Prize: 2004

Awarded "Nikkei Asia Prize for Regional Growth" by the Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Nikkei) in 2004.

SPAIN

Golden Cross of the Civil Order of the Social Solidarity: 2005

Awarded "Golden Cross of the Civil Order of the Social Solidarity" by the Spanish Ministry of Labour and Social Affairs in May, 2005.

U.S.A.

Freedom Award: 2005

Awarded "Freedom Award" by the America's Freedom Foundation, Provo, Utah, U.S.A. in July, 2005.

BANGLADESH

Bangladesh Computer Society Gold Medal: 2005

Awarded "Bangladesh Computer Society Gold Medal" by the Bangladesh Computer Society, Bangladesh in July, 2005.

www.nagorikpathagar.org

ITALY

Prize Il Ponte: 2005

Awarded "Prize Il Ponte" by the Fondazione Europea Guido Venosta, Italy in November, 2005.

SPAIN

Foundation of Justice: 2005

Awarded "Foundation of Justice 2005" by the Foundation of Justice, Valencia, Spain in January, 2006.

U.S.A

Harvard University, Neustadt Award: 2006

Awarded "Neustadt Award" by Kennedy School of Government, Harvard University, U.S.A. in May, 2006.

U.S.A

Global Citizen of the Year Award: 2006

Awarded "Global Citizen of the Year Award" by Patel Foundation for Global understanding, Tampa, Florida, U.S.A in May, 2006.

NETHERLAND

Franklin D. Roosevelt Freedom Award: 2006

Awarded "Franklin D. Roosevelt Freedom Award" by Roosevelt Institute, Middleburg, Province of New Zeeland, The Netherlands in May, 2006.

SWITZERLAND

ITU World Information Society Award: 2006

Awarded "ITU World Information Society Award" by International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland in May, 2006.

KOREA

Seoul Peace Prize: 2006

Awarded "Seoul Peace Prize 2006" by Seoul Peace Prize Cultural Foundation, Seoul, Korea in October, 2006.

www.nagorikpathagar.org

SPAIN

Convivencia (Good Fellowship) of Ceuta Award: 2006

Awarded "Convivencia (Good Fellowship) of Ceuta 2006" by Fundacion Premio Convivencia, Ceuta, Spain in October, 2006.

Norway

Nobel Peace Prize: 2006

Awarded "Nobel Peace Prize 2006" in October, 2006.

INDIA

Disaster Mitigation Award: 2006

Awarded "Disaster Mitigation Award 2006" by FIRST INDIA Disaster Management Congress 2006, Delhi, India in November, 2006.

INDIA

Shera Bangalee:2006

Awarded "SHERA BANGALEE 2006" by ETV, India in February, 2007.

U.S.A

Global Trailblazer Award: 2007

Awarded "Global Trailblazer Award 2007" by the Vital Voices, Washington DC, USA in March, 2007.

U.S.A

ABICC Award For Leadership In Global Trade: 2007

Awarded "ABICC Award For Leadership in Global Trade 2007" by ABICC, Miami, USA in March, 2007.

U.S.A

Social Entrepreneur Award: 2007

Awarded "Social Entrepreneur Award 2007" by the Geoffrey Palmer Center for Social Entrepreneurship and the Law, Pepperdine School of Law, USA in January, 2007.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A

Global Entrepreneurship Leader Award: 2007

Awarded "Global Entrepreneurship Leader Award 2007" by the National Foundation for Teaching Entrepreneurship, USA in April, 2007.

SPAIN

RED CROSS Gold Medal: 2007

Awarded "Red Cross Gold Medal 2007" by the Red Cross Society, Spain in 2007.

INDIA

Rabindra Nath Tagore Birth Centenary Plaque: 2007

Awarded "Rabindra Nath Tagore Birth Centenary Plaque 2007" by the Asiatic Society, Kolkata, India in May, 2007.

NETHERLAND

EFR-Business Week Award: 2007

Awarded "EFR-Business Week Award 2007" by the University of Rotterdam, The Netherlands in May 2007.

U.S.A.

Nichols-Chancellor Medal: 2007

Awarded "Nichols-Chancellor Medal" by the Vanderbilt University, U.S.A. in May, 2007.

GERMANY

Vision Award: 2007

Awarded "Vision Award 2007" by the Global Economic Network, Berlin, Germany in June, 2007.

U.S.A

BAFI Global Achievement Award: 2007

Awarded "BAFI Global Achievement Award 2007" by the Bangladesh-American Foundation Inc., U.S.A in July, 2007.

U.S.A.

Rubin Museum Mandala Award: 2007

Awarded "Rubin Museum Mandala Award" by the Rubin Museum, USA, October 2007.

www.nagorikpathagar.org

INDIA

Sakaal Person of the Year Award: 2007

Awarded "Sakaal Person of the Year Award 2007" by the Sakaal Group of Publications, India in November, 2007.

PHILIPPINES

First AHPADA Global Award: 2007

Awarded "1st AHPADA Global Award" by the ASEAN Handicraft Promotion and Development Association (ASPADA), Philippines in November, 2007.

Brazil

Medal of Honor: 2007

Awarded "Medal of Honor" by the Government, Santa Catrina State, Brazil, November 2007.

U.S.A.

Award for UN South-South Cooperation: 2007

Awarded the "UN South-South Cooperation" by the United Nations, USA, December 2007.

U.S.A.

Project Concern Award: 2008

Awarded "Project Concern Award" by Project Concern International, Santa Barbara, California, January 2008.

New York

International Women's Health Coalition Award: 2008

Awarded "IWHC" Award by the International Women's Health Coalition, February 2008.

JAPAN

Kitakyushu Environmental Award: 2008

Awarded "The Kitakyushu Environmental Award" by the Mayor of City of Kitakyushu, Japan, February 2008.

U.S.A.

Chancellor's Medal: 2008

Awarded "Chancellor's Medal" by York College, USA, February 2008.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

President's Medal: 2008

Awarded "President's Medal" by Lehman College, USA, March 2008.

U.S.A.

Human Security Award: 2008

Awarded "Human Security Award" by Muslim Public Affairs Council, USA, March 2008.

AUSTRIA

Annual Award for Development: 2008

Awarded "2008 Annual Award for Development" by OPEC Fund for International Development(OFID), Austria, June 2008.

U.S.A.

Humanitarian Award: 2008

Awarded "2008 Humanitarian Award" by The International Association of Lions Clubs, U.S.A., June 2008.

SPAIN

Friend of Children Award: 2008

Awarded "Friend of Children 2008" by Save the Children, Spain, October 2008.

GERMANY

AGI International Science Award: 2008

Awarded "AGI International Science" by University of Cologne, Germany, October 2008.

GERMANY

Corine International Book Award: 2008

Awarded "Corine International Book Award" by the Bavaraian Government for the book, "Creating World Without Poverty",Â Germany, November 2008.

GERMANY

TWO WINGS prize: 2008

Awarded "TWO WING prize 2008" by the Freie Universitat, Berlin, Germany, November 2008.

www.nagorikpathagar.org

USA

Global Humanitarian Awards: 2008

Awarded "Global Humanitarian Awards 2008" by the Tech Museum, San Jose, California, November 2008.

California

World Affairs Council Awards: 2008

Awarded "World Affairs Council Awards 2008" by the World Affairs Council of Northern California, San Francisco, California, November 2008.

USA

Full Impact Award: 2008

Full Circle Fund awarded the Full Impact Award 2008 for his bold, inspiring leadershipÂ on November 13,Â 2008

PORTUGAL

Estoril Global Issues Distinguished Book Prize: 2009

The Estoril Global Issues Distinguished Book Prize was awarded to Muhammad Yunus Creating a world without Poverty. It is the biggest award in the field of international studies. It is awarded on an annual basis to books, which offer outstanding analysis of global issues. May, 2009.

USA

Eisenhower Medal for Leadership and Service: 2009

Awarded the Dwight D. Eisenhower Medal for Leadership and Service from the Eisenhower Fellowships at a ceremony in Philadelphia, May, 2009.

Slovakia

Golden Biatec Award: 2009

Awarded Golden Biatec Award by the Economic Club, Slovakia, June, 2009.

USA

Gold Medal of Honor Award: 2009

Awarded the Gold Medal of Honor Award from the ATLAS, U.S.A, June, 2009.

www.nagorikpathagar.org

USA

PICMET Leadership in Technology Management: 2009

Awarded the "PICMET (Portland International Center for Management of Engineering and Technology) Leadership in Technology Management" from PICMET, U.S.A. on August 4, 2009. This award recognizes and honors individuals who have provided leadership in managing technology by establishing a vision, providing a strategic direction, and facilitating the implementation strategies for that vision.

USA

Presidential Medal of Freedom: 2009

Awarded the highest US civilian honor "The Medal of Freedom" by President Barack Obama at White House on August 12, 2009. The Medal of Freedom is awarded to individuals who make an especially meritorious contribution to the security or national interests of the United States, world peace, cultural or other significant public or private endeavors.

SPAIN

The Sustainable Development Award: 2009

Awarded "The Sustainable Development Award 2009" by Ecology and Development Foundation, Spain on October 22, 2009.

GERMANY

The Bayreuth Leadership Award: 2009

Awarded the "The Bayreuth Leadership Award 2009" by the University of Bayreuth, Wiesbaden, Germany on November 5, 2009 in recognition of work to create opportunities for economic and social development with the aim of eliminating world poverty.

USA

Prize for Ethical Business Award: 2010

Awarded the "Prize for Ethical Business Award 2010" by the Creighton University, Omaha, USA in February, 2010.

www.nagorikpathagar.org

USA

Presidential Medallion Award: 2010

Awarded the "Presidential Medallion Award 2010" by the President, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA in March, 2010.

USA

Presidential Medal Award: 2010

Awarded the "Presidential Medal Award 2010" by the Emory University, Atlanta, USA in March, 2010.

SPAIN

SolarWorld Einstein Award 2010

Awarded the "SolarWorld Einstein Award 2010" by the SolarWorld AG, Germany at the 25th European Phtovoltaic Conference in Valencia, Spain on September 6, 2010.

USA

Presidential Medal Award 2010

Awarded the "Presidential Medal Award 2010" by the Miami Dade College, Miami, Florida, Â USA in September, 2010.

USA

Congressional Gold Medal 2010

Awarded the highest civilian honor "Congressional Gold Medal" by US Congress in September, 2010.

PERU

Order of the Sun in the Grade of Grand Cross

Awarded the highest national award given by the Nation of Peru

CHINA

Global Award, the Third China Poverty Eradication Awards: 2010

Awarded Global Award, the Third China Poverty Eradication Awards by The State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development Management, Government of People's Republic of China and China Foundation for Poverty Alleviation in Beijing on October 17, 2010.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

St. Vincent de Paul Award: 2011

Awarded the St. Vincent de Paul Award by DePaul University, Chicago, Illinois on September 23, 2011.

USA

Elon Medal for Entrepreneurial Leadership: 2011

Awarded the Elon University Medal for Entrepreneurial Leadership in 4 April, 2012

USA

Jean Mayer Global Citizen Award: 2012

Awarded the Jean Mayer Global Citizen Award by the Institute for Global Leadership of Tufts University on April 20, 2012. This award was created to honor Jean Mayer, by challenging and inspiring the students and the University community, by bringing to Tufts distinguished scholars and practitioners whose moral courage, personal integrity, and passion for scholarship resonated his dictum that scholarship, research and teaching must be dedicated to solving the most pressing problems facing the world.

USA

Outstanding Entrepreneur of Our Time and The Best Humanitarian of the Year" by OFC Venture Challenge: 2012

Awarded the Outstanding Entrepreneur of Our Time and the Best Humanitarian of the Year" by OFC Venture Challenge on April 23, 2012.

USA

Transformational Leadership Award: 2012

Awarded the 2012 Transformational Leadership Award from the Wright Foundation for Transformational Leadership on April 27, 2012 in honor of his achievements as a humanitarian and social entrepreneur.

USA

International Freedom Award: 2012

Awarded the 2012 Freedom Award by the National Civil Rights Museum on October 16, 2012 at Memphis, Tennessee as the

www.nagorikpathagar.org

founder of Grameen Bank for providing collateral-free loans to the poorest of the poor in Bangladesh.

USA

Salute to Greatness Award 2013

Awarded "Salute to Greatness Award 2013" by Martin Luther King Center, USA on January 19, 2013.

Albert Schweitzer Humanitarian Award 2013

Awarded "Albert Schweitzer Humanitarian Award 2013" by Quinnipiac University, Connecticut, USA on March 6, 2013.

U.K.

Skoll Global Treasure Award 2013

Awarded "Global Treasure Award" by Skoll Foundation, Oxford, UK on April 11, 2013

U.S.A.

The Congressional Gold Medal Award 2013

Awarded the "Congressional Gold Medal" award by the US congress on April 17, 2013. A special bill S. 846 was passed in US congress to award Congressional Gold Medal to Professor Muhammad Yunus by unanimous vote. The Public Law 111-253 for the award was passed in October, 2010.

USA

Forbes 400 Lifetime Achievement Award for Social Entrepreneurship, 2013

Awarded Forbes 400 Philanthropy Forum Lifetime Achievement Award for Social Entrepreneurship by Forbes Magazine, USA on June 05, 2013.

Honorary Degrees Received by Professor Muhammad Yunus:

U.K.	Awarded a Degree of Doctor of Letters, honoris causa, by the University of East Anglia, U.K., in 1992.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Humanities by the Oberlin College, U.S.A. in 1993.

www.nagorikpathagar.org

CANADA	Awarded a Degree of Doctor of Law, honoris causa, by the University of Toronto, Canada in 1995.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Law by the Haverford College, U.S.A. in May, 1996.
U.K.	Awarded a Degree of Doctor of Law by the Warwick University, U.K. in July, 1996.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Public Service by the Saint Xaviers' University, U.S.A. in May, 1997.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Civil Law, Honoris Causa by the University of the South, U.S.A. in January, 1998.
BELGIUM	Awarded a Degree of Doctor Honoris Cause by the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium in February, 1998.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Social Science, honoris causa by the Yale University, U.S.A. in May, 1998.
U.S.A.	Awarded a Degree of Doctor of Humane Letters, honoris causa by the Brigham Young University, U.S.A. in August, 1998.
AUSTRALIA	Awarded an Honorary Degree of Doctor of Science in Economics by the University of Sydney, Australia in November, 1998.
AUSTRALIA	Awarded an Honorary Degree of Doctor of the University by the Queensland University of Technology, Brisbane, Australia in February, 2000.
ITALY	Awarded an Honorary Degree of Doctor in Economics and Business (Laurea Honoris Causa) by the University of Turin, Turin, Italy in October, 2000.
U.S.A.	Awarded a Degree of Humane Letters, Honoris Causa by the Colgate University, Hamilton, U.S.A. in May 2002.

www.nagorikpathagar.org

BELGIUM	Awarded a degree of Doctor Honoris Causa by the University Catholique of Louvain in February, 2003.
ARGENTINA	Awarded a Degree of Doctor Honoris Causa by the Universitad Nacional De Cuyo in April, 2003.
SOUTH AFRICA	Awarded a Degree of Doctor of Economics, honoris Causa by the University of Natal in December 2003.
INDIA	Awarded a Degree of Doctor of Science, Honoris Causa by the Bidhan Chandra Krishi Viswayvidyalaya, India in February, 2004.
THAILAND	Awarded a Degree of Doctor of Technology, Honoris Causa by the Asian Institute of Technology in August, 2004.
ITALY	Awarded a Degree of Doctor in Business Economics, Honoris Causa by the University of Florence in September, 2004.
ITALY	Awarded an Honorary Degree of Doctor in Pedagogyst by the University of Bologna in October, 2004.
SPAIN	Awarded a Degree of Doctor Honoris Causa by the Universidad Complutense, Madrid in October, 2004.
SOUTH AFRICA	Awarded a Honorary Doctorate Degree in Economics by the University of Venda, South Africa in May, 2006.
LEBANON	Awarded a Doctor of Humane Letters by the American University of Beirut, Lebanon in June, 2006.
SPAIN	Awarded a Doctor of Honoris Causa by the University of Alicante in Valencia, Spain in June, 2006.
SPAIN	Awarded a Doctor of Honoris Causa by the University of Valencia, in Valencia, Spain in June, 2006.

www.nagorikpathagar.org

SPAIN	Awarded a Doctor of Honoris Causa by the University of Jaume I in Valencia, Spain in June, 2006.
BANGLADESH	Awarded a Honorary Degree of Doctor of Laws by the University of Dhaka, Bangladesh in February, 2007.
JAPAN	Awarded an Honorary Degree of Doctor of Humanities by the Rikkyo University, Tokyo, Japan in July, 2007.
MALAYSIA	Awarded an Honorary Degree of Doctor of Economics by the Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia in August, 2007.
KOREA	Awarded an Honorary Degree of Doctor of Philosophy by the Ewha Womans University in September, 2007.
COSTA RICA	Awarded a Doctor of Humanities Honoris Causa Degree by the Earth University in December 2007.
U.S.A.	AwardedÂ an Honorary Degree by the Regis University, U.S.A. in March 2008.
CANADA	AwardedÂ an Honorary Degree by the University of British Columbia in March 2008.
RUSSIA	Awarded an Honorary Doctorate Degree by Moscow State University, Russia in April 2008.
ITALY	Awarded an Honoris Causa Degree in Science of Cooperation and Development by Sapienza University of Rome, Italy in June, 2008.
U.K.	Awarded an Honorary Degree of Doctorate of Letters (D. Litt) in Glasgow Caledonia University, Glasgow, UK in December 2008.
U.K.	Awarded an Honorary Degree of Doctorate in University of Glasgow, UK in December 2008.

www.nagorikpathagar.org

JAPAN	Awarded an Honorary Degree in Kobe University, Japan in March 2009.
U.S.A.	Awarded an Honorary Doctors of Law Degree by University of Pennsylvania, Philadelphia in May 2009.
JAPAN	Awarded an Honorary Degree from Hokkaido University, Japan in September 2009.
TURKEY	Awarded an Honorary Degree of Doctorate in Istanbul Commerce University, Istanbul in October 2009.
U.S.A.	Received a Doctor of Humane Letters from Duke University, Durham, USA on May 16, 2010.
JAPAN	Awarded an Honorary Degree of Doctorate in Kwansei Guakin University, Kobe, Japan on 18 July 2010.
CANADA	Awarded a Doctor of Laws Honoris Causa from Carleton University, Ottawa, Canada on September 1, 2010.
PERU	Awarded a Doctor Honoris Causa from San Ignacio de Loyola University, Lima, Paru on September 27, 2010.
PERU	Awarded a Doctor Honoris Causa from Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Paru on September 27, 2010.
BELGIUM	Awarded a Doctor Honoris Causa from University of Mons in Mons on October 18, 2010.
U.K.	Awarded an Honorary Degree of Doctor of Science in Economics from London School of Economics at London on November 24, 2011.
Japan	Awarded Honorary Degree of Doctorate from Tohoku University, Japan on 11 March, 2012.
U.S.A	Awarded Doctor of Humane Letters degree fromTuskegee University, U.S.A. on 12 May, 2012.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A	Awarded the degree of Doctors of Letters from Emory university, U.S.A. on 14 May, 2012.
Albania	Awarded the Degree of Doctoris Honoris Causa from the European University of Tirana, Albania on 15 January, 2013.
U.K.	Awarded Honorary Degree from University of Salford, Manchester, UK on May 18, 2013.

Special Honour:

PHILIPPINES	Legislature of Negros Occidental, a province of the Philippines, passed a resolution awarding the status of "Adopted Son of Negros Occidental" for the contribution made to the poorest of the poor of the province, in 1992.
BANGLADESH	Chosen by The Daily Star, a daily newspaper of Bangladesh, as the "Man of the Year 1994".

U.S.A. Was Chosen as the" Person of the Week"

Professor Muhammad Yunus was chosen as the "Person of the Week" by American TV ABC's World News Tonight with Peter Jennings on September 15, 1995 at the conclusion of the World Summit on Women held in Beijing.

This is how Peter Jennings announced the news :

"Finally this evening, our Person of the Week. As we reported elsewhere in this broadcast, the International Women Conference in China is now over. And the women there, from many parts of the world, will go home and try to inspire others to translate all the talking into action which will benefit women. On this final day of the women conference, we choose a man. He was on the agenda of the women conference because he truly understands the value of women."

www.nagorikpathagar.org

HONG KONG	The ASIAWEEK, a weekly international news magazine has selected as one of the "Twenty Great Asians (1975 1995)".
INDIA	The Ananda Bazar Patrika a daily leading newspaper of India has selected as one of the Ten Great Bangalees of the century" (1900-1999).
HONG KONG	The ASIAWEEK, a weekly international news magazine has selected as one of the Asians of the Century (1900-1999).
U.S.A	The U.S. NEWS a weekly leading news-magazine of U.S.A. has selected as one of the 20 Heroes in the world in 2001.
U.S.A	Appointed as an International Goodwill Ambassador for UNAIDS by the United Nations in June, 2002.
BANGLADESH	Elected as a Fellow of the Society by the Asiatic Society of Bangladesh in September, 2003.
U.S.A	PBS Documentary: The 25 Most Influential Business Persons of the Past 25 Years Professor Yunus was chosen by Wharton School of Business for PBS documentary, as one of "The 25 Most Influential Business Persons of the Past 25 Years" Among others were : Bill Gates, George Soros, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Richard Branson, Warren Buffertt, Michael Dell, Alan Greenspan, Lee Lacocca, Charles Schwab, Frederick Smith, and Sam Walton. PBS aired the programme on January 19, 2004, in their "Nightly Business News".
U.S.A.	Profiled in Discovery Channel In 2004, TV Cable Channel Discovery produced an autobiography documentary film series titled "Crossings". In each episode it featured "one individual who made significant contribution to society as a result of certain experiences in life."

www.nagorikpathagar.org

	Twelve Asians were profiled in this series. Professor Muhammad Yunus was one of them. He was the only one from the South Asian countries. Among others were : Chinese actress-director Joan Chan, international action movie star Jackie Chan, Thai elephant keeper Saudia Shawalla, and Malaysian cartoonist Datuk Laat.
FRANCE	Inducted as a Member of the Legion d'Houneur by President Chirac of France in May, 2004.
BELGIUM	Appointed as a Special Advisor to Hon'ble Mr. Louis Michel, E.U. Commissioner for Development and Humanitarian Aid in March 2005.
FRANCE	Awarded "Professeur Honoris Causa" by the most prestigious business school of France, HEC, in October, 2005.
TURKEY	Addressed the "Members of the Turkish Grand National Assembly" at the invitation of the Speaker of the Grand National Assembly Mr. Bulent ARINC, on May 15, 2006.
COLOMBIA	Received the "Key of Bogota City" from the Mayor of Bogota City, the capital of Columbia in October, 2006.
COLOMBIA	Addressed Upper House of Parliament (Senate) and formal conferment of the title of "Knight", Colombia in October, 2006.
CHINA	Appointed as "Honorary Professor" by Peking University, China on October, 2006.
HONG KONG	"TIME" a weekly International news-magazine has selected as an "ASIAN HERO" of their "60 Years of ASIAN HEROS" issue in November, 2006.
USA	MSN chosen as one of "Ten Most Influential Men of 2006" in their MSN LIFESTYLE : MEN category in December, 2006.
FRANCE	Diploma of Honor given by Friends of the Indian Ocean, December 2006.

www.nagorikpathagar.org

KOREA	Selected as a "Distinguished Fellow" of the Ewha Academy for Advanced Studies, EWHA WOMENS UNIVERSITY, Seoul, Korea in March, 2007.
BAHRAIN	Conferred the highest honour "Medal of the First Order of Merit" by the Kingdom of Bahrain in February, 2007.
VENEZUELA	Conferred the highest honor of Government of Venezuela Order of the Liberator in First Class with Grand Decoration by President Hugo Chavez of Venezuela in Caracas, May 2007.
U.S.A.	Business Week a weekly international news magazine has selected as one of the Greatest Entrepreneurs of All Time in July, 2007.
CHINA	The Government of Hainan Province of the People Republic of China has honoured as an Adviser to the Government of Hainan Province in July, 2007.
SAUDI ARABIA	Conferred by HM King of Saudi Arabia the highest Civil Award "King Abdul Aziz Medal" in September, 2007.
SAUDI ARABIA	Establishment of a Research Chair at King Saud University in the name of Professor Muhammad Yunus in September 2007.
SAUDI ARABIA	Conferred Honorary Professorship of the University in the Department of Economics, King Saud University, Saudi Arabia in September 2007.
ECUADOR	Conferred Key to the City of Guayaquil and named Distinguished Guest of the City of Guayaquil declared by the District of Guayaquil, December 2007.
ECUADOR	Conferred Key to the City of Quito and named Distinguished Guest of the City of Quito declared by the District of Quito, December 2007.

www.nagorikpathagar.org

ECUADOR	Visiting Fellow Catholic University of Guayaquil, Guayaquil, December 2007 .
USA	Bill White, Mayor of the City of Houston, USA has honoured Muhammad Yunus through proclaiming January 14, 2008 as Muhammad Yunus Day, January 2008.
BENIN	Commander of the National Order of Benin : Conferred "Commander of the National Order of Benin" by the Grand Chancellor of the Order of Benin in Cortonou in February, 2008.
RUSSIA	Conferred Honorary Professorship at Higher School of Economics by Evgeniy Yasin, Academic Supervisor, Alexander Shokhin, President and Yaroslav Kuzminov, Rector, The State University of Moscow - Higher School of Economics in March 2008.
RUSSIA	Decorated by the Presidium of the International Movement of "Eastern Dimension" with the International Order of Eastern Dimension for asserting the world's highest ideals, humanism, and progress and for enhancing of friendship between Russian and Bangladeshi people, Russia in April 2008.
UKRAINE	Awarded highest honor of the National Taras Shevchenko University in Kiev, Ukraine in April 2008.
U.S.A.	Delivered commencement speech at Massachusetts Institute of Technology in Massachusetts, USA on 6 June, 2008.
U.K.	Delivered Adam Smith Lecture at Glasgow University, Glasgow, UK in December 2008.
U.K.	Delivered Romanes Lecture at Oxford University, UK in December 2008.
U.S.A.	Delivered commencement speech at Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA on 17 May 2009.

www.nagorikpathagar.org

JAPAN	Conferred the Distinguished Professor of the Kzushu University, Japan on July 17, 2010.
U.K.	In 2008, in an open online poll, was voted the 2nd topmost intellectual person in the world on the list of Top 100 Public Intellectuals by Prospect Magazine (UK) and Foreign Policy (United States). Also voted 2nd in Prospect Magazine's 2008 global poll of the world's top 100 intellectuals.
U.S.A	Delivered commencement speech at Wharton School of Business, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA on 17 May 2009.
South Africa	Delivered the Seventh Nelson Mandela Annual Lecture on July 11, 2009 at Johannesburg, South Africa.
India	Delivered the second Prof. Hiren Mukerjee Memorial Annual Parliamentary Lecture at 6 PM on Wednesday on the 9th of December 2009, in the central hall of the Parliament House in New Delhi.
U.K.	Inaugurated the Yunus Centre for Social Business and Health in Glasgow Caledonian University, Glasgow on July 9, 2010
Japan	Conferred the Distinguished Professor of the Kzushu University, Japan on July 17, 2010.
Italy	Honored with the highest national honor from the Republic of Italy, Cavaliere di Gran Croce on July 26, 2010
Peru	Honored with Peru highest national honor, Order of the Sun in the Grade of Grand Cross by President Alan Garcia of Peru on September 29, 2010
Malaysia	Named the Laureate-in- residence at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) on July 15, 2011
U.S.A.	Selected as one of the 12 greatest entrepreneurs of our times by Fortune Magazine. This consists

www.nagorikpathagar.org

	of an exclusive group of individuals, all of whom are known throughout the world for their innovation, vision and ability to get things done.
U.S.A.	Featured in a book called Transformative Entrepreneurs: How Walt Disney, Steve Jobs, Muhammad Yunus and Other Innovators Succeeded" by Jeffrey Harris. The book came out in January 2012.
U.S.A.	Featured as one of the æMost Influential Business Thinkers" in 2013, by the Wall Street Journal.

Special Show Appearances

The Daily Show with John Stewart	Appeared in the Daily Show with John Stewart that aired on November 16, 2006 (Episode #11146), emphasizing that in lending the "poor should have the first priority".
Oprah Winfrey Show	Appeared in the Oprah Winfrey Show in 2006 and discussed on poverty reduction strategies.
The Colbert Report	Appeared in the Colbert Report hosted by Stephen Colbert that aired on January 10, 2008, explaining microcredit model.
Real Time	Appeared in the Real Time with Bill Maher
with Bill Maher	that aired on May 22, 2009 at 8 PM and discussed on the Global Economic Crisis.
The Simpsons	Appeared as a live cartoon character in an episode of hit US TV show The Simpsons. The appearance focused on Grameen Bank and work on micro-credit, and aired on October 3, 2010.

www.nagorikpathagar.org

Awards Received by Grameen Bank

SWITZERLAND

Aga Khan Award For Architecture: 1989

Awarded Aga Khan Award For Architecture, 1989 by Geneva based Aga Khan Foundation for designing and operating Grameen Bank Housing Programme for the poor, which helped poor members of Grameen Bank to construct 60,000 housing units by 1989, each costing on an average $ 300.

BELGIUM

King Baudouin International Development Prize: 1993

Awarded "The King Baudouin International Development Prize 1992" for its recognition of the role of women in the process of development and the novelty of a financial credit system contributing to the improvement of the social and material condition of women and their families in rural areas.

BANGLADESH

Independence Day Award: 1994

Awarded Independence Day Award for outstanding contribution to Rural Development.

MALAYSIA

Tun Abdul Razak Award: 1994

Awarded the Independence Day Award, 1987, by the President for the outstanding contribution in rural development. This is the highest civilian national award of Bangladesh.

UNITED KINGDOM

World Habitat Award: 1997

Awarded World Habitat Award : 1997 by Building and Social Housing Foundation.

INDIA

Gandhi Peace Prize: 2000

Awarded "Gandhi Peace Prize :2000" by Government of India.

www.nagorikpathagar.org

U.S.A.

Petersberg Prize: 2004

Awarded "Petersberg Prize 2004" by the Development Gateway Foundation, U.S.A. in 2004.

Norway

Nobel Peace Prize: 2006

Awarded "Nobel Peace Prize 2006" in October, 2006.

www.nagorikpathagar.org

‘প্রকৃতি ওয়াজেদ, আমার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে। দুটি জিনিস নিয়ে আবর্তিত ওর আনন্দের পৃথিবী। প্রফেসর ড. ইউনূস আর বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। গ্রামীণ ব্যাংক কাকে বলে, প্রফেসর ইউনূসের অবদান কি, ম্যাক্রো লেবেল, মাইক্রো ক্রেডিট ইত্যাদি জটিল জটিল বিষয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু প্রফেসর ইউনূসের হাসিটা ওর দারুণ প্রিয়। বুক টান করে দাঁড়িয়ে, দিগন্তের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে প্রাণের পেয়ালা উপচেপড়া ভুবনজয়ী হাসি ছড়িয়ে প্রফেসর ইউনূসের যে ঐতিহাসিক ছবিটা, সেইটা আছে আমার সংসারের দেয়ালে। আমার মেয়ে সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পোচ দিয়ে ছবি তোলে। আমাকে বলে, ‘বাপা, নোবেল পুরস্কার পেতে হলে আমাকে কী কী করতে হবে?’

আমি বলি, ‘ভালো করে পড়’।

মেয়ে বলে, ‘বাপা’ আমি কিন্তু প্রফেসর ইউনূসের মতো একই ভঙ্গিতে একটা ছবি তুলব। ঠিক তো’।

আমি বলি, ‘ঠিক আছে মা’।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি আমার ছোট্ট মেয়ের সেই আনন্দঘেরা পৃথিবীটাকে এক ফুঁকে নিভিয়ে দিয়েছেন। ওর মুখটা মলিন হয়ে গেছে। ও যাঁকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আপনি তাঁকে অপমান করেছেন। ছোট মানুষ তো তাই কষ্টটা লুকাতে পারে না। দুঃখী দুঃখী মুখ করে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ায়। আমি ওর দিকে তাকাতে পারি না। কষ্ট হয়।

এরকমভাবে বাংলাদেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোরের মনে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করেছেন আপনি। যা এ জাতির জন্য অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হবে।

দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী ভাইবোনদেরও আবার বিচ্যুৎ করেছেন তাদের গর্ব থেকে। যেমনভাবে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আজ বিচলিত, ব্যথিত।’

ISBN : 978-984-94766-7-2